ইষ্টিশন প্রকাশনা

নরসুন্দর মানুষ

নির্মিত

সংক্ষিপ্ত কুরআন

নরসুন্দর মানুষ

সংক্ষিপ্ত কুরআন

কুরআনে মুহাম্মদের মনোজগত

নরসুন্দর মানুষ

একটি ইস্টিশন ইবুক
www.istishon.com

সংক্ষিপ্ত কুরআন

কুরআনে মুহাম্মদের মনোজগত

নরসুন্দর মানুষ

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ২০১৭

ইস্টিশন ইবুক

প্রকাশক

ইস্টিশন
ঢাকা,
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ:
নরসুন্দর মানুষ

ইবুক তৈরি:
নরসুন্দর মানুষ

মুল্য: **ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে**

SongKhipto Koran, by NoroSundor Manush

Istishon eBook
First eBook Published in **October, 2017**
Created by: NoroSundor Manush

উ ৎ স র্গ

দু'জনকেই;

যে না বুঝে ভক্তি করে,

যে না বুঝে সমালোচনা করে।

সূচিপত্র

{ইবুকটি ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক ও বুকমার্ক যুক্ত, **পর্ব টাইটেল বা বুকমার্কে** মাউস ক্লিক/টাচ করে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠা ও সূচিপত্রে আসা-যাওয়া করা যাবে}

ভূমিকা

“শোনো এভাবে তুমি সত্যটা বুঝতে পারবে না!
সত্যিকারের ইসলামকে জানতে হলে কোরআন বুঝে পড়তে হবে!”

এমনটাই বলেন মডারেট মুমিন ও মুক্তচিন্তার মানুষেরা! কিন্তু কোরআন কি ধারাবাহিকভাবে পড়লেই বোঝা সম্ভব? এমনকি আট/দশ'টি তাফসীর (ব্যাখ্যা) গ্রন্থ বগলে নিয়ে **‘সূরা ফাতেহা’** থেকে **‘সূরা নাস’** পর্যন্ত পড়লেই কোরআন তার সকল রহস্য উন্মোচিত করে সহজবোধ্য হয়ে যাবে! এমনটা যারা ভাবেন, তারা নিজেরা কখনই বিষয়টি চেষ্টা করে দেখেননি! তাই এই লাইনটি শুনে কারও মেজাজের বিচি যদি সপ্তমে উঠে যায়, তবে কী করার থাকতে পারে!

২০০৮ সাল থেকে কোরআনের সহজবোধ্যতা নিয়ে মাথা ঘামানো শুরু করি, প্রথমেই চেষ্টা করতে শুরু করি কোরআনকে অবতীর্ণ হবার ধারাবাহিকতা অনুসারে সাঁজাতে; মোটামুটি ২০১৬-এর শুরুতে কাজটি শেষের দিকে আসে! **‘ধর্মকারী’**-তে ১৮ জুন, ২০১৬ থেকে **‘কোরআন যেভাবে অবতীর্ণ’** শিরনামে সিরিজ আকারে প্রকাশ শুরু হয় তার। সিরিজের ২০ তম পর্বে এসে উপলব্ধি হয়, কোরআন অবতীর্ণ হবার ক্রমাণুসারে পড়াটাও বিরক্তিকর এবং একঘেয়ে; একান্ত কোরআন গবেষক ছাড়া এভাবে কোরআন পড়া ও বোঝা, মুখে শুকনো আটা চিবানোর মত ক্লান্তিদায়ক!

প্রবল ভাবনা চেপে ধরে মাথার ভেতর; কীভাবে পুরো কোরআন'কে একটি উপন্যাস পাঠের আনন্দে বোঝা ও পাঠ করে শেষ করা সম্ভব, তার হদিস খুঁজতে শুরু করি। সংগ্রহে থাকা প্রায় ২ টেরাবাইট ইসলামী ইবুক, গবেষণাপত্র, ভিডিও ডকুমেন্টারি

এবং ব্যক্তিগত বইপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে এক চমৎকার আইডিয়া খেলে যায় মস্তিস্কে! মাত্র ৪৮ ঘন্টায় ৩৫০০ পৃষ্ঠা প্রিন্টারে প্রিন্ট করি; লিখতে শুরু করি কোরআন নিয়ে এক সহজবোধ্য উপন্যাস **"সহজ কুরআন"**।

"সহজ কুরআন" ২০০ পৃষ্ঠা লেখার পর পূণরায় উপলব্ধি হয় (উপলব্ধির পর উপলব্ধি! উপলব্ধির জাহাজ!) পুরো কোরআন উপন্যাস আকারে শেষ করতে প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠার মত লিখতে হবে! যা লম্বা সময় না নিয়ে শেষ করা আমার জন্য কিছুটা কঠিন (পেশা জনিত কারণে প্রতিদিন ১২ ঘন্টা ব্যস্ত থাকে নাপিত!); তাই সেটিকে ২০১৮ সালের প্রকাশ তালিকায় পাঠিয়ে দিয়ে নতুন করে শুরু করলাম **"সংক্ষিপ্ত কুরআন"**। **এটিকে পুরো কোরআনের একটি মিনিপ্যাক সংস্করণ বলা চলে**, আপনি ইবুকটি পাঠ শেষ করার পর কোরআনের আলোকে মুহাম্মদের মনোজগতের একটি রূপরেখা পেয়ে যাবেন; কোরআনের মূল বিন্যাস, বক্তব্য ও অবিন্যস্ততা অনেকটাই সহজবোধ্য হয়ে যাবে এবং আপনি যদি কোরআন নিয়ে বেশী সচেতন/জটিল/গবেষক পাঠক হয়ে থাকেন, তবে পুরো কোরআনের উপন্যাস **"সহজ কুরআন"** পাঠের আশায় অপেক্ষা করতে থাকবেন!

শুভেচ্ছা;

নরসুন্দর মানুষ

অক্টোবর, ২০১৭

শুরুর চার কারণ

এক: কুরআন কেনো জটিল? পৃথিবী বিখ্যাত ৫০০ পৃষ্ঠার একটি উপন্যাস পড়তে দেওয়া হলো আপনাকে, তবে পড়ার আগে বইটির প্রতিটি পাতা **'তাস'** (প্লেয়িং কার্ড) খেলার মত এলোমেলো মিশিয়ে দেওয়া হলো! কতটুকু আগ্রহ নিয়ে পড়তে পারবেন আপনি?

আপনার কাছে কুরআনের যে অনুবাদ আছে, তার অবস্থা এর থেকেও জটিল! উপন্যাসটি যদি আপনি আগে দু-একবার পড়ে থাকেন, তবে এলোমেলো পাতা থেকেও বুঝে নিতে পারবেন কোন পৃষ্ঠায় কীভাবে এগুচ্ছে ঘটনাক্রম; কিন্তু কুরআনের ক্ষেত্রে সেটা শতবার পড়া থাকলেও সম্ভব নয়; কারণ, কুরআন কোনো সময়ক্রম বা ঘটনাক্রম অনুসারে ধারাবাহিক সংকলিত হয়নি!

কুরআনের প্রতিটি সূরাকে এক একটি অধ্যায় না বলে, বাজারের একটি ব্যাগ বলা চলে; যাতে বাজার শেষে আলু-পটল-মরিচ-আদা-টমেটো-পিয়াজ-শাক-মাছ একসাথে থাকে! আপনি যদি চোখ বন্ধ করে একের পর এক তুলতে থাকেন; বুঝতে পারবেন না পরের বার ঠিক কী উঠে আসবে! কুরআনের প্রতিটি সূরা'র আয়াত গুলোর অবস্থা ঠিক এমনটাই!

দুই: কুরআন একঘেয়ে কেনো? মনে করুন আপনি একজন সাংবাদিক, একজন **'নির্বাচন প্রার্থী'**র সমাবেশের বক্তব্য লিখে রাখা আপনার দায়িত্ব; লিখতে গিয়ে বুঝতে পারছেন, নির্বাচন প্রার্থী বিভিন্ন সমাবেশে একই বিষয়ে কথা বলছেন; তবে সময়, পরিবেশ, স্থান ও শ্রোতার পরিবর্তনে তার বর্ণনা কিছুটা করে বদলে

যাচ্ছে; তিনি একই বিষয়ে কখনো বিস্তারিত, কখনো সংক্ষিপ্ত আকারে বলছেন। এবার নির্বাচনের পর আপনার লেখা নোটবুকটি যদি কাউকে পড়তে দেন, তবে পাঠক একই বিষয়বস্তুর পূনরাবৃত্তিতে যেভাবে বিরক্ত হবে; কুরআন ঠিক তেমনটাই বিরক্তি দেয় পাঠককে। ভেবে দেখুন, মুহাম্মদ ২৩ বছর সময়কালে কুরআনে ৩৯ বার **'মুসা নবী'**র বিষয়ে কথা বলেছেন, ২৯০ টি আয়াতে বলেছেন **নরক/দোযখের** কথা; এসব যদি আপনি একটানা পড়তে বসেন, বিরক্তিতে নিজের চুল ছিড়ে ফেলাটাও কি স্বাভাবিক নয়? একটি উপন্যাস যতই বিরক্তিকর হোক, ধারাবাহিকভাবে বুঝে পড়া সম্ভব; কিন্তু কুরআন নয়!

তিন: আরবী কুরআন-বাংলা অনুবাদ! **'রবীন্দ্রনাথ'** তার লেখা **'গীতাঞ্জলী'** ইংরেজীতে অনুবাদ করার সময় **'অভিসার'** শব্দের অনুবাদ করেছিলেন **'Night of Love-নাইট অফ লাভ'**! বাংলাভাষী হিসাবে বুঝতে পারি, Night of Love অভিসার শব্দের দশ ভাগও প্রকাশ করে না! অভিসার শব্দের অনুভূতি ইংরেজীতে অনুবাদ করতে কমপক্ষে ১৫ থেকে ২০ শব্দের প্রয়োজন। কুরআনের ক্ষেত্রে অবস্থা আরও জটিল; কারণ, কোনো অনুবাদেই আরবী ভাষার শ্রুতিময়তা আর কাব্যসুর তুলে আনা সম্ভব নয়। ভাষা না জানার পরেও, সূর করে না বুঝে আরবী কুরআন পুরোটা একটানা পড়া/পাঠ করা সম্ভব, কিন্তু অন্য কোনো ভাষার অনুবাদে সেটা একেবারেই সম্ভব নয়। কাব্য-সাহিত্যের অনুবাদ মানে, আদর-যত্ন করে ধর্ষণ করা! এটি অবশ্য যেকোনো সাহিত্য-কর্মের ক্ষেত্রেই সত্য। অনুবাদে কেবল অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব, সূর-ছন্দ-মাধুর্য্য নয়।

চার: কুরআনের ইত্যাদি সমস্যা! মুহাম্মদ তার নবী জীবনের ২৩ বছর সময়কালে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন অবস্থা উপলক্ষে যেসব কুরআনের আয়াত প্রকাশ করেছেন তার সিরিয়াল নম্বর (আয়াত নম্বর) কুরআন পাঠের সাবলীল গতিকে খর্ব করে, আর এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে হঠাৎ চলে আসাটাও আগ্রহহীন করে পাঠককে।

মনে করুন, **“এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম!”** এটি যদি কুরআনের আয়াত হয়, তবে বাংলাদেশী হিসাবে আপনি যা বুঝবেন; একজন চায়না-কোরিয়া-মিশরের নাগরিক তা বুঝে উঠবেন না; কারণ, আপনি এটির প্রেক্ষাপট জানেন, অন্যরা এটা জানে না। কুরআন প্রকাশ থেকে সংকলনের সময়কালীন মুহাম্মদের সাহাবী'সহ প্রায় সবাই প্রতিটি আয়াতের প্রেক্ষাপট জানতেন; আর তাই, কুরআনে বিচ্ছিন্নভাবে থাকা আয়াত বুঝতে তাদের কোনো সমস্যা হতো না; যেমন, **“এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম!”**, বুঝতে বাংলাদেশীদের হয় না।

৪ টি সমস্যার সমাধান কী? শতভাগ না হলেও, সমস্যাগুলোর ৮০ ভাগ সমাধান করা সম্ভব; এই গ্রন্থটির লক্ষ্য সেটাই। আমি এমন একটি উপায় খুঁজে পেয়েছি, যাতে কুরআনকে এমন সজ্জায় সজ্জিত করা সম্ভব, যা এটিকে সহজ পাঠ্য উপন্যাসের রূপ দেবে; যেকোনো পাঠক বিনা বিরক্তিতে পুরোটা পাঠ করে শেষ করতে পারবেন এবং সহজ ভাবে প্রতিটি বিষয় বুঝে নিতে পারবেন! আর এই **‘সহজ কুরআন’** উপন্যাসটি পাঠের পর, বাজারে উপলব্ধ কুরআনের যেকোনো অনুবাদের পাতাকে তাসের মতো এলোমেলো মিশিয়ে দিলেও, তা আপনার বোধগম্যতার সীমা অতিক্রম করার যোগ্যতা লাভ করবে না!

আমি নিশ্চিত; **‘সহজ কুরআন’** গ্রন্থটি পাঠের পর থেকে আপনি নিজেই হয়ে উঠবেন একজন কুরআন ব্যাখ্যাকারী (তাফসীর কারক), একজন গবেষক; এবং মুহাম্মদের জীবন ও কুরআন নিয়ে পরিষ্কার ধারণার মুক্ত মানুষ!

বিঃ দ্রঃ- এ অধ্যায়টি “সহজ কুরআন” উপন্যাসের জন্য লেখা, কিন্তু বিষয়বস্তুর অভিন্নতার জন্য এখানেও সংযুক্ত করা হলো, এই ইবুকটিকে সহজ কুরআনের সংক্ষিপ্ত তাত্ত্বিক রূপ বলা চলে অবশ্যই।

নবী জন্ম

মুহাম্মদ ৩৫ বছর বয়সের পর থেকে নিয়মিত হেরা গুহায় সময় কাটাতে শুরু করেন, মাঝে মাঝে একটানা একমাস কাটিয়ে দিতেন গুহায়। নির্জনবাস থেকে মক্কায় ফিরে প্রাচীন রীতি অনুসারে **‘কাবা’**কে প্রদিক্ষন করতেন ৭ বার; আল্লার উদ্দ্যেশে প্রার্থনা করতেন নতুন কোনো প্রথা ছাড়াই। এসময় কাল থেকেই মুহাম্মদের মনে হতে থাকে পাহাড়-পাথর-প্রকৃতি মাঝে মাঝেই তার নাম ধরে পেছন থেকে ডাকে! আকাশ, বাতাস, চাঁদ, সূর্য, তারা, উট, পাহাড়, সুমদ্র, ফল, পানি, মাটি সবকিছুতেই তিনি খুঁজে পেতে শুরু করেন সৃষ্টি আর স্রষ্টার মেলবন্ধন; মনের ভেতর অব্যক্ত ভাষা জমা হতে থাকে ক্রমাগত, দাদা-চাচা-ফুপু-মাতা-পিতার কবি হবার ইতিহাস থাকলেও নিরব কবি হয়ে তিনি কেবল উপলব্ধি করতে থাকেন। প্রকাশের ভাষা খুঁজে পান না কবিতার, আর কবিদের প্রতি তার মনের ভেতর জমে থাকা ঘৃণাও প্রকাশ করতে দেয়না কিছুই।

চল্লিশ বছর বয়সে রমজান মাসের নির্জনবাসের সময় অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা হয় মুহাম্মদের, ছোট্ট হেরা গুহায় ধরফর করে জেগে ওঠার অনুভূতি হয়; মনে হয় **‘ফেরেশতা জ্রিবাঈল’** লেখার ফলক ধরে তাকে বলে ওঠেন: **“পড়ো!”**
মুহাম্মদ বলে ওঠেন, **“আমি কি পড়বো!?”,**
মুহাম্মদের মনে হয়, জ্রিবাইল তাকে চেপে ধরে বলে উঠলেন, **“পড়ো”**
মুহাম্মদ বললেন, **“আমি পড়তে জানি না!”,**
জ্রিবাইল তাকে আবারও চেপে ধরে বলে উঠলেন **“পড়ো”,**
মুহাম্মদ আবার বলে উঠলেন, **“আমি পড়তে জানি না!”,**

জ্রিবাইল তাকে তৃতীয়বার চেপে ধরে বলে উঠলেন **"পড়ো"**,
মুহাম্মদ ভীতি আর শঙ্কা নিয়ে বলে উঠলেন, **"আমি কি পড়বো?"**,

ফেরেশতা জ্রিবাইল বলে উঠলেন:

(৯৬:১-৫) পাঠ করো তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন; সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট-বাঁধা রক্তপিন্ড হতে। পাঠ করো, আর তোমার পালনকর্তা মহা মহিমান্বিত; যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।

ঘুম থেকে উঠে মুহাম্মদ দৌড়াতে দৌড়াতে বাসায় ফেরেন, স্ত্রী খাদিজা অভয় দেন তাকে, খাদিজার চাচাতো ভাই মুহাম্মদ'কে বলেন, তোমার কথা সত্য হলে, তুমি হয়তো সেই ফেরেশতাকে দেখেছো, যে তোমার আগে অন্য নবীদের কাছে আসতো; তুমি হয়তো তাদের মত নবী হতে চলেছো। মুহাম্মদের সংশয় কাটে না; তিনি তো কবি আর কবিতা লেখার বিষয়গুলো মনে-প্রাণে ঘৃনা করেন; শেষ পর্যন্ত সেই কবিতেই রূপান্তরিত হচ্ছেন! কয়েকবার আত্মহত্যা করতে হেরার চূড়া থেকে লাফ দিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু যখনই তা করতে চান, তার মনে হয় দিগন্ত জুড়ে দেখা দিয়ে ফেরেশতা জ্রিবাইল বলে ওঠে, **"মুহাম্মদ, তুমি আল্লাহর নবী, আর আমি জ্রিবাইল!"**

মুহাম্মদ বাড়ীর বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দেন, কিছুদিন চুপচাপ থাকে মনের পরিবেশ; জ্রিবাইল ডাকে না আর, ভালো ঘুম হতে শুরু করে আবার।

কিন্তু একদিন জ্রিবাইল আবার ডেকে ওঠেন: তারপর থেকে নিয়মিত কুরআনের আয়াত প্রকাশ শুরু হয়, যেমন:

(৯৭:১-৫) নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি, তোমাকে কিসে জানাবে কদরের রাত কী? শবে-কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এ রাতে ফেরেশতা আর রূহ তাদের পালনকর্তার অনুমতিক্রমে প্রত্যেক কাজে অবতীর্ণ হয়; এ রাতে বিরাজ করে শান্তি আর যা ফজরের (সূর্য) উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

(৫৫:১-৮) করুনাময় আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেছেন; তিনিই শিখিয়েছেন ভাষা। সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে সুনির্দিষ্ট হিসাব অনুযায়ী, এবং তৃণলতা ও গাছপালা (আল্লাহকে) সেজদারত আছে। তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত, আর স্থাপন করেছেন (ন্যায়ের) মানদন্ড; যাতে তোমরা মাপকাঠিতে সীমালংঘন না করো।

(৫৫:১০-১৮) আর পৃথিবী, তিনি এটিকে প্রসারিত করেছেন প্রাণীকুলের জন্যে, এতে আছে নানান ফলমূল, আর খেজুর গাছ যার ফল আবরণে ঢাকা; আর খোসা ও ডাটা বিশিষ্ট দানা আর সুগন্ধিযুক্ত ফুল। অতএব, তোমরা উভয়ে (জ্বিন ও মানুষ) তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে, আর জ্বিনকে সৃষ্টি করেছেন ধোঁয়াবিহীন অগ্নিশিখা হতে। অতএব, তোমরা উভয়ে (জ্বিন ও মানুষ) তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? তিনি দুই উদয়াচল (পূর্ব) ও দুই অস্তাচলের (পশ্চিমের) মালিক; অতএব, তোমরা উভয়ে (জ্বিন ও মানুষ) তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

মুহাম্মদের স্ত্রী খাদিজা নবী হিসাবে তাকে প্রথম মেনে নেন; তিনি বিশ্বাস করেন মুহাম্মদ পাগল নন; আর মিথ্যাও বলেন না তিনি! সবকিছু স্বাভাবিক হয় খুব তাড়াতাড়ি; কিছুদিন বিরতি থাকে কুরআন প্রকাশে; যখন মুহাম্মদের মনে হতে থাকে সব স্থির হচ্ছে আবারও; তখনই আয়াত চলে আসে:

(৯৩:১-৮) কসম মধ্যাহ্নের সূর্যকিরণের, কসম রাতের যখন তা গভীর হয়; তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্টও হননি। অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে এরূপ দান করবেন যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে; তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় পাননি, অতঃপর তোমাকে আশ্রয় দান করেননি? তিনি তোমাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন। তিনি তোমাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর তিনি ধনবান করেছেন।

মুহাম্মদ ধীরে ধীরে আপন বন্ধু এবং নিকট জনকে তার অভিজ্ঞতার কথা বলতে শুরু করেন, কুরআনের একাধিক আয়াত প্রকাশে নবী হিসাবে তার বিশ্বাস পরিপূর্ণতা লাভ করে। ক্রমাগত আসতে থাকে ইসলাম ধর্ম সূচনার ভিত্তি:

(১:৭) পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। আল্লাহরই জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা; যিনি পরম দয়ালু ও করুণাময়; যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা কেবল আপনারই ইবাদাত করি এবং কেবলমাত্র আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি; আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথ, যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন, যাদেরকে নিয়ামত দিয়েছেন।তাদের পথ নয়, যাদের উপর (ইহুদী) আপনার ক্রোধ আপতিত হয়েছে এবং যারা (খ্রিষ্টান) পথভ্রষ্টও।

(১০৭:১-৭) তুমি কি তাকে দেখেছ, যে বিচারদিবসকে মিথ্যা বলে? সে তো পিতৃহীন ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়, এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহ প্রদান করেনা, সুতরাং পরিতাপ সেই নামায আদায়কারীদের জন্য; যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে উদাসীন, যারা তা লোক-দেখানোর জন্য করে; এবং প্রয়োজনীয় ছোট-খাট গৃহসামগ্রী দানের সাহায্য করা থেকেও বিরত থাকে।

যৌনতার সীমরেখা টেনে আয়াত আসে:

(৭০:২২-৩৫) তারা স্বতন্ত্র, যারা নামায আদায় কারী, যারা তাদের নামাযের প্রতি নিষ্ঠাবান; যাদের ধন-সম্পদে একটা সুবিদিত অধিকার আছে ভিখারি এবং বঞ্চিতদের, আর যারা বিচারের দিনকে সত্য বলে গ্রহণ করে, এবং যারা তাদের পালনকর্তার শাস্তির সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত, নিশ্চয় তাদের পালনকর্তার শাস্তি থেকে নিঃশঙ্কা থাকা যায় না; এবং যারা তাদের যৌন-অঙ্গকে সংযত রাখে, কিন্তু তাদের স্ত্রী অথবা মালিকানাভূক্ত দাসীদের বেলায় তিরস্কৃত হবে না; অতএব, যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে, তারাই সীমালংঘনকারী। যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে, আর যারা তাদের সাক্ষ্য দানে অটল, এবং যারা তাদের নামাযে যত্নবান, তারাই হবে জান্নাতে সম্মানিত।

আয়াত আসে লোভ আর ভীতি নিয়ে:

(৯২:৫-২১) অতএব যে ব্যক্তি (আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য) দান করে ও (আল্লাহকে) ভয় করে, এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্যে পথ চলা সহজ করে দেব। আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয় ও নিজেকে স্বয়ংসমৃদ্ধ মনে করে, এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, আমি তার জন্য কঠিন পথ (অর্থাৎ অন্যায়, অসত্য, হিংসা ও হানাহানির পথ) সহজ করে দিব; এবং তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবেনা যখন সে ধ্বংস হবে। আমার কাজতো শুধু পথ নির্দেশ করা, আর পরকাল ও ইহকালের একমাত্র মালিক আমি; কাজেই আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের দাউ দাউ করে জ্বলা আগুন সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি, এতে নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তিই প্রবেশ করবে; যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ থেকে দূরে রাখা হবে খোদাভীরু ব্যক্তিকে, যে নিজের ধন-সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির উদ্দেশে; (সে দান করে) তার প্রতি কারো অনুগ্রহের প্রতিদান হিসেবে নয়; একমাত্র তার মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি লাভের আশা ব্যতীত, সে অচিরেই সন্তুষ্টি লাভ করবে।

কোরআনের মক্কা অধ্যায়ে কসম/শপথ দেখা দিতে শুরু করে, মুহাম্মদের অপ্রমাণিত কথা বিশ্বাস করানোর জন্য শুরু হয় এ কসম/শপথ তত্ত্ব!

(৯৫:১-৮) শপথ আঞ্জীর (ডুমুর) ও যয়তুনের, শপথ সিনাই পর্বতের, এবং এই নিরাপদ (মক্কা) নগরীর। আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে। অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে নীচে। কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে অশেষ পুরস্কার। অতঃপর কেন তুমি অবিশ্বাস করছ কেয়ামতকে? আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম নন?

(৮৬:১-৪) শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে আগমনকারীর। তুমি কি জান যা রাতে আসে তা কী? সেটা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। প্রত্যেকের উপর একজন তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে।

(৮৬:১১-১৪) শপথ চক্রশীল আকাশের এবং বিদারনশীল পৃথিবীর নিশ্চয় ইহা (কুরআন) সত্য-মিথ্যার ফয়সালা; এবং এটা উপহাস নয়।

মুহাম্মদের স্ত্রী **'খাদিজা'** এবং চাচাতো ভাই বালক **'আলী'** সহ তিনজন শুরু করেন নতুন ধারার এক প্রার্থনা পদ্ধতি! যদিও এটিকে কোনোভাবেই মৌলিক দাবী করা যায় না, তবুও মক্কার জনগনের জন্য তাকে নতুন বলা চলে অবশ্যই! কোরআনের ভাষায় একে বলা হতে থাকে সালাত/নামায/নামাজ।

(৭৩:১-৯) হে (মুহাম্মদ) চাদর আবৃত! রাতে নামাযে দাঁড়াও তবে (রাতের) কিছু অংশ বাদে, রাতের অর্ধেক (সময় দাঁড়াও) কিংবা তার থেকে কিছুটা কম কর, অথবা তার চেয়ে বাড়াও, আর ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে কুরআন পাঠ কর; নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী। বাস্তবিকই রাতে বিছানা ছেড়ে উঠা আত্মসংযমের জন্য বেশি কার্যকর এবং (কুরআন) স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল। নিঃসন্দেহ দিনের বেলায় তোমার জন্য আছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। তুমি তোমার

পালনকর্তার নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন হও, তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা; তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; অতএব, তাঁকেই কর্ণধাররূপে গ্রহণ করো।

মক্কা মূলত প্রাচীন প্যাগান দেবতাদের আড্ডাখানা ছিলো, মরুভূমির বেদুঈন আর হিযায অঞ্চলের ৩৬০ দেবতার বসবাস ছিলো মক্কায়! মুহাম্মদ নিজেকে ইহুদী-খ্রিষ্টান ধারাবাহিকতার একজন নবী হিসাবে দাবী করলেন, এবং ৩৬০ দেবতার মধ্যে প্রথম সারিতে থাকা 'আল্লাহ'-কে দাবী করলেন তার প্রতিপালক-উপাস্য-প্রভু হিসাবে! এর সাথেই কোরআনে ইহুদী-খ্রিষ্টান নবীদের মিথ দেখা দিতে শুরু করলো!

ইব্রাহীম এলেন:

(৫১:২৪-৪০) (মুহাম্মদ) তোমার কাছে ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের খবর পৌঁছেছে কি? যখন তারা তার সামনে উপস্থিত হল তখন বলল, 'সালাম'। সে উত্তর দিল- 'সালাম'। (ইব্রাহীম মনে মনে ভাবলো এদেরকে তো দেখছি) অপরিচিত লোক। তখন সে তার ঘরের লোকেদের নিকট চলে গেল এবং একটি মোটাতাজা (ভাজা) বাছুর নিয়ে আসল। অতঃপর সেটিকে তাদের সামনে রেখে দিল এবং বলল- 'তোমরা খাচ্ছ না কেন?' (যখন তারা খেল না) তখন সে তাদের ব্যাপারে মনে ভয় পেয়ে গেল। তারা বলল- 'তুমি ভয় পেও না', অতঃপর তারা তাকে এক জ্ঞানবান পুত্রের সুসংবাদ দিল। তখন তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে এগিয়ে আসল এবং নিজ মুখ চাপড়িয়ে বলল, 'আমি তো বৃদ্ধা, বন্ধ্যা' (আমার কীভাবে সন্তান হবে?)। তারা বলল- ''তোমার প্রতিপালক এ রকমই বলেছেন, নিশ্চয় তিনি মহা প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। ইব্রাহীম বলল, 'হে প্রেরিত ফেরেশতাগণ, তোমাদের উদ্দেশ্য কি'? তারা বলল, 'আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি'। 'যাতে তাদের উপর মাটির শক্ত ঢেলা নিক্ষেপ করি'; 'যা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে চিহ্নিত সীমালংঘনকারীদের

জন্য’। অতঃপর সেখানে যারা ঈমানদার ছিল, আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম, কিন্তু আমরা সেখানে মুসলিমদের একটি পরিবার ব্যতীত আর কাউকে পাইনি, যারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে আমি তাদের জন্য ওতে একটি নিদর্শন রেখেছি; আর মূসার ঘটনাতেও (নিদর্শন আছে) যখন আমি তাকে স্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরাউনের কাছে পাঠিয়েছিলাম, তখন সে তার ক্ষমতার দাপটে মুখ ফিরিয়ে নিল আর বলল- ‘এ লোক একটা যাদুকর না হয় পাগল’; সুতরাং আমি তাকে ও তার দলবলকে শাস্তি দিলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম; সেতো ছিল তিরস্কারযোগ্য।

এলেন মূসা:

(৭৯:১৫-২০) মূসার বৃত্তান্ত তোমার কাছে পৌঁছেছে কি? যখন তার প্রতিপালক তাকে পবিত্র তুয়া উপত্যকায় ডাক দিয়ে বলেছিলেন, ‘ফেরাউনের কাছে যাও, সে সীমালঙ্ঘন করেছে; তাকে জিজ্ঞেস কর, তোমার পবিত্র হওয়ার আগ্রহ আছে কি? তাহলে আমি তোমাকে তোমার পালনকর্তার দিকে পথ দেখাব, যাতে তুমি তাকে ভয় কর। অতঃপর মূসা তাকে বিরাট নিদর্শন দেখালো, কিন্তু সে অস্বীকার করল ও অমান্য করল; অতঃপর সে প্রতিকার চেষ্টায় প্রস্থান করল। সে সকলকে সমবেত করল এবং সজোরে আহবান করল, এবং বললঃ আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ পালনকর্তা; ফলে আল্লাহ তাকে ধৃত করলেন আখিরাতের ও ইহকালের দন্ডের নিমিত্ত; যে ভয় করে তার জন্যে অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে।

ব্যবসায়ী মুহাম্মদের একাধিকবার সিরিয়া-ইয়েমেন-ইথিউপিয়া যাবার সুযোগ হয়েছে; প্রাচীন আব্রাহামিক ধর্মের সাথে তিনি পেয়েছিলেন ইরানের অগ্নিপূজারীদের ধর্মজ্ঞান, এসবের মিলিত ফসলরূপে তিনি কোয়ামতের ধারনা যুক্ত করলেন কোরআনে!

কোরআন প্রকাশ করলো বিচার দিবসের রূপরেখা:

(৮৮:১-২৬) তোমার কাছে আচ্ছন্নকারী কেয়ামতের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? সেইদিন অনেক মুখ হবে অবনত, পরিশ্রান্ত, অবসাদগ্রস্ত; তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে; টগবগে ফুটন্ত ঝর্ণা থেকে তাদেরকে পান করানো হবে। কাঁটাযুক্ত শুকনো ঘাস ছাড়া তাদের জন্য আর কোন খাদ্য থাকবে না; যা পুষ্টিসাধন করবে না, আর ক্ষুধাও মিটাবে না। সেইদিন অনেক মুখ হবে আনন্দে উজ্জ্বল, তাদের কর্মের কারণে সন্তুষ্ট; তারা থাকবে, উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ জান্নাতে। সেখানে তারা শুনবে না কোনো অনর্থক কথাবার্তা, সেখানে থাকবে প্রবহমান ঝর্ণা, সেখানে থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন। পানপাত্র থাকবে প্রস্তুত, সারি সারি বালিশ, আর থাকবে বিস্তৃত বিছানো মখমল কার্পেট। তারা কি উষ্ট্রের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? আর আকাশের দিকে, কীভাবে তা ঊর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে? আর পর্বতমালার দিকে, কীভাবে তা স্থাপন করা হয়েছে? এবং পৃথিবীর দিকে, কীভাবে তাকে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে? তুমি তাদের উপরে আদৌ অধ্যক্ষ নও, কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও কাফের (ধর্মদ্রোহী) হয়ে যায়; আল্লাহ তাকে কঠোর দন্ডে দন্ডিত করবেন। তাদেরকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে, তারপর নিশ্চয় তাদের হিসাব-নিকাশ আমারই দায়িত্বে।

কোরআন সবচেয়ে বিস্তারিতভাবে দেখিয়ে দিলো বেহেস্ত-দোযখের চেহারা:

(৫৬:১০-৫৬) আর (ঈমানে) অগ্রবর্তীরা তো (পরকালেও) অগ্রবর্তী, তারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত অবদানের উদ্যানসমূহে, তারা একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে। এবং অল্পসংখ্যক পরবর্তীদের মধ্যে থেকে। স্বর্ণ খচিত সিংহাসন। তারা তাতে হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে। তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরেরা। পানপাত্র, কেটলি আর ঝর্ণার প্রবাহিত স্বচ্ছ সুরায় ভরা পেয়ালা নিয়ে, তা পানে না

তাদের মাথা ব্যথা করবে, আর বিকারগ্রস্ত ও হবে না। আর তাদের পছন্দমত ফল-মুল নিয়ে, আর পাখীর মাংস যেটা তাদের মনে চাইবে, আর (সেখানে থাকবে) ডাগর ডাগর উজ্জ্বল সুন্দর চোখওয়ালা সুন্দরীরা (হুরগণ), সযত্নে লুকিয়ে রাখা মুক্তোর মত, তারা যা কিছু করত, তার পুরস্কারস্বরূপ। সেখানে তারা শুনবে না কোন অনর্থক কথাবার্তা, আর পাপের বুলি, এমন কথা ছাড়া যা হবে শান্তিময়, নিরাপদ। যারা ডান দিকে থাকবে, তারা কত ভাগ্যবান। তারা থাকবে কাঁটা বিহীন বরই গাছগুলোর মাঝে, আর কাঁদিপূর্ণ কলাগাছের নিচে, আর বিস্তৃত ছায়ায়, এবং প্রবাহিত পানিতে, ও প্রচুর ফল-মূলে, যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধ ও নয়, আর উঁচু উঁচু বিছানায়। আমি জান্নাতী রমণীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী। সোহাগিনী ও সমবয়সী। ডান দিকের লোকদের জন্যে। তাদের একদল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে। আর পরবর্তীকালীনদের মধ্যে থেকেও অধিক সংখ্যায়। আর বাম দিকের দল, কত হতভাগ্য বামদিকের দল! তারা থাকবে প্রখর বাষ্পে এবং উত্তপ্ত পানিতে, আর কালো ধোঁয়ার ছায়ায়, যা শীতলও নয়, আরামদায়কও নয়। ইতোপূর্বে তারাতো মগ্ন ছিল ভোগ বিলাসে। তারা সদাসর্বদা ঘোরতর পাপকর্মে ডুবে থাকত। তারা বলতঃ আমরা যখন মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি পুনরুত্থিত হব? এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও! বল, 'নিশ্চয় পূর্ববর্তীরা ও পরবর্তীরা, এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে অবশ্যই একত্র হবে'। অতঃপর হে পথভ্রষ্ট, মিথ্যারোপকারীগণ। তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে যাক্কুম বৃক্ষ থেকে, তা দিয়ে তোমরা তোমাদের পেট ভর্তি করবে, আর তার উপর পান করবে ফুটন্ত পানি, আর তা পান করবে পিপাসা-কাতর উটের মত, প্রতিফল দেয়ার দিনে এই হবে তাদের আপ্যায়ন।

(১৮:২৯-৩১) বল: সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা, বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক। আমি জালেমদের জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদের কে পরিবেষ্টন করে থাকবে। যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে পুঁজের ন্যায় পানীয় দেয়া হবে যা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ

করবে। কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং খুবই মন্দ আশ্রয়। যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট করি না। তাদেরই জন্যে আছে বসবাসের জান্নাত। তাদের পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। তাদের তথায় স্বর্ণ-কংকনে অলংকৃত করা হবে এবং তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপড় পরিধান করবে এমতাবস্থায় যে, তারা সিংহাসনে সমাসীন হবে। চমৎকার প্রতিদান এবং কত উত্তম আশ্রয়।

(৪০:৭০-৭২) যারা কিতাবের প্রতি এবং যে বিষয় দিয়ে আমি পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছি, সে বিষয়ের প্রতি মিথ্যারোপ করে। অতএব, সত্বরই তারা জানতে পারবে। যখন তাদের গলায় থাকবে বেড়ি আর শিকল; তাদের টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে আগুনে দগ্ধ করা হবে। অতঃপর তাদেরকে বলা হবে- তারা কোথায় তোমরা যাদেরকে (আল্লাহর) শরীক গণ্য করতে।

ইসলামের নীতি অনুসারে মুহাম্মদ কতৃক বর্ণিত বার্তা মেনে না নেবার মানে জাহান্নামের আগুনে পোড়া! মুহাম্মদ প্রাচীন আরবের **'জ্বিন'** নামের অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসকে স্থান দিয়েছেন ইসলামে যা'কিনা আবার আগুন থেকেই সৃষ্টি! মুহাম্মদ মক্কায় ইসলাম প্রচারকালে ক্রমশ দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পরেন কুরাইশ প্রধানদের সাথে! তিনি কুরাইশদের সকল পূজনীয় দেবতার বদলে একমাত্র আল্লাহ-কেই মানুষের প্রতিপালকের, অধিপতি, উপাস্যে, জীবিকাদাতা, শক্তিধর, পরাক্রমশালী হিসাবে মেনে নেবার আহ্বান জানান!

(১১৪:১-৬) বল, 'আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের অধিপতির, মানুষের উপাস্যের, তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

(৫১:৫৬-৫৮) আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে। আমি তাদের নিকট হতে জীবিকা চাইনা এবং এও চাইনা যে, তারা আমার আহার যোগাবে। আল্লাহই তো জীবিকাদাতা, শক্তিধর, পরাক্রমশালী।

মুহাম্মদ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে থাকেন মক্কার তিন প্রধান দেবী সহ প্রায় সকল দেব-দেবীকে, অথচ এই তিন দেবীর পরিচয় ছিলো আল্লার কন্য হিসাবে:

(৫৩:১৯-২৩) তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও উযযা সম্পর্কে। এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে? কী! তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান আর আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান? এটাতো তাহলে এক অসঙ্গত বণ্টন! এগুলির কতক নামমাত্র যা তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা ও তোমরা রেখেছ, যার সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল প্রেরণ করেননি। তারাতো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাদের নিকট তাদের রবের পথনির্দেশ এসেছে।

পরিস্থিতি প্রতিকূলে চলে যায় মুহাম্মদের, মক্কায় তার পরিচয় হতে থাকে পাগল-কবি-গনক হিসেবে, বলা হতে থাকে কোরআন মুহাম্মদের কাব্য কল্পনা মাত্র:

(৫২:২৯-৩৪) অতএব, তুমি উপদেশ দিতে থাক, তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি গণকও নও, আর পাগলও নও। তারা কি বলতে চায় যে, সে একজন কবি, আমরা তার জন্য কালের বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করছি। বলঃ তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি। তাহলে কি তাদের বুদ্ধি তাদেরকে এই বিষয়ে প্ররোচিত করে, না তারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়? তারা কি বলে- ‘সে নিজেই (কুরআন) রচনা করে নিয়েছে? বরং তারা অবিশ্বাসী। যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে, তবে এর অনুরূপ কোন রচনা উপস্থিত করুক।

যতদুর জানা যায় প্রাচীন আরবের প্যাগান বিশ্বাসীরা মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করতেন না! মুহাম্মদ বিপরীত ধারণার প্রচার শুরু করলেন ইসলামের নামে; পাপ-পূণ্য, ভাগ্য-বিচার আর মৃত্যু পরবর্তী জীবনই আসল জীবন বলে প্রচার করতে শুরু করলেন তিনি!

(৮৩:১-৩৬) মন্দ পরিণাম তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে। এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে (তাদের মৃত্যুর পর) তাদেরকে আবার উঠানো হবে, সেই মহাদিবসে, যেদিন মানুষ বিশ্ব প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে। না, না, কখনই না; পাপাচারীদের 'আমলনামা নিশ্চয়ই সিজ্জীনে থাকে; সিজ্জীন কি তা কি তুমি জান? ওটা হচ্ছে লিখিত পুস্তক। সেদিন মন্দ পরিণাম হবে মিথ্যাচারীদের যারা কর্মফল দিনকে অস্বীকার করে, আর সীমা লংঘনকারী মহাপাপী ব্যতীত কেহই ওকে মিথ্যা বলতে পারেনা। তার নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে সে বলেঃ এটাতো পূরাকালীন কাহিনী। না, এটা সত্য নয়, বরং তাদের কৃতকর্মের ফলেই তাদের মনের উপর মরিচা জমে গেছে। না, অবশ্যই সেদিন তারা তাদের রবের সাক্ষাত হতে অন্তরীণ থাকবে; অনন্তর নিশ্চয়ই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে; অতঃপর বলা হবেঃ এটাই তা যা তোমরা অস্বীকার করতে। অবশ্যই পুণ্যবানদের 'আমলনামা ইল্লিয়্যীনে থাকবে, ইল্লিয়্যীন কি তা কি তুমি জান? (তা হচ্ছে) লিখিত পুস্তক। আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্তরা ওটা প্রত্যক্ষ করবে। সৎ আমলকারীতো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে। তারা সুসজ্জিত আসনে বসে অবলোকন করবে। তুমি তাদের মুখমন্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবে, তাদেরকে মোহরযুক্ত বিশুদ্ধ মদিরা হতে পান করানো হবে, ওর মোহর হচ্ছে কস্তুরীর। আর থাকে যদি কারও কোন আকাংখা বা কামনা, তাহলে তারা এরই কামনা করুক। ওর মিশ্রণ হবে তাসনীমের। এটি একটি প্রস্রবণ, যা হতে নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তিরা পান করে। অপরাধীরা মুমিনদেরকে উপহাস করত, এবং তারা যখন মুমিনদের নিকট দিয়ে যেত

তখন, এবং যখন তাদের আপনজনের নিকট ফিরে আসতো তখন তারা ফিরতো উৎফুল্ল হয়ে। এবং যখন তাদেরকে দেখত তখন বলতঃ এরাইতো পথভ্রষ্ট। তাদেরকে তো এদের সংরক্ষকরূপে পাঠানো হয়নি! আজ তাই মুমিনগণ উপহাস করছে কাফিরদেরকে উচ্চ আসনে বসে তাদের অবস্থা দেখছে। কাফেররা যা করত, তার প্রতিফল পেয়েছে তো?

জনসম্মুখে ইসলাম প্রচারের শুরুর প্রথম দিনেই মুহাম্মদ বিবাদে জড়িয়ে পড়লেন নিজ চাচা আবু লাহাবের (আব্দুল উজ্জা) সাথে, কোরআনের আল্লাহ মুহাম্মদের পক্ষ নিয়ে আবু লাহাবের জন্য বরাদ্দ করলেন চিরস্থায়ী অভিশাপ!

(১১১:১-৫) আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে, কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে। সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তার স্ত্রীও-যে ইন্ধন বহন করে, তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে।

সময়ের সাথে সাথে মুহাম্মদ মক্কার সকল প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে দ্বন্দ্ব এবং মানসিক অস্থিরতার ক্ষেত্র বিস্তার করতে লাগলেন! শুরু হলো মুহাম্মদের জীবনের নতুন অধ্যায়, যেখানে মুহাম্মদের পক্ষ থেকে সকলকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য-হুমকি-ভীতি প্রদর্শন করে আয়াত আসতে থাকলো! অপরদিকে মক্কার কুরাইশগন মুহাম্মদকে কাবায় তার নিজস্ব ধর্মরীতি পালনে বাধা দিতে শুরু করলেন এবং জনগনের মধ্যে তার পরিচিতি করাতে থাকলেন ধর্মত্যাগী পাগল হিসাবে!

(৯৬:৯-১৯) তুমি কি তাকে (আবু জেহেল) দেখেছো যে বাধা দেয়, এক বান্দাকে যখন সে সালাত আদায় করে? তুমি লক্ষ্য করেছ কি যদি সে সৎ পথে থাকে? অথবা ধর্মভীরুতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয় কিনা? তুমি লক্ষ্য করেছ কি যদি সে মিথ্যা

আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়? সে কি জানেনা যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ দেখেন? কখনই নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়াবই মিথ্যাবাদী, পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছ। অতএব, সে তার সভাসদদেরকে আহ্বান করুক। আমিও আহ্বান করব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে। সাবধান! তুমি তার অনুসরণ করনা। সাজদাহ কর ও আমার নিকটবর্তী হও।

মক্কা থেকে ৪০০ কিলোমিটার দূরের শহর ইয়াথরিব/ইয়াসরিব/মদিনা প্রায় ১২ হাজার মানুষের বসতি; এশহরের প্রায় অর্ধেক অংশ এক-ঈশ্বর বিশ্বাসী ইহুদী জাতি গোষ্ঠীর মানুষ! বাদবাকী অর্ধেক মক্কার মতই প্যাগান দেব-দেবীর পূজারী! মদিনা তো বহু দূর আর পরের কথা; মুহাম্মদ আপাতত মক্কায় এক-ঈশ্বরের ধারণা প্রচলন করার চেষ্টা শুরু করলেন; কিন্তু পথ যতটা সহজ ভেবেছিলেন, প্রকৃত অবস্থা দাঁড়ালো তার বিপরীত!

জনসংযোগ

কোরআনের আল্লাহ মুহাম্মদের পক্ষ থেকে মক্কার কুরাইশদের নিকৃষ্ট ও পথভ্রষ্ট হিসাবে চিহ্নিত করে জাহান্নামের ভয় দেখাতে থাকলেন; কুরাইশদের পক্ষ থেকেও মুহাম্মদের নতুন মতবাদকে প্রলাপ হিসাবে ধরে নিয়ে প্রমাণের দাবী-দাওয়া আসতে থাকলো, কিন্তু মুহাম্মদ কি নিজেকে প্রমান করতে সক্ষম হলেন? চলুন শুরু করি...

(২৫:৩২-৩৪) কাফিরেরা বলেঃ সমগ্র কুরআন তার নিকট একবারেই অবতীর্ণ হলনা কেন? এভাবেই অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমার হৃদয় ওর দ্বারা মজবুত হয় এবং তা সম্পূর্ণ রুপে আস্তে আস্তে আত্মস্থ করতে পার। তারা তোমার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করেনি যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করিনি। যাদেরকে মুখে ভর দিয়ে দিয়ে চলা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্র করা হবে, তাদেরই স্থান হবে অতি নিকৃষ্ট এবং তারাই পথভ্রষ্ট।

(১৮:৫৬-৫৭) আমি রসূলদেরকে পাঠিয়ে থাকি একমাত্র সুসংবাদদাতা আর সতর্ককারী হিসেবে। কিন্তু কাফিরগণ মিথ্যা যুক্তি পেশ করে বিতর্ক করছে তা দিয়ে সত্যকে দুর্বল করে দেয়ার উদ্দেশে, আর তারা আমার নিদর্শন ও ভয় দেখানোকে হাসি-তামাশার বিষয় বানিয়ে নিয়েছে। তার থেকে বড় যালিম আর কে আছে যাকে তার প্রতিপালকের আয়াতগুলো স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে সে তাথেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আর সে পূর্বে কৃত তার কর্মের (খারাপ পরিণতির) কথা ভুলে যায়। আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়ে দিয়েছি যাতে তারা তা (কুরআন) বুঝতে না পারে, আর তাদের কানে এঁটে দিয়েছি বধিরতা। তুমি তাদেরকে সৎপথে ডাকলেও তারা কক্ষনো সৎপথ গ্রহণ করবে না।

কুরাইশগন মুহাম্মদকে পাগল, যাদুকর আখ্যা দিয়ে বিদ্রুপ শুরু করলেন, আর মুহাম্মদ একাধিক উপমায় তাদের জন্য জাহান্নামের ভয় দেখাতে থাকলেন, তবে সেইসাথে তার অনুসারীদের জন্য বরাদ্দ দিলেন লোভনীয় জান্নাত!

(৩৭:১২-১৭) বরং তুমি (মুহাম্মদ) বিস্মিত হচ্ছ আর ওরা বিদ্রূপ করছে। এবং যখন তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয় তখন তারা তা গ্রহণ করেনা। তারা যখন কোন নিদর্শন দেখে তখন বিদ্রূপ করে। এবং বলেঃ এটাতো এক সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়। আমরা যখন মরে যাব, এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হব? ‘আর আমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষগণও’?

(৩৭:৩৪-৫৭) অপরাধীদের সাথে আমি এমনি ব্যবহার করে থাকি। তাদের যখন বলা হত, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত। আর বলত, ‘আমরা কি এক পাগল কবির জন্য আমাদের উপাস্যদের ছেড়ে দেব? বরং সেতো (মুহাম্মদ) সত্য নিয়ে এসেছে এবং সে সমস্ত রাসূলকে সত্য বলে স্বীকার করেছে। তোমরা অবশ্যই বেদনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করবে। এবং তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল পাবে। তবে তারা নয়, যারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা। তাদের জন্যে রয়েছে নির্ধারিত রুযি। ফল-মূল এবং তারা হবে সম্মানিত। নেয়ামতের উদ্যানসমূহ। তারা মুখোমুখি আসনে আসীন হবে। তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ সূরাপূর্ণ পাত্র শুভ্র উজ্জ্বল, যা হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। তাতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবেনা এবং তারা তাতে মাতালও হবেনা। আর তাদের সঙ্গে থাকবে আনত নয়না আয়তলোচনা হুরবৃন্দ। তারা যেন সযত্নে ঢেকে রাখা ডিম। অতঃপর তারা পরস্পরের মুখোমুখী হয়ে একে ‘অপরের খবর জিজ্ঞেস করবে। তাদের একজন বলবে, (‘পৃথিবীতে) আমার এক সঙ্গী ছিল’, সে বলত, ‘তুমি কি সে লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা বিশ্বাস করে’। আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখনও কি আমরা প্রতিফল প্রাপ্ত হব? আল্লাহ বলবেন- ‘তোমরা কি তাকে উঁকি দিয়ে দেখতে চাও? অতঃপর সে ঝুকে দেখবে এবং তাকে দেখতে পাবে

জাহান্নামের মধ্যস্থলে। সে বলবে, আল্লাহর কসম, তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিলে। আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ না হলে আমিও যে গ্রেফতারকৃতদের সাথেই উপস্থিত হতাম।

আল্লার প্রশংসা করতে শুরু করলেন মুহাম্মদ, আর কুরাইশদের প্যাগান ধর্মমতকে বিভিন্ন ভাষায় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে শুরু করলেন!

(২১:১০৭-১১২) আমিতো তোমাকে বিশ্ব জগতের প্রতি শুধু রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি। বলঃ আমাকে তো এ আদেশই দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য। সুতরাং তোমরা কি আজ্ঞাবহ হবে? যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তুমি বলঃ আমি তোমাদেরকে যথাযথভাবে জানিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, আমি জানিনা, তা আসন্ন, না দূরস্থিত। তিনি জানেন যা কথায় ব্যক্ত কর এবং যা তোমরা গোপন কর। আমি জানিনা, হয়তো এটা তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা এবং জীবন উপভোগ কিছু কালের জন্য। রাসূল বলেছিলঃ হে আমার পালনকর্তা! আপনি ন্যায়ের সাথে ফাইসালা করে দিন, আমাদের প্রতিপালক তো দয়াময়, তোমরা যা বলেছ সে বিষয়ে একমাত্র সহায়স্থল তিনিই।

মুহাম্মদ ক্রমশ কোরানের মাধ্যমে আল্লার বিবিধ রূপরেখা তুলে ধরতে শুরু করলেন এবং কোরানের বাণীকেই আল্লাহ ও তার সত্যতার প্রমান হিসাবে উপস্থাপন করলেন বার বার।

(৬৭:১৬-২২) তোমরা কি তোমাদেরকে নিরাপদ মনে করে নিয়েছ যে, যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাদেরকে যমীনে বিধ্বস্ত করে দিবেন না যখন তা হঠাৎ থর থর করে কাঁপতে থাকবে? কিংবা তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছ যে, যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাদের উপর পাথর বর্ষণকারী ঝড়ো হাওয়া পাঠাবেন না?

যাতে তোমরা জানতে পারবে যে, কেমন (ভয়ানক) ছিল আমার সতর্কবাণী। তাদের আগের লোকেরাও (আমার সতর্কবাণী) প্রত্যাখ্যান করেছিল, ফলে কেমন (কঠোর) হয়েছিল আমার শাস্তি! তারা কি তাদের উপর দিকে পাখীগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে না যারা ডানা মেলে দেয় আবার গুটিয়ে নেয়? দয়াময় ছাড়া অন্য কেউই তাদেরকে (উপরে) ধরে রাখে না। তিনি সবকিছুর সম্যক দ্রষ্টা। দয়াময় ছাড়া কে তোমাদেরকে সাহায্য করবে তোমাদের সেনাবাহিনী হয়ে? কাফিররা তো কেবল ধোঁকার মধ্যে পড়ে আছে। অথবা এমন কে আছে যে তোমাদেরকে রিযক দিবে যদি তিনি তাঁর রিযক বন্ধ করে দেন? আসলে তারা অহমিকা ও অনীহায় ডুবে আছে। যে ব্যক্তি উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি সৎ পথে চলে, না সে ব্যক্তি যে সোজা হয়ে সরলপথে চলে?

(৬৭:১-৪) অতি মহান ও শ্রেষ্ঠ তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব ও রাজত্ব যাঁর হাতে; তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন-কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়। তিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবেনা; আবার দেখ, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি? অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।

কোরআনের সত্যতা নিয়ে নিজের ঢোল নিজে পেটাতে শুরু করলেন মুহাম্মদ ও আল্লাহ!

(৪৪:১-৬) হা-মীম। সুস্পষ্ট কিতাবের কসম! আমি একে অবতীর্ণ করেছি। এক বরকতময় রাতে, নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয় আমার পক্ষ থেকে আদেশক্রমে, আমিই (নবী) প্রেরণকারী। তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্বরূপ তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

কোরআন এও বলতে শুরু করলো আরবীই আল্লার সত্য সুন্দর ভাষা!

(২০:১১২-১১৪) যে ঈমানদার অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করে, সে জুলুম ও ক্ষতির আশঙ্কা করবে না। এমনিভাবে আমি আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল করেছি এবং এতে নানাভাবে সতর্কবাণী ব্যক্ত করেছি, যাতে তারা আল্লাহভীরু হয় অথবা তাদের অন্তরে চিন্তার খোরাক যোগায়। আল্লাহ সর্বোচ্চ, প্রকৃত অধিপতি, তোমার প্রতি (আল্লাহর) ওয়াহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তুমি কুরআন বক্ষে ধারণের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করো না। আর বল, 'হে আমার প্রতিপালক! জ্ঞানে আমায় সমৃদ্ধি দান করুন।'

(২৬:১৯২-১৯৯) অবশ্যই এ কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ। বিশ্বস্ত ফেরেশতা (জিব্রাইল) একে নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার। সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও নিশ্চয় এর উল্লেখ আছে। এটা কি তাদের জন্য নিদর্শন নয় যে, বানী ইসরাঈলের পন্ডিতগণ তা জানত (যে তা সত্য)। যদি আমি একে কোন ভিন্নভাষীর প্রতি অবতীর্ণ করতাম, অতঃপর সে তা তাদের নিকট পাঠ করত, তাহলে তারা তাতে বিশ্বাস আনত না।

একথা পরিষ্কার বাংলায় (সরি, আরবীতে!) বলা হতে থাকলো, মুহাম্মদের আল্লার কথা না মানার শাস্তি হচ্ছে আগুন, আর মুহাম্মদের অনুসারী হবার লাভ হচ্ছে জান্নাত!

(৭৬:৪-৭) আমি অবিশ্বাসীদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছি শিকল, বেড়ি ও প্রজ্বলিত অগ্নি। নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা পান করবে কাফুর মিশ্রিত পানপাত্র। এটা একটা ঝরণা, যা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে-তারা একে প্রবাহিত করবে। তারা কর্তব্য পালন করে এবং সেদিনের ভয় করে, যেদিন বিপত্তি হবে ব্যাপক।

(৭৬:১১-৩১) যার ফলে আল্লাহ তাদেরকে সে দিনের অনিষ্ট হতে রক্ষা করবেন আর তাদেরকে দিবেন সজীবতা ও আনন্দ। আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে দেয়া হবে জান্নাত ও রেশমী বস্ত্র। সেখানে তারা সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে, তারা সেখানে অতিশয় গরম ও অতিশয় শীত অনুভব করবেনা। উহার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুকে থাকবে এবং এর ফলমূল সম্পূর্ণ রূপে তাদের নাগালের মধ্যে থাকবে। তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে এবং স্ফটিকের মত পানপাত্রে। রূপালী স্ফটিক পাত্রে পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে উহা পূর্ণ করবে। তাদেরকে পান করানোর জন্য এমন পাত্র পরিবেশন করা হবে যাতে আদার মিশ্রণ থাকবে। সেখানে আছে একটা ঝর্ণা, যার নাম সালসাবীল। তাদেরকে পরিবেশন করবে চির কিশোরগণ, তাদেরকে দেখে মনে হবে তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা। তুমি যখন সেখানে দেখবে, দেখতে পাবে ভোগ বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য। তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থুল রেশম; তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে, আর তাদের রাব্ব তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়। অবশ্যই এটাই তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃতি প্রাপ্ত। আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি পর্যায়ক্রমে। সুতরাং ধৈর্যের সাথে তোমার পালনকর্তার নির্দেশের প্রতীক্ষা কর এবং তাদের মধ্য কোনো পাপীষ্ঠ অথবা কাফিরের আনুগত্য করনা। এবং তোমার পালনকর্তার নাম স্মরণ কর সকাল সন্ধ্যায়। রাতের কিয়দংশ তাঁর প্রতি সাজদায় নত হও এবং রাতের দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। তারা ভালবাসে পার্থিব জীবনকে এবং পরবর্তী কঠিন দিনকে তারা উপেক্ষা করে চলে। আমি তাদের সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছি। আমি যখন ইচ্ছা করব তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করব। এটা উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা হয় সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক। তোমরা ইচ্ছা করবেনা যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন, কিন্তু যালিমদের জন্যতো তিনি প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তদ শাস্তি।

সেসময় মক্কা ছিলো হাজার দুয়েক মানুষের বসবাসে ঘেরা ছোট শহর! শহরের বেশীর ভাগ মানুষের মধ্যে আলোচনা শুরু হলো, কী করা যেতে পারে এই ধর্মত্যাগী মুহাম্মদকে নিয়ে! অপরদিকে এবিষয়ে কোরআনে ক্রমশ আসতে শুরু করলো মুহাম্মদের আল্লার ইচ্ছার প্রকাশ নিয়ে আয়াত আর আয়াত!

(৪৩:৭৯-৮০) তারা কি কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে? আমিই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রনার খবর রাখিনা? অবশ্যই রাখি। আমার ফেরেশতাতো তাদের নিকট থেকে সব কিছু লিপিবদ্ধ করে।

(৩৮:১-১১) ছোয়াদ। শপথ উপদেশপূর্ণ কোরআনের, কিন্তু কাফিরেরা ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায় ডুবে আছে। এদের পূর্বে আমি কত জনগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি, তখন তারা আর্ত চিৎকার করেছিল। কিন্তু তখন পরিত্রাণের কোনই উপায় ছিলনা। তারা বিস্ময় বোধ করছে যে, তাদের নিকট তাদেরই মধ্য হতে একজন সতর্ককারী এসেছে এবং কাফিরেরা বলেঃ এতো এক যাদুকর, মিথ্যাবাদী, সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের উপাসনা সাব্যস্ত করে দিয়েছে। নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তাদের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি একথা বলে প্রস্থান করে যে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের উপাস্যদের পূজায় দৃঢ় থাক। নিশ্চয়ই এ বক্তব্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। আমরা সাবেক ধর্মে এ ধরনের কথা শুনিনি। এটা মনগড়া ব্যাপার বৈ নয়। আমাদের মধ্য হতে কি তারই উপর কুরআন অবতীর্ণ হল? প্রকৃত পক্ষে তারা আমার কুরআনে সন্দিহান, তারা এখনও আমার শাস্তি আস্বাদন করেনি। না কি তাদের কাছে আপনার পরাক্রান্ত দয়াবান পালনকর্তার রহমতের কোন ভান্ডার রয়েছে? তাদের কি সার্বভৌমত্ব আছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের অন্তবর্তী সব কিছুর উপর? থাকলে তারা সিড়ি বেয়ে আরোহণ করুক। বহু দলের এই বাহিনীও সে ক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত হবে।

মুহাম্মদ ও কুরাইশদের মধ্যে শুরু হলো **"টম এণ্ড জেরী"** খেলা! মক্কাবাসীদের দাবী আসতে থাকলো নবীত্ব প্রমানের জন্য অলৌকিক কিছু দেখানোর; দাবীর বিপরীতে মুহাম্মদের ক্ষমতাধর আল্লাহ শুরু করলেন হাজারটা তাল বাহানা!

(১৫:৪-১৫) আমি কোন জনপদকে তার নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ধ্বংস করিনি। কোন জাতিই তাদের সুনির্ধারিত সময় থেকে আগে বাড়তে পারে না আর পিছাতেও পারে না। তারা বলেঃ ওহে, যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে! তুমিতো নিশ্চয়ই উম্মাদ। তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের নিকট মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে হাযির করছনা কেন? যথাযথ কারণ ছাড়া আমি ফেরেশতা পাঠাই না, পাঠালে কাফিরদেরকে আর কোন অবকাশ দেয়া হবে না। নিশ্চয় আমিই কুরআন নাযিল করেছি আর অবশ্যই আমি তার সংরক্ষক। তোমার পূর্বে আমি পূর্বের অনেক সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল পাঠিয়েছি। ওদের কাছে এমন কোন রসূল আসেননি, যাদের সাথে ওরা ঠাট্টাবিদ্রূপ করতে থাকেনি। এমনিভাবে আমি এ ধরনের আচরণ পাপীদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দেই। তারা এতে ঈমান আনবে না, আর পূর্ববর্তীদের (ব্যাপারে আল্লাহর) রীতি তো বিগত হয়েছে। যদি তাদের জন্য আমি আকাশের দরজা খুলে দিই এবং তারা সারাদিন তাতে আরোহণ করতে থাকে। তবুও তারা বলত, নিশ্চয় আমাদের দৃষ্টি কেড়ে নেয়া হয়েছে, বরং আমরা তো যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।

অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে অক্ষম মুহাম্মদ নিজেকে একজন সতর্ককারী হিসাবে পরিচিতি করাতে লাগলেন ও সকলকে তার অনুসারী হবার আহ্বান এবং তার তৈরিকৃত প্রার্থনা পদ্ধতিতে সমবেত করার চেষ্টা করতে থাকলেন!

(২৬:২০৪-২২০) তারা কি আমার শাস্তি দ্রুত কামনা করে? তুমি (মুহাম্মদ) ভেবে দেখ তো, যদি আমি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগ-বিলাস করতে দেই, অতঃপর যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হত, তা তাদের কাছে এসে পড়ে। তখন তাদের

ভোগ বিলাস তা তাদের কি কোন উপকারে আসবে? আমি কোন জনপদ ধ্বংস করিনি; কিন্তু এমতাবস্থায় যে, তারা সতর্ককারী ছিল। স্মরণ করানোর জন্যে, এবং আমার কাজ অন্যায়াচরণ নয়। এই কোরআন শয়তানরা অবতীর্ণ করেনি। তারা এ কাজের উপযুক্ত নয় এবং তারা এর সামর্থ রাখে না। তাদেরকে তো শ্রবণের জায়গা থেকে দূরে রাখা রয়েছে। অতএব, তুমি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে আহবান করবে না। করলে শাস্তিতে পতিত হবে। তুমি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দাও। এবং তোমার অনুসারী মুমিনদের প্রতি সদয় হও। যদি তারা আপনার অবাধ্য করে, তবে বলে দাও, তোমরা যা কর, তা থেকে আমি মুক্ত। তুমি ভরসা করো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালুর উপর, যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি নামাজে দন্ডায়মান হও, এবং নামাযীদের সাথে উঠাবসা করো। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

মুহাম্মদ মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে তার অনুসারীদের বলতে শুরু করলেন: সকলে তার কথা মেনে না নিলে আল্লাহ এই জনপদকে ধ্বংস করে দেবেন; এবং তিনি একজন সতর্ককারী নবী মাত্র এবং তার প্রচারিত কোরআন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ!

(৩৬:১-১২) ইয়া সীন। শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের। তুমি অবশ্যই রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত। সরল পথে প্রতিষ্ঠিত। কোরআন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ, যাতে তুমি সতর্ক করতে পার এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, যার ফলে তারা উদাসীন। তাদের অধিকাংশের জন্য সেই বাণী অবধারিত হয়েছে; সুতরাং তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। আমি তাদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি, ফলে তারা উর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে। আমি তাদের সম্মুখে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করেছি এবং তাদেরকে আবৃত করেছি, ফলে তারা দেখতে পায়না। তুমি তাদেরকে সতর্ক কর কিংবা না কর তাদের

জন্য উভয়ই সমান; তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। তুমি শুধু তাদেরকেই সতর্ক করতে পার যারা উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় রাহমানকে ভয় করে। অতএব তুমি তাদেরকে ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের সংবাদ দাও। আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং তাদের কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করি। আমি প্রত্যেক বস্তু স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি।

ধ্বংসের গল্পের ধারাবাহিকতায় কোরআনে সামুদ/ছামুদ জাতি নিয়ে ইহুদী লোকগাথার রূপান্তরিত বর্ণনা আসতে শুরু করলো!

(২৬:১৪১-১৫১) সামুদ সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন তাদের ভাই সালেহ, তাদেরকে বললেন, তোমরা কি ভয় কর না? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। অতএব, আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তাই দেবেন। তোমাদেরকে কি এ জগতের ভোগ-বিলাসের মধ্যে নিরাপদে রেখে দেয়া হবে? উদ্যানসমূহের মধ্যে এবং ঝরণাসমূহের মধ্যে? শস্যক্ষেত্রের মধ্যে এবং মঞ্জুরিত খেজুর বাগানের মধ্যে? তোমরা পাহাড় কেটে জাঁক জমকের গৃহ নির্মাণ করছ। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুগত্য কর। এবং সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য কর না;

(২৭:৪৫-৫৩) আমি ছামূদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভাই সালিহকে পাঠিয়েছিলাম এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। কিন্তু তারা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হল। সে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন কল্যাণের পূর্বে অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ? কেন তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছনা, যাতে তোমরা অনুগ্রহ ভাজন হতে পার? তারা বললঃ তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদেরকে আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি। সালিহ বললঃ তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহর এখতিয়ারে, বস্তুতঃ তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা

হচ্ছে। আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত এবং সৎ কাজ করতনা। তারা বললঃ তোমরা আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ কর; আমরা রাতে তাকে ও তার পরিবার পরিজনকে অবশ্যই আক্রমণ করব, অতঃপর তার অভিভাবককে নিশ্চিত বলবঃ তার পরিবার পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি; আমরা অবশ্যই সত্যবাদী। তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক চক্রান্ত করেছিলাম। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। অতএব দেখ, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছে। আমি অবশ্যই তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি। এইতো তাদের ঘরবাড়ী সীমা লংঘন হেতু যা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে; এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। আর যারা ঈমান এনেছিল ও (আল্লাহকে) ভয় করত তাদেরকে রক্ষা করেছিলাম।

একই ধারাবাহিকতায় ইহুদী লোকগাথার দাউদ/দাঊদ/ডেভিড-এর গল্প নতুন বোতলে পুরাতন মদের মতই বোতলজাত হয়ে আসতে শুরু করলো!

(৩৮:১৭-২৬) তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর। আর স্মরণ কর, আমার শক্তিশালী বান্দা দাঊদের কথা; সে ছিল অতিশয় আল্লাহর অভিমুখী। আমি নিয়োজিত করেছিলাম পর্বতমালাকে, ওরা সকাল সন্ধ্যায় তার সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত। আর পক্ষীকুলকেও, যারা তার কাছে সমবেত হত। সবাই ছিল তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল। আমি তার রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাগ্মীতা। তোমার নিকট বিবাদকারী লোকের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি, যখন তারা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে এল ইবাদাতখানায় এবং দাউদের নিকট পৌঁছল, তখন তাদের কারণে সে ভীত হয়ে পড়ল। তারা বললঃ ভীত হবেননা, আমরা দুই বিবাদমান পক্ষ - আমরা একে অপরের উপর যুল্ম করেছি; অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করুন, অবিচার করবেননা এবং আমাদেরকে সঠিক পথ নির্দেশ করুন। এ আমার ভাই - এর আছে নিরানব্বইটি দুম্বা এবং আমার আছে মাত্র একটি দুম্বা;

তবুও সে বলে আমার জিম্মায় এটি দিয়ে দাও, এবং কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেছে। দাউদ বললঃ তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বাগুলির সাথে যুক্ত করার দাবী করে সে তোমার প্রতি যুল্ম করেছে। শরীকদের অনেকে একে অন্যের উপর অবিচার করে থাকে, করেনা শুধু মুমিন ও সৎ কর্মশীল ব্যক্তিরা এবং তারা সংখ্যায় স্বল্প। দাউদ বুঝতে পারল যে, আমি তাকে পরীক্ষা করলাম। অতঃপর সে তার রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং নত হয়ে লুটিয়ে পড়ল ও তাঁর অভিমুখী হল। অতঃপর আমি তার ত্রুটি ক্ষমা করলাম। আমার নিকট তার জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম। হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল খুশীর অনুসরণ করনা, কেননা এটা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচার দিনকে বিস্মৃত হয়ে আছে।

নূহ বাদ যাবেন কেনো? তাকেও ইসলামের নবী হিসোবে পরিচয় করিয়ে দিলেন মুহাম্মদ!

(৭১:১-২৮) নূহকে আমি প্রেরণ করেছিলাম তার সম্প্রদায়ের প্রতি এই নির্দেশসহঃ তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর তাদের প্রতি শাস্তি আসার পূর্বে। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্যে স্পষ্ট সতর্ককারী। এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। তাহলে তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেবেন। আল্লাহ কর্তৃক নিদিষ্ট সময় যখন আসবে তখন আর তা বিলম্বিত হবে না। তোমরা যদি জানতে!' সে বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার জাতিকে রাত-দিন ডেকেছি, কিন্তু আমার আহবান তাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করছে। আমি যখনই তাদেরকে ডাকি যেন তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও, তখনই তারা তাদের কানে আঙ্গুল ডুকিয়ে দিয়েছে, কাপড়ে মুখ ঢেকে নিয়েছে, জিদ করেছে

আর খুব বেশি অহঙ্কার করেছে। অতঃপর আমি তাদের আহবান করেছি প্রকাশ্যে। অতঃপর তাদেরকে আমি প্রকাশ্যে এবং অতি গোপনেও আহবান করেছি। বলেছিঃ তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনিতো মহা ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটাবেন। তিনি তোমাদের সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা। তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্টত্ব আশা করছ না। অথচ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে। 'তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, কীভাবে আল্লাহ স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন'? এবং সেখানে চাঁদকে স্থাপন করেছেন আলোক রূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপ রূপে; তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে। 'তারপর তিনি তোমাদেরকে তাতে ফিরিয়ে নেবেন এবং নিশ্চিতভাবে তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন'। এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত বিছানা। যাতে তোমরা চলাফিরা করতে পার প্রশস্ত পথে। নূহ বলেছিলঃ হে আমার রাব্ব! আমার সম্প্রদায়তো আমাকে অমান্য করছে এবং অনুসরণ করছে এমন লোকের যার ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি। আর তারা ভয়ানক চক্রান্ত করছে। এবং বলেছিলঃ তোমরা কখনও পরিত্যাগ করনা তোমাদের দেব-দেবীকে; পরিত্যাগ করনা ওয়াদ, সুওয়া, আগুছ, আউক ও নাসরকে। তারা অনেককে বিভ্রান্ত করছে; সুতরাং যালিমদের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করেনা। তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং পরে তাদেরকে দাখিল করা হয়েছিল আগুনে, অতঃপর তারা কেহকেও আল্লাহর মুকাবিলায় পায়নি সাহায্যকারী। নূহ আরও বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি পৃথিবীতে কোন কাফের গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না। তুমি তাদেরকে অব্যাহতি দিলে তারা তোমার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুস্কৃতিকারী ও কাফির। হে আমার প্রতিপালক! তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার মাতা-পিতাকে এবং যারা মু'মিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে

তাদেরকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারীদেরকে; আর যালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি কর।

আইয়ুব ইসলামের নবী হয়ে উঠলেন!

(৩৮:৪১-৫৪) স্মরণ কর আমার বান্দা আইয়ুবকে! যখন সে তার রাব্বকে আহবান করে বলেছিলঃ শাইতানতো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে। আমি তাকে বললামঃ তুমি তোমার পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর, এইতো গোসলের সুশীতল পানি ও পান করার পানীয়। আমি তাকে দিলাম তার পরিজনবর্গ ও তাদের মত আরও, আমার অনুগ্রহস্বরূপ ও বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশস্বরূপ। আমি তাকে আদেশ করলামঃ এক মুষ্টি তৃণ তুলে নাও এবং তা দ্বারা আঘাত কর ও শপথ ভঙ্গ করনা। আমি তাকে পেলাম ধৈর্যশীল। কত উত্তম বান্দা সে! সে ছিল আমার অভিমুখী। স্মরণ কর, আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের কথা, তারা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী। আমি তাদেরকে অধিকারী করেছিলাম এক বিশেষ গুণের, ওটা ছিল পরকালের স্মরণ। অবশ্যই তারা ছিল আমার মনোনীত ও উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। স্মরণ কর ইসমাঈল, আল ইয়াসা ও যুলকিফলের কথা, তারা প্রত্যেকেই ছিল সজ্জন। এটা এক স্মরণীয় বর্ণনা এবং খোদাভীরুদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাস, চিরস্থায়ী জান্নাত, তাদের জন্য উম্মুক্ত রয়েছে যার দরজাগুলো। সেখানে তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেখানে তারা বহুবিধ ফলমূল ও পানীয়ের জন্য আদেশ দিবে। আর তাদের পাশে থাকবে আনত নয়না সমবয়স্কা তরুণীরা। এটাই হিসাব দিনে তোমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি। এটাই আমার দেয়া রিযক যা নিঃশেষ হবেনা।

ইব্রাহীম ইসলামের নবী হয়ে উঠলেন!

(৩৭:৮৩-১১৩) ইব্রাহীম তার অনুগামীদের অন্তর্ভুক্ত। স্মরণ কর, সে তার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হয়েছিল বিশুদ্ধ চিত্তে। যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করেছিলঃ তোমরা কিসের পূজা করছ? ''তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে কি এক মিথ্যা উপাস্যকেই কামনা কর? বিশ্বজগতের পালনকর্তা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? অতঃপর সে একবার তারকারাজির দিকে একবার তাকালো। এবং বললঃ আমি অসুস্থ। অতঃপর তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে তার কাছ থেকে চলে গেল। পরে সে সন্তর্পণে তাদের দেবতাগুলির নিকট গেল এবং বললঃ তোমরা খাদ্য গ্রহণ করছ না কেন? তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা কথা বলনা? অতঃপর সে প্রবল আঘাতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন তারা তাঁর দিকে ছুটে এল হতবুদ্ধি হয়ে। সে বললঃ তোমরা নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে নির্মাণ কর, তোমরা কি তাদেরই পূজা কর? অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা নির্মাণ করছ সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। তারা বলল, 'তার জন্য একটি স্থাপনা তৈরী কর, তারপর তাকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ কর'। তারপর তারা তার বিরুদ্ধে মহা ষড়যন্ত্র আঁটতে চাইল, কিন্তু আমি তাদেরকেই পরাভূত করে দিলাম। এবং সে বললঃ আমি আমার রবের দিকে চললাম, তিনি অবশ্যই আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন। 'হে আমার রব, আমাকে সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন'। সুতরাং আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দান করলাম। অতঃপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হল, তখন ইব্রাহীম তাকে বললঃ বৎস! আমি স্বপ্নে দেখিযে, তোমাকে যবেহ করছি; এখন তোমার অভিমত কি দেখ। সে বললঃ পিতাঃ! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহ চাহে তো আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন। যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইব্রাহীম তাকে যবেহ করার জন্যে শায়িত করল। তখন আমি তাকে ডেকে বললামঃ হে ইব্রাহীম, 'তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। নিশ্চয় আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি'। নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তার পরিবর্তে দিলাম যবেহ করার জন্যে এক মহান জন্তু। আর আমি তাকে

পরবর্তীদের মাঝে স্মরণীয় করে রাখলাম। ইব্রাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! সৎকর্মশীলদেরকে আমি এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি। সে ছিল আমার বিশ্বাসী বান্দাদের অন্যতম। আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছি ইসহাকের, সে সৎকর্মীদের মধ্য থেকে একজন নবী। তাকে এবং ইসহাককে আমি বরকত দান করেছি। তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মী এবং কতক নিজেদের উপর স্পষ্ট জুলুমকারী।

মূসা ইসলামের নবী হয়ে উঠলেন!

(২০:৯-৩৯) মূসার বৃত্তান্ত তোমার কাছে পৌঁছেছে কি? যখন সে আগুন দেখল, তখন নিজ পরিবারকে বলল, ‘তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখতে পেয়েছি, আশা করি আমি তোমাদের জন্য তা থেকে কিছু জ্বলন্ত আঙ্গার নিয়ে আসতে পারব অথবা আগুনের নিকট পথনির্দেশ পাব।’ অতঃপর যখন সে আগুনের নিকট এলো তখন আহবান করে বলা হলঃ হে মূসা! আমিই তোমার পালনকর্তা, অতএব তুমি জুতা খুলে ফেল, তুমি পবিত্র উপত্যকা তুয়ায় রয়েছ। এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, অতএব যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে, তা শুনতে থাক। আমি আল্লাহ! আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই; অতএব আমার ইবাদাত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর। কেয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি তা গোপন রাখতে চাই; যাতে প্রত্যেকেই তার কর্মানুযায়ী ফল লাভ করে। সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামাত বিশ্বাস করেনা এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সে যেন তোমাকে তাতে বিশ্বাস স্থাপনে প্রবৃত্ত না করে, তাহলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। হে মূসা, তোমার ডানহাতে ওটা কি? সে বলল, ‘এটা আমার লাঠি, আমি ওতে ভর দেই, এর সাহায্যে আমি আমার মেষপালের জন্য গাছের পাতা ঝেড়ে দেই আর এতে আমার আরো অনেক কাজ হয়।’ আল্লাহ বললেনঃ হে মূসা, তুমি ওটা নিক্ষেপ কর। অতঃপর সে তা নিক্ষেপ করল, সাথে সাথে তা সাপ হয়ে ছুটতে লাগল। তিনি বললেনঃ তুমি একে ধর। ভয় করনা, আমি একে এর পূর্বরূপে ফিরিয়ে দিব। তোমার হাত বগলে রাখ, তা বের

হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে অন্য এক নিদর্শন রূপে; কোন দোষ ছাড়াই। এটা এ জন্য যে, আমি তোমাকে দেখাবো আমার মহা নিদর্শনগুলির কিছু। ফেরাউনের নিকট যাও, সে দারুণ উদ্ধত হয়ে গেছে। মূসা বললঃ হে আমার পালনকর্তা আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। আমার কাজকে সহজ করে দিন, আমার জিহবার জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। আমার জন্য করে দিন একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনবর্গের মধ্য হতে। আমার ভাই হারুনকে। তার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় করুন। এবং তাকে আমার কাজে অংশীদার করুন। যাতে আমরা বেশী করে আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করতে পারি। এবং আপনাকে স্মরণ করতে পারি অধিক। আপনি তো আমাদের অবস্থা সবই দেখছেন। তিনি বললেনঃ হে মূসা, তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হল। এবং আমিতো তোমার প্রতি আর একবার অনুগ্রহ করেছিলাম। যখন আমি তোমার মায়ের অন্তরে ইংগিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছিলাম যা এখানে বর্ণিত হচ্ছে যে, তুমি তাকে সিন্দুকের মধ্যে রাখ, অতঃপর তা নদীতে ভাসিয়ে দাও যাতে নদী ওকে তীরে ঠেলে দেয়, ওকে আমার শত্রু ও তার শত্রু নিয়ে যাবে; আমি আমার নিকট হতে তোমার উপর ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম যাতে তুমি আমার দৃষ্টির সামনে প্রতিপালিত হও।

(২০:৪৬-৫০) তিনি বললেনঃ তোমরা ভয় করনা, আমিতো তোমাদের সংগে আছি, আমি শুনি ও দেখি। সুতরাং তোমরা তার নিকট যাও এবং বলঃ অবশ্যই আমরা তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। সুতরাং আমাদের সাথে বানী ইসরাঈলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিওনা, আমরাতো তোমার নিকট এনেছি তোমার রবের নিকট হতে নিদর্শন। এবং শান্তি তাদের প্রতি যারা সৎ পথের অনুসরণ করে। আমাদের প্রতি অহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, শাস্তি তার জন্য যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। ফির'আউন বললঃ হে মূসা! কে তোমাদের পালনকর্তা?

৫০. মূসা বললঃ আমার রাব্ব তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন; অতঃপর পথ নির্দেশ করেছেন।

(২০:৭৭-৮২) আমি অবশ্যই মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম এই মর্মে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রজনীযোগে বহির্গত হও এবং তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এক শুস্ক পথ নির্মাণ কর; পিছন হতে এসে তোমাকে ধরে ফেলা হবে এই আশংকা করনা এবং ভয়ও করনা। অতঃপর ফেরাউন তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাদের পিছু নিল, অতঃপর সমুদ্র তাদের উপর চড়াও হল আর তাদেরকে ডুবিয়ে দিল। ফেরাউন তার জাতিকে বিপথগামী করেছিল এবং তাদেরকে সঠিক পথ দেখায়নি। হে বনী-ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করেছি, তুর পাহাড়ের দক্ষিণ পার্শ্বে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দান করেছি এবং তোমাদের কাছে 'মান্না' ও 'সালওয়া' প্রেরণ করেছি। তোমাদেরকে আমি যা দান করেছিলাম তা হতে ভাল ভাল বস্তু আহার কর এবং এই বিষয়ে সীমা লংঘন করনা, করলে তোমাদের উপর আবার ক্রোধ অবধারিত এবং যার উপর আমার ক্রোধ অবধারিত সেতো ধ্বংস হয়ে যায়। আর অবশ্যই আমি তার প্রতি ক্ষমাশীল, যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে অতঃপর সৎ পথে চলতে থাকে।

কুরাইশরা লক্ষ্য করলেন, মুহাম্মদ ইহুদী গল্পগুলোকে নতুন করে আল্লার বাণী হিসাবে প্রচার শুরু করেছেন! তারা তৎকালীন ইয়াসরীব (মদিনা)-এর ইহুদী বোদ্ধাদের কাছে লোক পাঠালেন! ইহুদী যাজকগন তাদেরকে তিনটি প্রশ্ন শিখিয়ে দিলেন; মুহাম্মদ প্রথমে চ্যালেঞ্জ গ্রহন করে ফেল মারলেন; অতঃপর পুরো মক্কায় পরীক্ষার উত্তরসহ ফলাফল উন্মুক্ত হবার পর মুহাম্মদও উত্তর নিয়ে নিচের আয়াতগুলো প্রকাশ করলেন!

(১৮:৯-১১) তুমি কি মনে কর যে, গুহা ও গর্তের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর? যুবকরা যখন গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করল তখন তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তোমার নিকট হতে আমাদেরকে রহমত দান কর আর আমাদের ব্যাপারটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন কর।' অতঃপর আমি তাদেরকে

গুহায় ঘুমন্ত অবস্থায় কয়েক বছর রেখে দিলাম। অতঃপর আমি তাদেরকে পুনরত্থিত করি, একথা জানার জন্যে যে, দুই দলের মধ্যে কোন দল তাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে অধিক নির্ণয় করতে পারে।

(১৮:৮৩-৮৮) তোমাকে তারা যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। বল, 'আমি তার বিষয় তোমাদের নিকট কিছু বর্ণনা করব।' আমি তাকে পৃথিবীতে আধিপত্য দান করেছিলাম আর তাকে সব রকমের উপায় উপাদান দিয়েছিলাম। অতঃপর সে একটি পথ অবলম্বন করল। অবশেষে যখন সে সূর্যাস্তের স্থানে পৌঁছল, তখন সে সূর্যকে একটি কর্দমাক্ত পানির ঝর্ণায় ডুবতে দেখতে পেল এবং সে এর কাছে একটি জাতির দেখা পেল। আমি বললাম, 'হে যুলকারনাইন, তুমি তাদেরকে আযাবও দিতে পার অথবা তাদের ব্যাপারে সদাচরণও করতে পার'। সে বলল, 'যে ব্যক্তি যুলম করবে আমি তাকে অচিরেই শাস্তি দেব, অতঃপর তাকে তার প্রতিপালকের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে, তখন তিনি তাকে কঠিন 'আযাব দেবেন। আর যে ব্যক্তি ঈমান আনবে আর সৎকাজ করবে তার জন্য আছে উত্তম পুরস্কার আর আমি তাকে সহজ কাজের নির্দেশ দেব।

(১৭:৮৫-৮৭) তোমাকে তারা রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল, 'রূহ হচ্ছে আমার প্রতিপালকের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে তোমাকে অতি সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।'ইচ্ছে করলে আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছি তা কেড়ে নিতে পারতাম, সে অবস্থায় তুমি আমার বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন কার্য সম্পাদনকারী পাবে না। তোমার প্রতিপালকের দয়া ছাড়া। তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বিরাট।

কুরাইশরা মুহাম্মদের কাছ থেকে ক্রমাগত নবুয়্যতের প্রমান দাবী করতেই লাগলেন; তারা মুহাম্মদকে ফেরেশতা হাজির করাতে বললেন! অথবা মরুভূমিতে নদীনালা তৈরি করে দেখাতে বললেন, সোনার প্রসাদ তৈরি করতে বললেন অথবা এমন অলৌকিক কিছু দেখাতে বললেন, যা মুহাম্মদের দাবীকে

শতভাগ প্রমাণিত করে! কিন্তু সবকিছুর বদলে মহান ক্ষমতাধর আল্লাহ কেবল বাহানা দিয়ে আয়াত পাঠাতে থাকলেন তার প্রিয় বান্দার কাছে!

(১৭:৮৮-৯৮) বলঃ যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন রচনা করার জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ কুরআন রচনা করতে পারবেনা। আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য বিভিন্ন উপমা দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কুফরী করা ছাড়া ক্ষান্ত হয়না। আর তারা বলেঃ কখনই আমরা তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করবনা, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক প্রস্রবণ উৎসারিত করবে। অথবা তোমার খর্জুরের অথবা আঙ্গুরের এক বাগান হবে যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করে দিবে নদীনালা। অথবা (যতক্ষণ না) তুমি আকাশকে টুকরো টুকরো করে আমাদের উপর ফেলবে যেমন তুমি বলে থাক (যে তা ঘটবে) কিংবা আল্লাহ আর ফেরেশতাগণকে সরাসরি আমাদের সামনে এনে দেবে। অথবা তোমার একটি স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে, কিন্তু তোমার আকাশে আরোহণ আমরা তখনও বিশ্বাস করবনা যতক্ষণ না তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব অবতীর্ণ করবে যা আমরা পাঠ করব। বলঃ পবিত্র আমার মহান পালনকর্তা! আমিতো শুধু একজন মানুষ, একজন রাসূল। 'আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন?' - তাদের এই উক্তিই বিশ্বাস স্থাপন হতে লোকদেরকে বিরত রাখে, যখন তাদের নিকট আসে পথ নির্দেশ। বল, 'দুনিয়াতে যদি ফেরেশতাগণের বসবাস হত যারা নিশ্চিন্তে নিরাপদে চলাফেরা করত, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের কাছে ফেরেশতা রসূল পাঠাতাম।' বল, 'আমার ও তোমাদের মাঝে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট, তিনি তাঁর দাসদেরকে সবিশেষ জানেন ও দেখেন।' আল্লাহ যাদের পথ প্রদর্শন করেন তারাইতো সঠিক পথপ্রাপ্ত এবং যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেন তাদের জন্য তুমি আল্লাহ ছাড়া কোন সাহায্যকারী পাবেনা। কিয়ামাতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, বোবা অবস্থায় এবং

বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম! যখনই তা স্তিমিত হবে আমি তখন তাদের জন্য আগুন বৃদ্ধি করে দিব। এটাই তাদের প্রতিফল, কেননা তারা আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল আর বলেছিল, 'যখন আমরা হাড্ডি ও চূর্ণ ধূলায় পরিণত হব তখনও কি আমাদেরকে নতুন এক সৃষ্টির আকারে আবার উঠানো হবে?'

কোনো প্রমান না পেয়ে যখন সবাই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন, কোরআন মিথ্যা মিথের গল্পগাথা ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন তার জবাব দিলেন মুহাম্মদ এভাবে:

(২৫:৩-৬) আর তারা তাঁকে বাদ দিয়ে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে অন্য কিছুকে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্টি হয়েছে। তারা ক্ষমতা রাখে না নিজেদের ক্ষতি বা উপকার করার আর ক্ষমতা রাখে না মৃত্যু, জীবন ও পুনরুত্থানের উপর। কাফিররা বলে- 'এটা মিথ্যে ছাড়া আর কিছুই নয়, সে তা (অর্থাৎ কুরআন) উদ্ভাবণ করেছে এবং ভিন্ন জাতির লোক এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছে।' আসলে তারা অন্যায় ও মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছে। এবং তারা বলেঃ এগুলিতো সেকালের উপকথা যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলি সকাল-সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়। বলঃ এটা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন; তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

মুহাম্মদ ক্রমাগত মক্কাবাসীদের কাছে নিজের প্রচারিত মতবাদ মেনে নেবার কথা বলতেই থাকলেন-বলতেই থাকলেন! কিন্তু কুরাইশরা মুহাম্মদের কোরআন পাঠ শুনলেই দ্রুত উল্টোপথে চলা শুরু করতেই থাকলো!

(১৭:৪৫-৪৭) তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন তোমার ও যারা পরলোকে বিশ্বাস করেনা তাদের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা টেনে দিই। আমি তাদের অন্তরের উপর

আবরণ দিয়েছি যেন তারা উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদেরকে বধির করেছি। তোমার পালনকর্তা এক, এটা যখন তুমি কুরআন হতে আবৃত্তি কর তখন তারা সরে পড়ে। যখন তারা কান পেতে তোমার কথা শুনে তখন তারা কেন তা শুনে আমি তা ভাল জানি, এবং এটাও জানি যে, গোপনে আলোচনাকালে সীমা লংঘনকারীরা বলেঃ তোমরাতো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ।

কুরাইশগন কোরআনকে অলীক কল্পনা ও মুহাম্মদের উদ্ভাবন বলে স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন; নবুয়্যতের প্রমাণ দিতে না পারায় মুহম্মদকে একজন যাদুগ্রস্ত কবির বেশী মূল্যায়ন করতে তারা রাজী হলেন না!

(৪৩:২৯-৩১) হ্যাঁ, আমিই তাদেরকে আর তাদের পূর্বপুরুষকে ভোগের সামগ্রী দিয়েছিলাম। অবশেষে তাদের কাছে আসলো সত্য এবং সবকিছু স্পষ্টকারী রসূল। সত্য যখন তাদের কাছে আসল তখন তারা বলল- এটা যাদু, আমরা এটা মানি না। তারা বলল- এ কুরআন (মক্কা ও তায়েফ এ) দু'জনপদের কোন গণ্যমান্য ব্যক্তির উপর কেন অবতীর্ণ হল না?

(২১:১-৬) মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। তাদের কাছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে যখনই কোন নতুন উপদেশ আসে, তখন তারা তা হাসি-তামাশার বস্তু মনে করেই শোনে। তাদের অন্তর থাকে খেলায় মগ্ন। সীমা লংঘনকারীরা গোপনে পরামর্শ করে- এটা তোমাদেরই মত মানুষ ছাড়া কি অন্য কিছু? তোমরা কি দেখে-শুনে যাদুর কবলে পড়বে? বলঃ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার পালনকর্তা অবগত আছেন এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। তারা এটাও বলেঃ এ সব অলীক কল্পনা হয় সে উদ্ভাবন করেছে, না হয় সে একজন কবি; অতএব সে আনয়ন করুক আমাদের নিকট এক নিদর্শন যেরূপ নিদর্শনসহ প্রেরিত হয়েছিল পূর্ববর্তীগণ। তাদের পূর্বে আমি যে সমস্ত জনপদ ধ্বংস করেছি তাদের একটিও ঈমান আনেনি, তাহলে এরা কি ঈমান আনবে?

মুহাম্মদ নিজের মতই চলতে থাকলেন; মুহাম্মদের আল্লাও মুহাম্মদের ইচ্ছামত আয়াত প্রকাশ করাতে থাকলেন; আর তার সাথে মুহাম্মদ শুরু করলেন নিজ অনুসারীদের জন্য কোরানিক জীবন বিধানের আমদানি!

(১৭:৩১-৩৩) দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মারাত্নক অপরাধ। তোমরা অবৈধ যৌন সংযোগের নিকটবর্তী হয়োনা, ওটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। যথাযথ কারণ ছাড়া আল্লাহ যাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছেন তাকে হত্যা করো না। কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হলে আমি তার উত্তরাধিকারীকে অধিকার দিয়েছি (কিসাস দাবী করার বা ক্ষমা করে দেয়ার) কাজেই সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন না করে, কারণ সেতো সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছেই।

মুহাম্মদ মক্কাবাসীদের স্বাভাবিক জীবনপ্রনালী জটিল করে দিতে থাকলেন, তার প্রচারিত মতবাদ নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি হতে শুরু করলো; মুহাম্মদ আল্লার নামে ক্রমাগত আয়াত প্রকাশ করতে থাকলেন! আর অপরদিকে কুরাইশরা তার জন্য ক্রমাগত মানসিক বিরোধীতার ক্ষেত্র তৈরি করতে শুরু করলেন! মুহাম্মদ কোনো প্রকার অস্ত্র ছাড়াই কুরাইশদের সাথে জড়িয়ে পড়লেন এক লম্বা সময়ের মনোজগতের দ্বন্দ্বযুদ্ধে!

মনোজগতের দ্বন্দ্বযুদ্ধ

মক্কার জনগন মুহাম্মদকে চুড়ান্তভাবে অবিশ্বাস করতে শুরু করলেন, প্রতিটি গোত্রের যেসকল দাস-দাসী ও নবযুবকেরা মুহাম্মদ দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করেছিলো তাদেরকে পারিবারিকভাবে নিয়ন্ত্রনে নেবার চেষ্টা করতে থাকলেন কুরাইশরা; একারণে মুহাম্মদের মনোজগতের আল্লাহ আর কুরাইশদের সাথে শুরু হলো এক মানসিক দ্বন্দ্বযুদ্ধের নতুন অধ্যায়!

(৩৪:৪৩-৪৬) তাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলেঃ তোমাদের পূর্ব-পুরুষ যার ইবাদাত করত এই ব্যক্তিইতো তার ইবাদাতে তোমাদেরকে বাঁধা দিতে চায়। তারা আরও বলেঃ এটাতো মিথ্যা উদ্ভাবন ব্যতীত কিছু নয়। এবং কাফিরদের নিকট যখন সত্য আসে তখন তারা বলেঃ এটাতো এক সুস্পষ্ট যাদু! আমি তাদেরকে পূর্বে কোন কিতাব দিইনি যা তারা অধ্যয়ন করত এবং তোমার পূর্বে তাদের নিকট কোন সতর্ককারীও প্রেরণ করিনি। তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল। তাদেরকে আমি যা দিয়েছিলাম এরা তার এক দশমাংশও পায়নি, তবুও তারা আমার রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। ফলে কত ভয়ংকর হয়েছিল আমার শাস্তি! বলঃ আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে দুই জন অথবা এক জন করে দাঁড়াও, অতঃপর তোমরা চিন্তা করে দেখ - তোমাদের সঙ্গী আদৌ উন্মাদ নয়। সেতো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র।

মুহাম্মদ আর অনুসারীদের বলতে থাকলেন জ্ঞাত অজ্ঞাত সকল বিষয়ই কেবল আল্লাহতালা জানেন!

(৩:২৯) তুমি বলঃ তোমাদের অন্তরসমূহে যা রয়েছে তা তোমরা গোপন কর অথবা প্রকাশ কর আল্লাহ তা অবগত আছেন এবং নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা জ্ঞাত আছেন; এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

মক্কার অনেক কবিই মুহাম্মদের প্রচারিত কোরআনের আয়াতের মান এবং গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করলেন, কিন্তু মুহাম্মদ তাতে তার পথ ছাড়লেন না; তিনি ক্রমাগত অনুসারীদের কাছে আয়াতের নামে কুরাইশদের বিভ্রান্ত বলে প্রচার শুরু করলেন!

(৩১:৬-১১) মানুষের মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞতা বশতঃ আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করেএবং আল্লাহর প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে, তাদেরই জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। যখন তার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে এটা শুনতে পায়নি, যেন তার কর্ণ দুটি বধির; অতএব তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নেয়ামতে ভরা জান্নাত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তিনি আকাশমন্ডলী নির্মাণ করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা এটা দেখছ। তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পবর্তমালা যাতে এটা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্ব প্রকার জীব-জন্তু এবং আমিই আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে এতে উদ্ভব করি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ। এটা আল্লাহর সৃষ্টি! তিনি ছাড়া অন্যরা কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও। সীমালংঘনকারীরাতো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

কোরআন বারবার আল্লার গুনগান ও পরিচয় দেওয়া অব্যাহত রাখলো!

(৪০:৬১-৬৬) আল্লাহই তোমাদের বিশ্রামের জন্য সৃষ্টি করেছেন রাত এবং আলোকজ্জ্বল করেছেন দিনকে। আল্লাহতো মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা। এ হলেন আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক, সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই; এমতাবস্থায় তোমাদেরকে সত্য থেকে কীভাবে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে? এভাবেই বিপথগামী হয় তারা যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার করে। আল্লাহই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তোমাদের আকৃতি করেছেন উৎকৃষ্ট এবং তোমাদেরকে দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিযিক। এইতো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। কত মহান জগতসমূহের পালনকর্তা আল্লাহ! তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব, তাঁকে ডাক তাঁর খাঁটি এবাদতের মাধ্যমে। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর। বলঃ যখন আমার কাছে আমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণাদি এসে গেছে, তখন আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যার পূজা কর, তার এবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আমাকে আদেশ করা হয়েছে বিশ্ব পালনকর্তার অনুগত থাকতে।

খুব একটা লাভ হলোনা এসবে; মুহাম্মদ কিছুটা হতাশায় ভুগতে শুরু করলেন; তার কিছু অনুসারীদের নিরাপত্তা ও আগের প্যাগান বিশ্বাসে ফিরে যাওয়া ঠেকাতে হাবাশা/ইথিউপিয়া পাঠিয়ে দিলেন! এই মানসিক চাপ আর অস্থিরতার সময় তিনি হঠাৎ তার প্রকাশিত আয়াতে মক্কার তিন প্রধান দেবীকে আল্লার কাছে সুপারিশকারী মর্যাদায় মেনে নিয়ে আয়াত প্রকাশ করলেন! প্রথম দর্শনে মনে হলো সকল সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো, কিন্তু মুহাম্মদ খুব দ্রুত বুঝতে পারলেন বিষয়টি তার একত্ববাদী চিন্তার বিপরীতে যায়! একারণে তিনি তার আগের প্রকাশিত আয়াতকে শয়তানের অপচেষ্টা বলে চালিয়ে দিলেন ও তা বাতিল করলেন!

(২২:৫২-৫৭) আমি তোমার পূর্বে যে সব রাসূল কিংবা নাবী প্রেরণ করেছি তাদের কেহ যখনই কিছু আকাংখা করেছে তখনই শাইতান তার আকাংখায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে। কিন্তু শাইতান যা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ তা বিদূরিত করেন; অতঃপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। এটা এ জন্য যে, শাইতান যা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি ওকে পরীক্ষা স্বরূপ করেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, যাদের হৃদয় পাষাণ। নিশ্চয়ই যালিমরা দুস্তর মতভেদে রয়েছে। এবং এ জন্য যে, যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা যেন জানতে পারে যে, এটা (কুরআন) তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত সত্য। অতঃপর তারা যেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন ওর প্রতি অনুগত হয়। যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ সরল পথে পরিচালিত করেন। যারা কুফরী করেছে তারা ওতে সন্দেহ পোষণ করা হতে বিরত হবেনা, যতক্ষণ না তাদের নিকট কিয়ামাত এসে পড়বে আকস্মিকভাবে, অথবা এসে পড়বে ঐ দিনের শাস্তি যা থেকে রক্ষার উপায় নেই। সেদিন আল্লাহরই আধিপত্য; তিনিই তাদের বিচার করবেন। সুতরাং যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তারা অবস্থান করবে সুখময় জান্নাতে। আর যারা কুফরী করে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাদেরই জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

মুহাম্মদ স্থির সিদ্ধান্ত টানলেন, কোনোভাবেই একজন একত্ববাদে বিশ্বাসী মানুষের সাথে বহুদেবতাবাদী মানুষদের সম্পর্ক থাকতে পারেনা! এবিষয়ে কোরআনের মাধ্যমে তিনি পরিষ্কার নির্দেশনা নিয়ে আসলেন।

(৯:২৩-২৪) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা সীমালংঘনকারী। বলঃ তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র

তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।

(৩:২৮) মুমিনগন যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কেন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কেন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন। এবং সবাই কে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।

(৩:১১৮) হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না, তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না-তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসুত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও।

(৫:৫৭-৫৮) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে যারা তোমাদের দ্বীনকে হাসি-তামাসা ও খেলার বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে তাদেরকে এবং কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না আর আল্লাহকে ভয় কর যদি তোমরা মুমিন হও। তোমরা যখন সলাতের জন্য আহবান জানাও তখন তারা সেটিকে তামাশা ও খেলার বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে। এটা এজন্য যে, তারা হল নির্বোধ সম্প্রদায়।

মক্কার মারওয়া পাহাড়ের পাদদেশে একজন খ্রিষ্টান দাস ছিলেন; তার পরিচালিত একটি মুদি দোকান ছিলো; মুহাম্মদ নিয়মিত সেখানে যাতায়াত এবং

আড্ডা দিতেন! মক্কাবাসীরা বুঝতে পারলেন এই খ্রিষ্টান দাসের কাছ থেকেও মুহাম্মদ কোরানের গল্পের কিছু অংশের যোগান নেন!

(৩২:১-২৪) আলিফ-লাম-মীম, এ কিতাব বিশ্বজগতের পালনকর্তার নিকট হতে অবতীর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নেই। তাহলে কি তারা বলেঃ এটি সে নিজে রচনা করেছে? না, এটি তোমার পালনকর্তা হতে আগত সত্য, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি। হয়তো তারা সৎ পথে চলবে।

মুহাম্মদ নূহ, মূসা, হারুন ও ফেরাউনের উদাহরণ টেনে নিজের প্রচারিত আয়াতের মাধ্যমে অনুসারীদের বোঝানো চালু রাখলেন; সেই সাথে বরাবরের মতই তার বিরুদ্ধে চলা অভিযোগের জবাব দিতে থাকলেন!

(১০:৭১-৮৫) আর তুমি তাদেরকে নূহের ইতিবৃত্ত পড়ে শোনাও, যখন সে নিজের সম্প্রদায়কে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমাদের কাছে দুর্বহ মনে হয় আমার অবস্থান এবং আল্লাহর আদেশাবলীর নাসীহাত করা, তাহলে আমারতো আল্লাহরই উপর ভরসা। সুতরাং তোমরা তোমাদের শরীকদেরকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর, পরে তোমাদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তোমাদের মাঝে যেন অস্পষ্টতা না থাকে, অতঃপর আমার উপর তা কার্যকর কর আর আমাকে কোন অবকাশই দিও না। তারপরও যদি বিমুখতা অবলম্বন কর, তবে আমি তোমাদের কাছে কোন রকম বিনিময় কামনা করি না। আমার বিনিময় হল আল্লাহর দায়িত্বে। আর আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে যেন আমি আনুগত্য অবলম্বন করি। তারপরও এরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। সুতরাং তাকে এবং তার সাথে নৌকায় যারা ছিল তাদের কে বাঁচিয়ে নিয়েছি এবং যথাস্থানে আবাদ করেছি। আর তাদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছি যারা আমার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং লক্ষ্য কর, কেমন পরিণতি ঘটেছে তাদের যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। আবার আমি তার পরে অপর রাসূলদেরকে তাদের

সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করলাম। তারা তাদের নিকট মুজিযা সমূহ নিয়ে এলো। এতদসত্ত্বেও তারা পূর্বে যা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল পরে তা মেনে নেয়ার ছিলনা; এভাবেই আল্লাহ কাফিরদের অন্তরসমূহে মোহর লাগিয়ে দেন। অতঃপর তাদের পেছনে পাঠিয়েছি আমি মূসা ও হারুনকে, ফেরাউন ও তার সর্দারের প্রতি স্বীয় নির্দেশাবলী সহকারে। অথচ তারা অহংকার করতে আরম্ভ করেছে। অতঃপর আমার নিকট থেকে যখন তাদের কাছে প্রকৃত সত্য এসে পড়ল, তখন তারা বলল, 'এটা তো অবশ্যই সুস্পষ্ট যাদু'। মূসা বললঃ তোমরা কি এই যথার্থ প্রমাণ সম্পর্কে এমন কথা বলছ, যখন ওটা তোমাদের নিকট পৌঁছল? এটা কি যাদু? অথচ যারা যাদুকর, তারা সফল হতে পারে না। তারা বলল, তুমি কি আমাদেরকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে দিতে এসেছ যাতে আমরা পেয়েছি আমাদের বাপ-দাদাদেরকে? আর যাতে তোমরা দুইজন এদেশের সর্দারী পেয়ে যেতে পার? আমরা তোমাদেরকে কিছুতেই মানব না। আর ফেরাউন বলল, আমার কাছে নিয়ে এস সুদক্ষ যাদুকরদিগকে। তারপর যখন যাদুকররা এল, মূসা তাদেরকে বলল, নিক্ষেপ কর, তোমরা যা কিছু নিক্ষেপ করে থাক। অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল, মূসা বলল, যা কিছু তোমরা এনেছ তা সবই যাদু-এবার আল্লাহ এসব ভন্ডুল করে দিচ্ছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দুস্কর্মীদের কর্মকে সুষ্ঠুতা দান করেন না। আল্লাহ সত্যকে সত্যে পরিণত করেন স্বীয় নির্দেশে যদিও পাপীদের তা মনঃপুত নয়। আর কেউ ঈমান আনল না মূসার প্রতি তাঁর কওমের কতিপয় বালক ছাড়া-ফেরাউন ও তার সর্দারদের ভয়ে যে, এরা না আবার কোন বিপদে ফেলে দেয়। দেশের মধ্যে অবশ্যই ছিল মহাপ্রতাপশালী, আর সে নিশ্চয়ই ছিল ন্যায়লঙ্ঘন-কারীদের অন্তর্ভুক্ত। আর মূসা বললঃ হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান রাখ তাহলে তাঁরই উপর ভরসা কর, যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও। তখন তারা বলল, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করেছি। হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের উপর এ জালেম জাতির শক্তি পরীক্ষা করিও না।

মুহাম্মদ ইহুদীদের বিষয়ে তার ধারণা প্রকাশ করতে শুরু করলেন কোরআনে! তিনি তার অনুসারীদের জন্য ক্রমশ ইহুদীদের বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু করলেন নিচের আয়াতের মাধ্যমে!

(৪৫:১৬-১৭) আমি বানী ইসরাঈলকে কিতাব, রাজত্ব ও নুবুওয়াত দিয়েছিলাম আর তাদেরকে দিয়েছিলাম উত্তম রিযক, আর তাদেরকে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। তাদেরকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করেছিলাম ধর্ম সম্পর্কে। তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ বিরোধিতা করেছিল, তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করত, তোমার পালনকর্তা কিয়ামত দিবসে তাদের মধ্যে সেই বিষয়ের ফায়সালা করে দিবেন।

(৭:১৬৩-১৬৮) তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঐ জনবসতি সম্পর্কে যা সমুদ্রের উপকূলে বিদ্যমান ছিল। তারা শনিবারের সীমালঙ্ঘন করেছিল। শনিবার পালনের দিন মাছগুলো প্রকাশ্যতঃ তাদের নিকটে আসত। আর যেদিন শনিবারের অনুষ্ঠান থাকত না সেদিন সেগুলো আসত না। এটা হত এজন্য যে, তারা অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকার কারণে তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছিলাম। স্মরণ কর, যখন তাদের একদল বলেছিল- 'তোমরা এমন লোকদেরকে কেন সদুপদেশ করছ যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন অথবা কঠিন শাস্তি দিবেন'। তারা উত্তরে বললঃ তোমাদের প্রতিপালকের নিকট (দায়িত্ব পালন না করার) দোষমুক্তির জন্য এবং এই আশা করছি যে, হয়তো তারা তাঁকে ভয় করবে। তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয় তা যখন তারা বিস্মৃত হয় তখন যারা অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করত তাদেরকে আমি উদ্ধার করি, আর যালিমদেরকে তাদের অসৎ কর্মের কারণে কঠোর শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম। অতঃপর যখন তারা বেপরোয়াভাবে নিষিদ্ধ কাজগুলি করতে থাকল তখন আমি বললামঃ তোমরা ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও। আর সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমার পালনকর্তা সংবাদ দিয়েছেন যে, অবশ্যই কেয়ামত দিবস পর্যন্ত ইহুদীদের উপর এমন লোক পাঠাতে থাকবেন যারা তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দান

করতে থাকবে। নিঃসন্দেহে তোমার পালনকর্তা শীঘ্র শাস্তি দানকারী এবং তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। আর আমি তাদেরকে বিভক্ত করে দিয়েছি দেশময় বিভিন্ন শ্রেনীতে, তাদের মধ্যে কিছু রয়েছে ভাল আর কিছু রয়েছে অন্য রকম! তাছাড়া আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি ভাল ও মন্দের মাধ্যমে যাতে তারা ফিরে আসে।

মুহাম্মদ তার প্রচারিত কোরআনকে অলৌকিক নিদর্শন হিসাবে প্রচার করতেই লাগলেন; যেসকল কুরাইশ তার বিরুদ্ধচারণ করতে শুরু করেছিলো, তাদেরকে নিয়ে তিনি উপহাস আর তাচ্ছিল্য করতে লাগলেন! আর যারা তার কাছে জাগতিক অলৌকিক কিছু আশা করে তাদের তিনি নির্বোধ হিসাবে পরিচয় করাতে থাকলেন!

(৬:১২৪-১২৭) যখন তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে তখন তারা বলে, 'আমরা কক্ষনো বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না আমাদেরকে তা দেয়া হয় যা আল্লাহর রসূলগণকে দেয়া হয়েছিল। (নির্বোধেরা এ আবদার করলেও) আল্লাহ খুব ভালভাবেই জানেন তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব কোথায় দিতে হবে, অপরাধীরা শীঘ্রই তাদের চক্রান্তের প্রতিফল হিসেবে আল্লাহর পক্ষ হতে লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। আল্লাহ যাকে সৎপথ দেখাতে চান, তার অন্তরকে ইসলামের জন্য খুলে দেন, আর যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান তার অন্তরকে সংকীর্ণ সংকুচিত করে দেন, (তার জন্য ইসলাম মান্য করা এমনি কঠিন) যেন সে আকাশে আরোহণ করছে। যারা ঈমান আনে না তাদের উপর আল্লাহ এভাবে লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেন। অথচ (ইসলামের) এ পথই তোমার প্রতিপালকের সরল-সঠিক পথ, যারা নাসীহাত গ্রহণ করে আমি তাদের জন্য নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করে দিয়েছি। তাদের জন্যেই তাদের প্রতিপালকের কাছে নিরাপত্তার গৃহ রয়েছে এবং তিনি তাদের বন্ধু তাদের কর্মের কারণে।

(১৩:২৭-৩২) সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, 'তার কাছে তার প্রতিপালকের নিকট হতে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?' বল, 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছে গুমরাহ করেন, আর যে তাঁর অভিমুখী তাকে সত্য পথে পরিচালিত করেন।' তারাই ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। জেনে রেখ, আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমেই দিলের সত্যিকারের প্রশান্তি লাভ করা যায়। যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, সৌভাগ্য তাদেরই, উত্তম পরিণাম তাদের জন্যই। (পূর্বে যেমন পাঠিয়েছিলাম) এভাবেই আমি তোমাকে এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছি যার পূর্বে অনেক সম্প্রদায় গত হয়ে গেছে, যাতে তুমি তাদের কাছে তেলাওয়াত কর যা আমি তোমার প্রতি ওয়াহী করি, তবুও তারা দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করে। বল, 'তিনি আমার প্রতিপালক, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি আর তিনিই প্রত্যাবর্তনস্থল।' যদি কোন কোরআন এমন হত, যার সাহায্যে পাহাড় চলমান হয় অথবা যমীন খন্ডিত হয় অথবা মৃতরা কথা বলে, তবে কি হত? বরং সব কাজ তো আল্লাহর হাতে। ঈমানদাররা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয় যে, যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে সব মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করতেন? কাফেররা তাদের কৃতকর্মের কারণে সব সময় আঘাত পেতে থাকবে অথবা তাদের গৃহের নিকটবর্তী স্থানে আঘাত নেমে আসবে, যে, পর্যন্ত আল্লাহর ওয়াদা না আসে। নিশ্চয় আল্লাহ ওয়াদার খেলাফ করেন না। তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়েছে এবং যারা কুফরী করেছে তাদেরকে কিছু অবকাশ দিয়েছিলাম, অতঃপর তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম; কেমন ছিল আমার পাকড়াও!

মুহাম্মদের প্রচারিত কোরআনে প্রকৃতির সৃষ্টিকে আল্লাহতালার অপার মহিমা হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা চলতে থাকলো; তার প্রতি বিশ্বাসী অনুসারীদের মৃত্যুর পর জান্নাত/বেহেস্ত দেবার প্রলোভন প্রকাশ হতেই থাকলো; আর যথারীতিভাবে মক্কার বিরোধীদের জন্য বরাদ্দ হতেই থাকলো জাহান্নাম/দোযখ!

(২৯:৪৪) আল্লাহ যথাযথভাবে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।

(২৯:৪৭-৫৯) এভাবেই আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে এবং এদেরও (মাক্কাবাসী) কেহ কেহ এতে বিশ্বাস করে। শুধু কাফিরেরাই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে। তুমিতো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করনি এবং স্বহস্তে কোন দিন কিতাব লিখনি যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করবে। বরং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরে তা (কুরআন) এক সুস্পষ্ট নিদর্শন। অন্যায়কারীরা ছাড়া আমার নিদর্শনাবলীকে কেউ অস্বীকার করে না, তারা বলে- তার কাছে তার প্রতিপালকের নিকট হতে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? বল, নিদর্শন তো আছে আল্লাহর কাছে, আমি কেবল একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী। এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট (নিদর্শন) নয় যে, আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যা তাদের সম্মুখে পাঠ করা হয়, বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই এতে অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে। বলঃ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তা তিনি অবগত। যারা বাতিলকে বিশ্বাস করে ও আল্লাহকে অস্বীকার করে তারাইতো ক্ষতিগ্রস্ত। তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে; যদি নির্ধারিত সময় না থাকত তাহলে শাস্তি তাদের উপর এসে যেত। নিশ্চয়ই তাদের উপর শাস্তি আসবে আকস্মিকভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারে। তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে; জাহান্নামতো কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করবেই। সেদিন শাস্তি তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে উর্ধ্ব ও অধঃদেশ হতে এবং তিনি বলবেনঃ তোমরা যা করতে তার স্বাদ আস্বাদন কর। হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ, আমার পৃথিবী প্রশস্ত। অতএব তোমরা আমারই এবাদত কর। জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। অতঃপর তোমরা আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদে স্থান দেব, যার তলদেশে প্রস্রবণসমূহ

প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। কত উত্তম পুরস্কার কর্মীদের। যারা ধৈর্যধারণ করে আর তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে।

নবুয়্যতের ১০ বছর সময় ধরে ক্রমাগত একই জিনিস কোরআনে বলা হতে থাকলো; বাঁচতে চাইলে মুহাম্মদের সাথে লাইনে থাকো, নাহলে বহু আগের আদ ও সামূদ জাতির মত চাপা-কিরকিরা মাইর দিয়া সাইজ কইরা দেওয়া হবে! জাহান্নামে পারমানেন্ট একাউন্ট খুইলা দেওয়া হবে! আর যদি মুহাম্মদের লগে লাইগা থাকো তবে তুমি মুক্তি পাইবা! দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবা না!

(৪১:১৩-২৫) তবুও তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বলঃ আমিতো তোমাদেরকে সতর্ক করছি এক ধ্বংসকর শাস্তির; আদ ও সামূদ জাতির অনুরূপ। যখন তাদের নিকট রাসূলগণ এসেছিল তাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে এবং বলেছিলঃ তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদাত করনা তখন তারা বলেছিলঃ আমাদের পালনকর্তা ইচ্ছা করলে অবশ্যই ফেরেশতা প্রেরণ করতেন। অতএব তোমরা যাসহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করছি। যারা ছিল আদ, তারা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করল এবং বলল, আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর কে? তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর? বস্তুতঃ তারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করত। অতঃপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার আযাব আস্বাদন করানোর জন্যে তাদের উপর প্রেরণ করলাম ঝঞ্ঝাবায়ু বেশ কতিপয় অশুভ দিনে। আর পরকালের আযাব তো আরও লাঞ্ছনাকর এমতাবস্থায় যে, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। আর যারা সামূদ, আমি তাদেরকে প্রদর্শন করেছিলাম, অতঃপর তারা সৎপথের পরিবর্তে অন্ধ থাকাই পছন্দ করল। তখন তাদের কৃতকর্মের কারণে অপমানজনক শাস্তির বজ্রাঘাত তাদেরকে পাকড়াও করল। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল ও সাবধানে চলত, আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম। যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে অগ্নিকুন্ডের দিকে ঠেলে নেওয়া হবে।

এবং ওদের বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে। তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছাবে, তখন তাদের কান, চক্ষু ও ত্বক তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। তারা তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে, যে আল্লাহ সব কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। তোমাদের কান, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না। তবে তোমাদের ধারণা ছিল যে, তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না। তোমাদের পালনকর্তা সম্বন্ধে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছ। এখন যদি তারা ধৈর্য ধারণ করে তবুও জাহান্নামই হবে তাদের আবাস, আর যদি তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে তবুও তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে না। আমি তাদের পেছনে সঙ্গী লাগিয়ে দিয়েছিলাম, অতঃপর সঙ্গীরা তাদের অগ্র-পশ্চাতের আমল তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে দিয়েছিল। তাদের ব্যাপারেও শাস্তির আদেশ বাস্তবায়িত হল, যা বাস্তবায়িত হয়েছিল তাদের পূর্ববতী জিন ও মানুষের ব্যাপারে। নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত।

মুহাম্মদের ৫০ বছর বয়সকালীন সময়ে তার দুই বড় সমর্থক মারা গেলেন! যাদের সামজিক মর্যাদা এতটা বছর তার টিকে থাকার পেছনে মূল নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে! মুহাম্মদ উপলব্ধি করলেন, এখন যদি শক্ত কোনো সহযোগী খুঁজে না পান, তবে মক্কায় টিকে থাকা তার জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে! এমন পরিস্থিতি তৈরি হবে, যার কারণে তিনি মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য হবেন! মুহাম্মদ প্রতি বছর ওকাজের মেলা আর হজ্জের সময়ে আসা গোত্রপতিদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করতে থাকলেন।

এসবের মাঝেই মুহাম্মদ মেরাজ/মিরাজ নামের কাল্পনিক ভ্রমণে আল্লাহর আরশ সহ সকলকিছু উলঙ্গ নয়নে দেখে আসলেন! তার এই ভ্রমণের উপহার স্বরূপ অনুসারীদের জন্য নিয়ে আসলেন দিনে পাঁচবার নামাজ/সালাত পড়ার বিধান; যেমনটা আমরা বিশেষ ভ্রমন শেষে বন্ধু-বান্ধবদের জন্য নিয়ে আসি। ইহাকে বলা যেতে পারে **"হানী খায় মধু, পাতিল ধোয় যদু (হুবায়রার)!"**

(১৭:১) পবিত্র ও মহীয়ান তিনি যিনি তাঁর বান্দাহকে রাতের বেলা ভ্রমণ করিয়েছেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার চারপাশকে আমি কল্যাণময় করেছি। তাকে আমার নিদর্শনাবলী দেখানোর জন্য, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

চাচা আবু তালেব/তালিব এবং স্ত্রী খাদিজার মৃত্যু দিয়েই শুরু হলো মুহাম্মদের রাজনৈতিক জীবন! ক্ষুদ্র এক শহর থেকে মুহাম্মদের পদচারণা শুরু হলো সমগ্র যাজিরাতুল আরবের তপ্ত শুকনো মুরুভূমির বালিতে; তবে তা নবী হিসাবে নয়, মরুদস্যু হিসাবে!

রাজনৈতিক যাত্রা

মক্কা থেকে ৭০ কিলোমিটার দুরের পথ তায়েফ! মুহাম্মদ সেখানে যাবার ও সেখানকার প্রধান ক্ষমতাধর তিনজন মানুষকে তার মতবাদ মেনে নিয়ে ইসলাম গ্রহন ও কুরাইশদের বিরুদ্ধচারণে তাকে সহযোগীতা করার আহ্বান জানাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন! তিনদিনের পথ পাড়ি দিয়ে নিজের পালকপুত্র **যায়েদ**'কে সঙ্গে নিয়ে মুহাম্মদ তায়েফে গেলেন! তায়েফবাসীরা মুহাম্মদের সাথে একমত হলেন না, মুহাম্মদ তাদেরকে এই স্বাক্ষাতের বিষয়টি গোপন রাখতে বললেন; কিন্তু তারা সেটি করতেও একমত হলেন না! পালকপুত্র যায়েদকে নিয়ে ফেরার পথে তায়েফের জনগন ও তাদের শিশু-কিশোরেরা মুহাম্মদকে পাথর ছুড়ে পাগল অপবাদে নিগ্রহ করলেন!

আহত মুহাম্মদ তায়েফ থেকে মক্কা ফেরার মাঝপথে রাত কাটালেন একদিন, কোরআনের আল্লাহ জ্রিবাইল কতৃক তার প্রতি জ্বিন জাতির আনুগত্যর গল্প দিয়ে সান্তনামূলক আয়াত পাঠালেন!

(৪৬:২৯-৩৫) স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল, যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হল; তারা একে অপরকে বলতে লাগলঃ চুপ করে শ্রবণ কর। যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হল তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে। তারা বলেছিলঃ হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এক কিতাব পাঠ শ্রবণ করেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসার পরে, এটা তার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহবানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক

শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। যদি কেহ আল্লাহর দিকে আহবানকারীর ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবেনা এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা। তারাতো সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। তারা কি দেখেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ সবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতকে জীবন দান করতেও সক্ষম। নিশ্চয়ই তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। যেদিন কাফিরদেরকে উপস্থিত করা হবে জাহান্নামের নিকট, সেদিন তাদেরকে বলা হবেঃ এটা কি সত্য নয়? তারা বলবেঃ আমাদের রবের শপথ! এটা সত্য। তখন তাদেরকে বলা হবেঃ শাস্তি আস্বাদান কর। কারণ তোমরা ছিলে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন করেছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ এবং তাদের জন্য (শাস্তির) প্রার্থনায় তড়িঘড়ি করনা। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে, তারা যেন দিনের এক দন্ডের বেশি পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। এটা এক স্পষ্ট ঘোষণা, আল্লাহ হতে বিমুখ সম্প্রদায় ব্যতীত কেহকেও ধ্বংস করা হবেনা।

মুহাম্মদ সরাসরি মক্কায় তার প্রচার বন্ধ রাখলেন! আরবের বিভিন্ন গোত্র থেকে প্রতি বছর হজ্জের সময় আসা মানুষদের তিনি তার নবুয়্যত মেনে নেবার আহ্বান জানাতে থাকলেন! সেইসাথে তিন তিনটি বছর মক্কার বিপরীতে তাকে নিরাপত্তাসহ আশ্রয় দেবার অনুরোধ করে যেতে লাগলেন! কোরআন যথারীতি প্রকাশ করতে থাকলো একই ধারার চর্বিতচর্বন আয়াত!

(১১:১১১-১১৯) আর যত লোকই হোক না কেন, যখন সময় হবে, তোমার প্রভু তাদের সকলেরই আমলের প্রতিদান পুরোপুরি দান করবেন। নিশ্চয় তিনি তাদের যাবতীয় কার্যকলাপের খবর রাখেন। কাজেই তুমি ও তোমার সাথে যারা (আল্লাহর দিকে) তাওবা করেছে সুদৃঢ় হয়ে থাক আল্লাহ যেভাবে তোমাকে আদেশ দিয়েছেন,

আর সীমালঙ্ঘন করো না। তোমরা যা কিছু কর তিনি তা ভালভাবেই দেখেন। তোমরা পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না, তাহলে আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে, আর তখন আল্লাহ ছাড়া কেউ তোমাদের অভিভাবক থাকবে না, অতঃপর তোমাদেরকে সাহায্যও করা হবে না। আর দিনের দুই প্রান্তেই নামায ঠিক রাখবে, এবং রাতের প্রান্তভাগে পূর্ণ কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক। তুমি ধৈর্য ধর, কারণ আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের কর্মফল কখনও বিনষ্ট করেন না। কাজেই, তোমাদের পূর্ববতী জাতি গুলির মধ্যে এমন সৎকর্মশীল কেন রইল না, যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে বাধা দিত; তবে মুষ্টিমেয় লোক ছিল যাদেরকে আমি তাদের মধ্য হতে রক্ষা করেছি। আর পাপিষ্ঠরা তো ভোগ বিলাসে মত্ত ছিল যার সামগ্রী তাদেরকে যথেষ্ট দেয়া হয়েছিল। আসলে তারা ছিল মহা অপরাধী। তোমার প্রতিপালক এমন নন যে, তিনি অন্যায়ভাবে কোন জনপদ ধ্বংস করবেন এমতাবস্থায় যে, তার অধিবাসীরা সৎকর্মশীল। তোমার প্রতিপালক চাইলে মানুষকে অবশ্যই এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে। তোমার পালনকর্তা যাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, তারা ব্যতীত সবাই চিরদিন মতভেদ করতেই থাকবে এবং এজন্যই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তোমার আল্লাহর কথাই পূর্ণ হল যে, অবশ্যই আমি জাহান্নামকে জ্বিন ও মানুষ দ্বারা একযোগে ভর্তি করব।

(৪২:১-১১) হা, মীম। আইন, সীন, কাফ। পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ এভাবেই তোমার পূর্ববর্তীদের মতই তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেন। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। তিনি সমুন্নত, মহান। আকাশমন্ডলী উর্ধ্বদেশ হতে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয় এবং মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং মর্তবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। জেনে রেখ, আল্লাহতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখেন। তুমি তাদের কর্মবিধায়ক নও। এভাবে আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি আরাবী ভাষায়

যাতে তুমি সতর্ক করতে পার মাক্কা এবং ওর চতুর্দিকের জনগণকে এবং সতর্ক করতে পার কিয়ামাতের দিন সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে মানুষকে একই উম্মাত করতে পারতেন। বস্তুতঃ তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে স্বীয় অনুগ্রহের অধিকারী করেন। যালিমদের কোন অভিভাবক নেই, কোন সাহায্যকারীও নেই। তারা কি আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করেছে? কিন্তু আল্লাহ! অভিভাবকতো তিনিই এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন, ওর মীমাংসাতো আল্লাহরই নিকট। বলঃ তিনিই আল্লাহ! আমার প্রতিপালক। আমি নির্ভর করি তাঁর উপর এবং আমি তাঁরই অভিমুখী! আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর চাবি তাঁরই নিকট। তিনি যার প্রতি ইচ্ছা তার রিযিক বর্ধিত করেন অথবা সংকুচিত করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

ইয়াসরিব (মদিনা) মক্কা থেকে ১০ থেকে ১৫ দিন দুরের পথ! এখানকার একদল নবীন যুবক হজ্জের সময় মক্কায় এসে মুহাম্মদের মতবাদ মেনে নিলেন এবং তাকে নবী হিসাবে মদিনায় যাবার আহ্বান জানালেন! মুহাম্মদ পরপর তিন বছর তাদের ওপর সতর্ক নজরদারী রাখলেন; তার মতবাদ প্রচার ও সফলতার মাত্রা নিরীক্ষণ করতে তার এক আত্মীয় অনুসারীকে মদিনায় পাঠালেন!

আরবীয় প্যাগান মদিনাবাসীরা তাদের স্বল্পক্ষমতা ও অজ্ঞানতার কারণে মদিনার ইহুদীদের চাইতে নিম্মস্তরের মানুষ হিসাবে বিবেচিত হতো! মদিনা আদতে ছিলো ইহুদী রাজত্ব! আরবীয় প্যাগানরা ছিলেন তাদের কর্মচারী মাত্র! প্যাগানরা বিশ্বাস করতে শুরু করলো, মুহাম্মদকে নবী হিসাবে আশ্রয় দেওয়ায় তাদের আত্মমর্যাদা বাড়বে! ইহুদীদের মত তাদেরও যদি নিজস্ব নবী থাকে, তবে তারা অনেকটাই অভিজাত হতে পারবে মদিনায়!

মুহাম্মদের জন্য মক্কা অনিরাপদ হয়ে আছে প্রায় তিন বছর! ভেতরে ভেতরে কুরাইশদের জন্য চাপা ক্ষোভ পাথরের মত ভারী হচ্ছে প্রতিদিন! শেষতক মদিনার আহ্বান আর ফেরাতে পারলেন না তিনি! তিন বছর পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মুহাম্মদ মক্কা থেকে মদিনায় স্থায়ীভাবে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন!

নতুন মদিনাবাসী মুসলিমগন মুহাম্মদের নিরাপত্তা ও প্রয়োজনে যে কারও বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার বিষয়ে কথা দিলেন! মুহাম্মদকে তাদের মূল প্রশাসক হিসাবে মেনে নেবার বিষয়ে একমত হয়ে মদিনার পথ খুলে দিলেন!

মক্কার ২ হাজার মানুষের মধ্যে সংখ্যালঘু মুহাম্মদ হঠাৎ করেই মদিনার ১২ হাজার মানুষের নিয়ন্ত্রক হবার পথ পেয়ে গেলেন! শেষতক মক্কার সকল অনুসারী অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্রমশ মদিনার পথে রওনা দিলেন! মুহাম্মদ মনে মনে স্থির করলেন: কুরাইশদের তিনি দেখে নেবেন! যারা তাকে জ্বালিয়েছে, তারা কি মনে করে যে, তারা মুহাম্মদের আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারবে? কখনই না!

(২৯:১-৭) আলিফ, লাম, মীম। মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আমিতো তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী। যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ! যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ কামনা করে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহর নির্ধারিত কাল আসবেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। আর যে চেষ্টা করে সে তো তার নিজেরই জন্য চেষ্টা করে। নিশ্চয় আল্লাহ সৃষ্টিকুল থেকে প্রয়োজনমুক্ত। আর যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, নিশ্চয়ই আমি তাদের মন্দ কর্মগুলি মিটিয়ে দিব এবং তাদের কাজের উত্তম ফল দান করব।

মদিনা'য়ন: ইহুদী পূরাণ

ইয়াসবির (মদিনা)-এর প্রায় ১২ হাজার জনগন মাত্র তিন অংশে পাঁচ ভাগে বিভক্ত! এর মধ্যে প্রায় ৬ হাজার জনগন এক অংশে থাকা তিন গোত্রের ইহুদী আর বাদবাকী দুই অংশে বসবাস করতো দুই গোত্রে থাকা আরবীয় প্যাগান। আউস/আওস ও খাজরাজ নামে এই দুই ভাগের প্যাগানরা অনেক বছর চুলাচুলিতে লিপ্ত ছিলো! মুহাম্মদ যত সহজে এই দুই গোত্রকে তার মতবাদের ছায়াতলে নিতে পারলেন, ঠিক ততটাই বিপদে পড়লেন ৬ হাজার ইহুদী নিয়ে!

প্যাগানদের কাছে নবী-রসূল বিষয়টি নতুন হবার কারণে তারা মুহাম্মদের সকল মতবাদের ঐশী(!) বাণী কম প্রশ্নে অথবা বিনাপ্রশ্নে মেনে নিতে শুরু করলেন, কিন্তু মুহাম্মদের জ্বালা বাড়াতে থাকলো আগে থেকেই নবী-রসূল বেটে খাওয়া ইহুদী তিন গোত্র বানু নাদির/নাদের, বানু কাইনুকা এবং সবচেয়ে শক্তিশালী গোত্র বানু কুরাইযার জনগন!

মক্কার প্যাগান কুরাইশদের যত সহজে মুহাম্মদ ইহুদী-খ্রিষ্টান-যরাথ্রুষ্ট মিথের নতুন সংমিশ্রণ গেলাতে পেরেছিলেন, মদিনার ইহুদীদের কাছে সেই মিথের প্রচারই তাকে হাস্যকর ও একজন প্রশ্নবিদ্ধ নবী হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলো! মদিনার ইহুদী যাজকরা মুহাম্মদকে প্রশ্নবাণে পরীক্ষা করতে লাগলেন; আর মুহাম্মদ ফেল করতে লাগলেন একের পর এক! যার ফলশ্রুতিতে মদিনা গমনের মাত্র এক বছরের মাথায় ইহুদীদের চোখে মুহাম্মদ হয়ে উঠলেন একজন ভন্ড নবী।

মদিনা/ইয়াসরিব আসার প্রথম এক বছর ইহুদীদের সাথে কিছুটা বন্ধুত্বসুলভ আচরণ প্রকাশ করে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন মুহাম্মদ; আসুন তার কিছু নমুনা পড়ি কোরআনের ভাষায়:

(২:৪০-৪৬) হে বনী-ইসরাঈলগণ, তোমরা স্মরণ কর আমার সে অনুগ্রহ যা আমি তোমাদের প্রতি করেছি এবং তোমরা পূরণ কর আমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা, তাহলে আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করব। আর ভয় কর আমাকেই। আর তোমরা ঈমান আন সেই কিতাবের প্রতি, যা তোমাদের নিকট আছে তার প্রত্যয়নকারী এবং তোমরাই তার প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হয়ো না এবং আমার আয়াতের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করো না, তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর। তোমরা সত্যকে মিথ্যের সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না। আর নামায কায়েম কর, যাকাত দান কর এবং নামাযে অবনত হও তাদের সাথে, যারা অবনত হয়। তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর? তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না? ধৈর্য্যর সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর নামাযের মাধ্যমে। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব। যারা নিশ্চিত বিশ্বাস করে যে, তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবেই এবং তাঁরই দিকে তারা ফিরে যাবে।

মদিনায় বছর পার করার পর মুহাম্মদ স্থায়ীভাবে বুঝে গেলেন, এখানকার ইহুদীদের তিনি কোনোভাবেই নিজের মতবাদ গেলাতে পারবেন না, ফলশ্রুতিতে ক্রমশ তিনি কোরআনের ভাষায় তাদের বিরুদ্ধচারণ শুরু করলেন এবং তাদের কাছে থাকা কিতাবসমুহকে বিকৃত বলে দাবী করতে লাগলেন!

(২:৭৫-৭৭) তোমরা কি এই আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? অথচ তাদের একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করত ও বুঝার পর জেনে শুনে তা বিকৃত করত। যখন তারা মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলেঃ আমরা মুসলমান হয়েছি। আর যখন পরস্পরের সাথে নিভৃতে অবস্থান করে, তখন বলে, পালনকর্তা তোমাদের জন্যে যা প্রকাশ করেছেন, তা কি তাদের কাছে বলে দিচ্ছ? তাহলে যে তারা এ নিয়ে পালকর্তার সামনে তোমাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। তোমরা কি তা উপলব্ধি কর না? তারা কি জানেনা যে, তারা যা গোপন রাখে এবং যা প্রকাশ করে, আল্লাহ সবই জানেন?

মুহাম্মদ কোরআনে এতটাই ইহুদী বিরুদ্ধ মতবাদ প্রকাশ করতে লাগলেন যে, তাদেরকে সত্য অস্বীকারকারী অধম জাহান্নামী বানর-শুকর বলতেও দ্বিধা করলেন না; আজ আমরা মুসলিমদের মধ্যে যে ইহুদী বিদ্বেষ দেখতে পাই, মুহাম্মদ তার সূচনা করলেন ঠিক নিচের আয়াতগুলোর মত করেই!

(২:৬৩-৬৫) এবং যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমাদের উপর তূর পর্বত সমুচ্চ করেছিলাম যে, আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা দৃঢ় রূপে ধারণ কর এবং এতে যা আছে তা স্মরণ কর - সম্ভবতঃ তোমরা নিস্কৃতি পাবে। এরপর পুনরায় তোমরা ফিরে গেলে, অতএব যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর করুণা না থাকত তাহলে অবশ্যই তোমরা বিনাশ প্রাপ্ত হতে। এবং অবশ্যই তোমরা অবগত আছ যে, তোমাদের মধ্যে যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমা লংঘন করেছিল। আমি তাদেরকে বলেছিলাম যে, তোমরা অধম বানর হয়ে যাও।

(৫:৫৯-৬২) বল, ‘ওহে কিতাবধারী সম্প্রদায়! তোমরা এ ছাড়া অন্য কারণে আমাদের প্রতি রাগান্বিত নও যে, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের প্রতি আর আমাদের পূর্বে যা নাযিল হয়েছিল তার প্রতি ঈমান এনেছি, তোমাদের অধিকাংশই তো হচ্ছে নাফরমান।’ তুমি বলে দাওঃ আমি কি তোমাদেরকে এরূপ পন্থা হিসাবে

ওটা হতেও (যাকে তোমরা মন্দ বলে জান) এরূপ সংবাদ দিব যা আল্লাহর কাছে অধিক নিকৃষ্ট? ওটা ঐ সব লোকের পন্থা, যাদেরকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন এবং যাদের প্রতি গযব নাযিল করেছেন ও যাদেরকে বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করেছেন এবং যারা তাগুতের ইবাদাত করছে তারা মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সরল পথ হতে সর্বাধিক বিচ্যুত। আর যখন তারা তোমাদের নিকট আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি; অথচ তারা কুফরী নিয়েই এসেছিল এবং তারা কুফরী নিয়েই চলে গেছে; এবং আল্লাহতো খুব ভাল জানেন যা তারা গোপন রাখে। আর তুমি তাদের মধ্যে অনেককে দেখবে, দৌড়ে দৌড়ে পাপ, যুলম ও হারাম ভক্ষণে নিপতিত হচ্ছে; বাস্তবিকই তারা খুব মন্দ কাজ করছে।

(২:১৭৪-১৭৫) নিশ্চয় যারা সেসব বিষয় গোপন করে, যা আল্লাহ কিতাবে নাযিল করেছেন এবং সেজন্য অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা আগুন ছাড়া নিজের পেটে আর কিছুই ঢুকায় না। আর আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাদের সাথে না কথা বলবেন, না তাদের পবিত্র করা হবে, বস্তুতঃ তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। ওরাই সুপথের বিনিময়ে কুপথ এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে, অতঃপর জাহান্নামের আগুন কিরূপে সহ্য করবে?

মক্কায় ৫২ বছর একটানা থাকাকালীন সময়ে মুহাম্মদ ইহুদীদের মতবাদে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং নিজেকে একজন ইহুদী-খ্রিষ্টান ধারাবাহিকতার নবী হিসাবেই প্রচার শুরু করেছিলেন; এই কারণেই ৪০ বছর বয়স থেকে শুরু করে মদিনার প্রথম এক বছর, মানে প্রায় ১৩ বছর মুহাম্মদ যেরুযালেমের দিকে দাঁড়িয়ে নামাজ/সালাত আদায় করতেন। মদিনায় আসার আগে ইহুদী জাতীগোষ্ঠীর মানুষের সাথে সামাজিক ভাবে একটানা মেশার সুযোগ খুব একটা হয়নি তার, এখানে আসার পর ভুল ভাঙ্গলো মুহাম্মদের; তিনি নিজেকে পুরোপুরি আলাদা করে নিলেন ইহুদীদের ক্বিবলামুখ যেরুযালেম থেকে, আর নিজেকে দাঁড় করালেন মক্কার প্যাগান উপাসনালয়

কাবার অভীমুখে! সেই সাথে নিজেকে মদিনার ইহুদীদের শক্ত প্রতিপক্ষ হিসাবে তৈরি করতে মনস্থির করে ফেললেন!

(২:১৪২-১৪৫) শীঘ্রই এ নির্বোধেরা বলবে, কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল তাদের সেই ক্বিবলা হতে যা তারা অনুসরণ করে আসছিল। বল, পূর্ব এবং পশ্চিম আল্লাহরই, তিনি যাকে ইচ্ছে সরল পথ প্রদর্শন করেন। এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমন্ডলীর জন্যে এবং যাতে রসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য। এভাবে আমি তোমাদেরকে আদর্শ জাতি করেছি, যেন তোমরা মানবগণের জন্য সাক্ষী হও এবং রাসূলও তোমাদের জন্য সাক্ষী হয়; এবং তুমি যে কিবলার দিকে ছিলে তা আমি এ জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যে, কে রাসূলের অনুসরণ করে, আর কে তা হতে স্বীয় পদদ্বয়ে পশ্চাতে ফিরে যায় আমি তা জেনে নিব এবং আল্লাহ যাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন তারা ছাড়া অপরের জন্য এটি অবশ্যই কঠোরতর; এবং আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের বিশ্বাস বিনষ্ট করেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি স্নেহশীল, করুণাময়। নিশ্চয়ই আমি আকাশের দিকে তোমার মুখমন্ডল উত্তোলন অবলোকন করেছি। তাই আমি তোমাকে ঐ কিবলাহমুখীই করাচ্ছি যা তুমি কামনা করছো। অতএব তুমি মাসজিদুল হারামের দিকে তোমার মুখমন্ডল ফিরিয়ে দাও এবং তোমরা যেখানেই থাক তোমাদের আনন সে দিকেই প্রত্যাবর্তিত কর; এবং নিশ্চয়ই যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তারা অবশ্যই অবগত আছে যে, নিশ্চয়ই এটি তাদের রবের নিকট হতে প্রেরিত সত্য; এবং তারা যা করছে তদ্বিষয়ে আল্লাহ অমনোযোগী নন। এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে তাদের নিকট যদি তুমি সমুদয় নিদর্শন আনয়ন কর তবুও তারা তোমার কিবলাহকে গ্রহণ করবেনা; এবং তুমিও তাদের কিবলাহ গ্রহণ করতে পারনা, আর তাদের কোন দলও অন্য দলের কিবলাহকে স্বীকার করেনি, এবং তোমার নিকট যে জ্ঞান এসেছে এর পরেও যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর তাহলে নিশ্চয়ই তুমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

(৬২:৫) যাদের উপর তাওরাতের দায়িত্বভার দেয়া হয়েছিল, অতঃপর তা তারা বহন করেনি (অর্থাৎ তারা তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেনি) তাদের দৃষ্টান্ত হল গাধার মত, যে বহু কিতাবের বোঝা বহন করে (কিন্তু তা বুঝে না)। যে সম্প্রদায় আল্লাহর আয়াতগুলোকে অস্বীকার করে, তাদের দৃষ্টান্ত কতইনা নিকৃষ্ট! যালিম সম্প্রদায়কে আল্লাহ সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।

(৪:৪৪-৪৭) তুমি কি সেই লোকেদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যাদেরকে কিতাবের অংশ দেয়া হয়েছিল? তারা নিজেরা পথভ্রষ্টতার সওদা করে আর তারা চায় তোমরাও পথভ্রষ্ট হয়ে যাও। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদেরকে ভালভাবে জানেন, অভিভাবক হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। কোন কোন ইহুদী তার লক্ষ্য থেকে কথার মোড় ঘুড়িয়ে নেয় এবং বলে, আমরা শুনেছি কিন্তু অমান্য করছি। তারা আরো বলে, শোন, না শোনার মত। মুখ বাঁকিয়ে দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের উদ্দেশে বলে, রায়েনা' (আমাদের রাখাল)। অথচ যদি তারা বলত যে, আমরা শুনেছি ও মান্য করেছি এবং (যদি বলত,) শোন এবং আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ, তবে তাই ছিল তাদের জন্য উত্তম আর সেটাই ছিল যথার্থ ও সঠিক। কিন্তু আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন তাদের কুফরীর দরুন। অতএব, তারা ঈমান আনছে না, কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক। হে আসমানী গ্রন্থের অধিকারীবৃন্দ! যা কিছু আমি অবতীর্ণ করেছি তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, যা সে গ্রন্থের সত্যায়ন করে এবং যা তোমাদের নিকট রয়েছে পূর্ব থেকে। (বিশ্বাস স্থাপন কর) এমন হওয়ার আগেই যে, আমি মুছে দেব অনেক চেহারাকে এবং অতঃপর সেগুলোকে ঘুরিয়ে দেব পশ্চাৎ দিকে কিংবা অভিসম্পাত করব তাদের প্রতি যেমন করে অভিসম্পাত করেছি আছহাবে-সাবতের উপর। আর আল্লাহর নির্দেশ অবশ্যই কার্যকর হবে।

খ্রিষ্টান কথা

ইথিউপিয়া (হাবাশা) এবং মদিনার (সংখ্যালঘু) খ্রিষ্টানদের সাথে মুহাম্মদের পরিচয় ছিলো; যেহেতু তিনি নিজেকে ইহুদী-খ্রিষ্টান ধারাবাহিকতার নবী হিসাবে দাবী তুলেছিলেন সেহেতু কোরআন খ্রিষ্টান মিথের ঈসা'কে নিয়েও মতামত প্রকাশ করলো; ঈসাকে ঈশ্বরের পুত্রের বদলে নবীর দায়িত্বে থাকা মানুষ হিসাবে পরিচয় দিলেন মুহাম্মদ; ঈসার সকল অলৌকিক ঘটনাকে আল্লার ইচ্ছাতে ঘটার বিষয়েও মত প্রকাশ করলেন তিনি!

(৫:১০৯-১১১) যেদিন আল্লাহ সব পয়গম্বরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর বলবেন তোমরা কি উত্তর পেয়েছিলে? তাঁরা বলবেনঃ আমরা অবগত নই, আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী। যখন আল্লাহ বলবেনঃ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মার দ্বারা সাহায্য করেছি। তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে কোলে থাকতেও এবং পরিণত বয়সেও এবং যখন আমি তোমাকে গ্রন্থ, প্রগাঢ় জ্ঞান, তওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছি এবং যখন তুমি কাদামাটি দিয়ে পাখীর প্রতিকৃতির মত প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে আমার আদেশে, অতঃপর তুমি তাতে ফুঁ দিতে; ফলে তা আমার আদেশে পাখী হয়ে যেত এবং তুমি আমার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্টরোগীকে নিরাময় করে দিতে এবং যখন আমি বনী-ইসরাঈলকে তোমা থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম, যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফের ছিল, তারা বললঃ এটা প্রকাশ্য জাদু ছাড়া কিছুই নয়। আর যখন আমি হাওয়ারীদের মনে জাগ্রত করলাম যে, আমার প্রতি এবং আমার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তারা

বলতে লাগল, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা অনুগত্যশীল।

মুহাম্মদ কোরআনে ব্যাখা দিলেন কীভাবে ঈসাকে ক্রুশবিদ্ধ না করে রক্ষা করেছেন আল্লাহ; কীভাবে খ্রিষ্টানদের দেখা উচিত মরিয়ম পুত্র ঈসা ও তাঁর বাণীকে। ইহুদী সম্প্রদায়ের মত খ্রিষ্টানদের নিয়ে কোরআনে খুব বেশী বিদ্বেষী আয়াত আনা হয়নি, এর কারণ তৎকালীন আরবে মুহাম্মদ খ্রিষ্টানদের দ্বারা খুব একটা বাধাপ্রাপ্ত হননি; এমনকি মুহাম্মদের সামান্য মক্কাকালীন যে সফলতা, তার পেছনেও ছিলো ইথিউপিয়া বা হাবাশার খ্রিষ্টান বাদশার সহযোগীতার হাত; খ্রিষ্টানদের নিয়ে মুহাম্মদের ধারণার রূপরেখা জানবার জন্য তাই নিচের সামান্য কটি আয়াত পাঠই যথেষ্ট বলে মনে করা যেতে পারে।

(৩:৫৪-৫৮) আর তারা চক্রান্ত/প্রতারণা করেছিল, আর আল্লাহও চক্রান্ত/প্রতারণা করেছিলেন। আর আল্লাহ চক্রান্ত/প্রতারণা-কারীদের মধ্যে সর্বোত্তম। আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বলবেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে নিয়ে নেবো এবং তোমাকে নিজের দিকে তুলে নিবো-কাফেরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেবো। আর যারা তোমার অনুগত রয়েছে তাদেরকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাদের উপর জয়ী করে রাখবো। বস্তুতঃ তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। তখন যে বিষয়ে তোমরা বিবাদ করতে, আমি তোমাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দেবো। অতএব যারা কাফের হয়েছে, তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি দেবো দুনিয়াতে এবং আখেরাতে-তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে। তাদের প্রাপ্য পরিপুর্ণভাবে দেয়া হবে। আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না। এসব আমি তোমাকে পড়ে শুনাচ্ছি আয়াতসমষ্টি ও জ্ঞানগর্ভ বাণী হতে।

(৪:১৭১-১৭২) হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর শানে নিতান্ত সঙ্গত বিষয় ছাড়া কোন কথা বলো না। নিঃসন্দেহে

মরিয়ম পুত্র মসীহ ঈসা আল্লাহর রসূল এবং তাঁর বাণী যা তিনি প্রেরণ করেছেন মরিয়মের নিকট এবং রূহ-তাঁরই কাছ থেকে আগত। অতএব, তোমরা আল্লাহকে এবং তার রসূলগণকে মান্য কর। আর একথা বলো না যে, আল্লাহ তিনের এক, একথা পরিহার কর; তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ একক উপাস্য। সন্তান-সন্ততি হওয়াটা তাঁর যোগ্য বিষয় নয়। যা কিছু আসমান সমূহ ও যমীনে রয়েছে সবই তার। আর কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট। মসীহ আল্লাহর বান্দা হবেন, তাতে তার কোন লজ্জাবোধ নেই এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাদেরও না। বস্তুতঃ যারা আল্লাহর দাসত্বে লজ্জাবোধ করবে এবং অহংকার করবে, তিনি তাদের সবাইকে নিজের কাছে সমবেত করবেন।

(৬১:৬-৮) স্মরণ কর, যখন মরিয়ম-তনয় ঈসা বললঃ হে বনী ইসরাইল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রসূল, আমার পূর্ববর্তী তওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ। অতঃপর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বললঃ এ তো এক প্রকাশ্য যাদু। যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহুত হয়েও আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে; তার চাইতে অধিক যালেম আর কে? আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।

(৫:১১২-১১৮) যখন হাওয়ারীরা বললঃ হে মরিয়ম তনয় ঈসা, আপনার পালনকর্তা কি এরূপ করতে পারেন যে, আমাদের জন্যে আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করে দেবেন? তিনি বললেনঃ যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহকে ভয় কর। তারা বললঃ আমরা তা থেকে খেতে চাই; আমাদের অন্তর পরিতৃপ্ত হবে; আমরা জেনে নেব যে, আপনি সত্য বলেছেন এবং আমরা সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাব। ঈসা ইবনে মরিয়ম বললেনঃ হে আল্লাহ আমাদের পালনকর্তা আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করুন। তা আমাদের জন্যে অর্থাৎ, আমাদের প্রথম ও

পরবর্তী সবার জন্যে আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে। আপনি আমাদের রুযী দিন। আপনিই শ্রেষ্ট রুযীদাতা। আল্লাহ বললেনঃ নিশ্চয় আমি সে খাঞ্চা তোমাদের প্রতি অবতরণ করব। অতঃপর যে ব্যাক্তি এর পরেও অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাউকে দেব না। যখন আল্লাহ বললেনঃ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তুমি কি লোকদেরকে বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর? ঈসা বলবেন; আপনি পবিত্র! আমার জন্যে শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোন অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই পরিজ্ঞাত; আপনি তো আমার মনের কথা ও জানেন এবং আমি জানি না যা আপনার মনে আছে। নিশ্চয় আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। আমি তো তাদেরকে কিছুই বলিনি, শুধু সে কথাই বলেছি যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব অবলম্বন কর যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত। যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ।

মদিনায় মুহাম্মদের বিপদ ছিলো দ্বিমুখী! একধারে ইহুদীদের বড় বড় তিনটি গ্রুপের মনোবৃত্তিক বিরোধীতা; যাদেরকে মুহাম্মদ মদিনা ছাড়া করবার পরিকল্পনা আটবেন ক্রমশ; কিন্তু আরও একটা গ্রুপ নাম-কা-ওয়াস্তে মুসলিম হয়ে মুহাম্মদের অন্দরমহলে পৌছে গেলো; মুহাম্মদ পড়লেন না ঘরকা-না ঘাটকা বিপদে..! না বলতে পারছেন-না সইতে পারছেন; তবে মদিনার তিন বছরের মাথায় বুদ্ধিমান মুহাম্মদ ভদ্রতার খোলস থেকে বেড়িয়ে তাদের নাম রাখলেন “মুনাফেক”!

দ্বিচারি মুনাফেক

ইয়াসবির বা মদিনার মূর্তি পূজারী প্যাগানরা দুটো প্রধান গোত্র আওস/আউস ও খাজরাজ-এ বিভক্ত ছিলো। মুহাম্মদ আসার পূর্ববর্তী সময়ের পারস্পরিক দ্বন্ধ এবং গৃহযুদ্ধে এই দুই গোত্র তাদের প্রায় সকল প্রবীণ মানুষদের হারিয়েছে; যেকারণে মুহাম্মদকে আওস ও খাজরাজ গোত্রের নবীন সদস্যদের নিমন্ত্রণে মদিনায় আসতে হয়। মদিনায় এসেই মুহাম্মদ এই দুই গোত্রের শাসনকর্তার দায়িত্ব গ্রহন করেন, এরই ফলশ্রুতিতে আওস ও খাজরাজ গোত্রের তুলনামূলক প্রবীণ যেসকল মানুষজন ছিলেন, যাদের হয়ত ভবিষ্যতে গোত্র প্রধান হবার এবং মদিনার পরিচালনার দায়িত্বে অংশগ্রহন করার সুযোগ ছিলো তারা চিরতরে ক্ষমতার স্বাদ থেকে বঞ্চিত হলেন! ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকা মুহাম্মদের বিরোধীতায় তারা খুব একটা সুবিধা করতে না পারায়, কিছুটা কৌশলী হয়ে যোগ দিলেন মুহাম্মদের অনুসারী হিসাবে। কোরআনে মুহাম্মদ ও তার মনোজগতের সৃষ্টি আল্লাহ এই মানুষগুলোকে মুনাফেক হিসাবে তুলে ধরলেন নিচের আয়াতগুলোতে:

(২:৮-১৫) আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না। তাদের অন্তঃকরণ ব্যধিগ্রস্ত আর আল্লাহ তাদের ব্যধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুতঃ তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব, তাদের মিথ্যাচারের দরুন। আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরা তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি। মনে রেখো, তারাই হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা

উপলব্ধি করে না। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, অন্যান্যরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আন, তখন তারা বলে, আমরাও কি ঈমান আনব বোকাদেরই মত! মনে রেখো, প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা, কিন্তু তারা তা বোঝে না। আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মাত্র। বরং আল্লাহই তাদের সাথে উপহাস করেন। আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অহংকার ও কুমতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে।

যাদেরকে মুহাম্মদ মুনাফেক বলে পরিচয় দিয়েছেন, আমরা তাদেরকে কোণঠাসা দ্বিচারী মানুষ বলতে পারি বড়জোর! এরা ইহুদীদের মতই মুহাম্মদের নবুয়্যতের ফাঁক-ফোঁকর বুঝতে পেরেছিলেন; নিজেদেরকে মুহাম্মদের অনুসারী পরিচয় দিলেও, আদতে শেষ পর্যন্ত তারা ছিলেন স্বাধীন চিন্তার মানুষ। কোরআন এই কোণঠাসা মানুষগুলোকে নিয়ে ভয় প্রদর্শনপূর্বক মতামত দিয়েছে নিচের আয়াতে:

(৯:৪৭) তারা কসম খায় যে, আমরা বলিনি, অথচ নিঃসন্দেহে তারা বলেছে কুফরী বাক্য এবং মুসলমান হবার পর অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী হয়েছে। আর তারা কামনা করেছিল এমন বস্তুর যা তারা প্রাপ্ত হয়নি। আর এসব তারই পরিণতি ছিল যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাদেরকে সম্পদশালী করে দিয়েছিলেন নিজের অনুগ্রহের মাধ্যমে। বস্তুতঃ এরা যদি তওবা করে নেয়, তবে তাদের জন্য মঙ্গল। আর যদি তা না মানে, তবে তাদের কে আযাব দেবেন আল্লাহ তা'আলা, বেদনাদায়ক আযাব দুনিয়া ও আখেরাতে। অতএব, বিশ্বচরাচরে তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী-সমর্থক নেই।

মুহাম্মদ মাঝে মাঝেই কানকথায় প্রভাবিত হয়ে হুটহাট মত প্রকাশ করতেন, যা আবার বোধগম্যতার জায়গা থেকে পাল্টে দিতেন পরে! মূলত অনেকে

মুহাম্মদ অনুসারী তাকে কান-কথায় বিচলিত এবং প্রভাবিত করতেন প্রতিনিয়ত; এ বিষয়টি নিয়ে মুনাফেকদের ঠাট্টা ও আলোচনার বিষয়গুলো আবারও মুহাম্মদের কানে চলে আসতো, আর আল্লাও তাতে কানসর্বস্ব হয়ে কানা-কানি করে মত প্রকাশ করতেন কোরআনে:

(৯:৬১-৬৩) আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ নবীকে কষ্ট দেয়, এবং বলে, এ লোকটি তো কানসর্বস্ব। আপনি বলে দিন, কান হলেও তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য, আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে এবং বিশ্বাস রাখে মুসলমানদের কথার উপর। বস্তুতঃ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার তাদের জন্য তিনি রহমতবিশেষ। আর যারা আল্লাহর রসূলের প্রতি কুৎসা রটনা করে, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। তোমাদের সামনে আল্লাহর কসম খায় যাতে তোমাদের রাজী করতে পারে। অবশ্য তারা যদি ঈমানদার হয়ে থাকে, তবে আল্লাহকে এবং তাঁর রসূলকে রাজী করা অত্যন্ত জরুরী। তারা কি একথা জেনে নেয়নি যে, আল্লাহর সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে যে মোকাবেলা করে তার জন্যে নির্ধারিত রয়েছে দোযখ; তাতে সব সময় থাকবে। এটিই হল মহা-অপমান।

(৯:৬৫-৬৮) আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? তোমরা এখন অজুহাত দেখিয়োনা, তোমরাতো ঈমান আনার পর কুফরী করেছ, যদিও আমি তোমাদের মধ্য হতে কতককে ক্ষমা করে দিই, তবুও কতককে শাস্তি দিবই। কারণ তারা অপরাধী ছিল। মুনাফিক পুরুষ এবং মুনাফিক নারীরা সবাই এক রকম, অসৎ কর্মের শিক্ষা দেয় এবং সৎ কাজ হতে বিরত রাখে, আর নিজেদের হাতসমূহকে (আল্লাহর পথে ব্যয় করা হতে) বন্ধ করে রাখে, তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। সুতরাং তিনিও তাদেরকে ভুলে গেছেন, নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা হচ্ছে অতি অবাধ্য। আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও নারীদের এবং কাফিরদের

সাথে জাহান্নামের আগুনের অঙ্গীকার করেছেন, তাতে তারা চিরকাল থাকবে, ওটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদেরকে লানত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি।

মুহাম্মদ ও তার আল্লাহ মুনাফেকদের নিয়ে বহুবিধ আলোচনার পর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবার ঘোষণা দিয়ে শেষ মতামত প্রকাশ করলেন এইভাবে: (আল্লাহও ভালো জোকস্ করে সুসংবাদ দেন!)

(৪:১৩৮-১৩৯) মুনাফিকদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও যে, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। যারা মুমিনদেরকে পরিত্যাগ করে কাফিরদের বন্ধু রূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের নিকট সম্মান অনুসন্ধান করে? কিন্তু যাবতীয় সম্মানই আল্লাহর।

মদিনায় মক্কা থেকে আসা মুহাম্মদের অনুসারীগন জীবন ধারণের জন্য নতুন পেশা খুঁজে পেলেন **'নাখলা'** আক্রমণ দিয়ে ঠিক দ্বিতীয় বছরের মাথায়; এই আক্রমণটিকে বলা চলে অতর্কিত আক্রমণ বা দস্যুতা অথবা সহজ বাংলায় ডাকাতি! তবে এর ধারাবাহিকতা মুহাম্মদকে দ্রুত দাঁড় করাবে যুদ্ধের ময়দানে; এই যুদ্ধ যতটা হবে মুহাম্মদের প্রভাব প্রতিপত্তি এবং ক্ষমতা বিস্তারের, তার চাইতে বহুগুনে হবে যজিরাতুল আরবের মানুষদের বিরুদ্ধে!

মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ব্যবসায়িক বাণিজ্য যাত্রার নিরাপত্তা, হজ্জ ও বাৎসরিক মেলাকালীন সময়ের সহিংসতা এড়াতে আরবের প্যাগান জনগন বছরের ৪ মাস'কে যুদ্ধ, আক্রমণ, সহিংসতা মুক্ত পবিত্র বা নিষিদ্ধ মাস বলে গণ্য করতেন; সময়ের ধারাবাহিকতায় বহুপুরুষের অভিজ্ঞতায় এটি একটি প্রচলন হয়ে দাঁড়িয়েছিলো আরবে। কোনো কিছু পরিচ্ছন্ন হওয়া মানেই পবিত্র হওয়া নয়, পবিত্র শব্দটি একটি মিথ মাত্র! কোনো কিছুকে পবিত্র ভাবা আদতে একধরণের কুসংস্কারও বটে; হিন্দুদের কাছে গরুর গোরব পবিত্র কিন্তু তা কোনোভাবেই পরিচ্ছন্ন নয়! মুহাম্মদ ও তার আল্লাহ এমনই কিছু কুসংস্কার থেকে বের হতে পারেননি কখনও! মুহাম্মদের অনুসারীগন **নাখলা** আক্রমণ করেছিলেন ঠিক এমন এক তথাকথিত পবিত্র মাসের নিষিদ্ধ সময়ে; মক্কার কুরাইশ সহ পুরো যজিরাতুল আরবে একারণে মুহাম্মদের নিন্দা করে সমালোচনা হতে থাকে; এরই কোরানিক রূপ আমরা দেখতে পাই নিচের আয়াতে; আর এই আয়াতগুলোর মাধ্যমেই মুহাম্মদ পুরোপুরি মরুদস্যু হয়ে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন!

(২:২১৬-২১৭) জিহাদকে তোমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য রূপে অবধারিত করা হয়েছে এবং এটি তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর; পক্ষান্তরে তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ করছ যা তোমাদের পক্ষে বাস্তবিকই মঙ্গলজনক, পক্ষান্তরে তোমরা এমন বিষয়কে পছন্দ করছ যা তোমাদের জন্য বাস্তবিকই অনিষ্টকর এবং আল্লাহই (তোমাদের ভাল-মন্দ) অবগত আছেন এবং তোমরা অবগত নও। তারা তোমাকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বলঃ ওর মধ্যে যুদ্ধ করা অতীব অন্যায়। আর আল্লাহর পথে প্রতিরোধ করা এবং তাঁকে অবিশ্বাস করা ও পবিত্র

মাসজিদ হতে তার অধিবাসীদেরকে বহিস্কার করা আল্লাহর নিকট তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ; এবং অশান্তি সৃষ্টি হত্যা অপেক্ষা গুরুতর এবং যদি তারা সক্ষম হয় তাহলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম হতে ফিরাতে না পারা পর্যন্ত নিবৃত্ত হবেনা; আর তোমাদের মধ্যকার কেহ যদি স্বধর্ম হতে ফিরে যায় এবং ঐ কাফির অবস্থায়ই তার মৃত্যু ঘটে তাহলে তার ইহকাল ও পরকাল সংক্রান্ত সমস্ত সাধনাই ব্যর্থ হয়ে যাবে; তারাই অগ্নির অধিবাসী এবং তারই মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

কাকতালীয় ভাবে মুহাম্মদ **বদরের যুদ্ধে** তার জীবনের সবচেয়ে বড় লটারী জয় করে ফেলেন! আবু সুফিয়ান (মুহাম্মদের প্রায় সমবয়স্ক, দূর সম্পর্কের চাচাতো ভাই) পুরো মক্কার বানিজ্য সামগ্রী এবং টাকা-পয়সা নিয়ে সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে ফিরছিলেন; মুহাম্মদের কাছে এ সংবাদ পৌছালে তিনি তা হস্তগত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে মদিনা থেকে রওনা দেন; বুদ্ধিমান আবু-সুফিয়ানও এবিষয়ে অবগত হয়ে মক্কা থেকে সাহায্য চেয়ে পাঠান। আবু সুফিয়ানের দল বিকল্প রাস্তায় নিরাপদে মক্কায় পৌছাতে পারলেও, মাত্র ৩১৩ জন সহযোগী নিয়ে ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া মুহাম্মদ মুখোমুখি হন ১০০০ জনের মক্কান সেনাবাহিনীর(দ্বিতীয় দল) সামনে! বহুবিধ কারণে (অন্য কোনোদিন বললো সেসব) মুহাম্মদ জয়লাভ করেন এবং মক্কার মূল নেতৃত্বদানকারী প্রধান মানুষদের হত্যা করে পুরো যযিরাতুল আরবে এক অবিশ্বাস্য ত্রাসের সৃষ্টি করেন। বদর যুদ্ধ পরবর্তী কোরআনের আয়াতগুলোতে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন মুহাম্মদের আল্লাহ:

(৮:২-১৯) যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ার দেগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে। যারা নামায সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং আমি যা কিছু তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে, এরাই সত্যিকারের ঈমানদার, এদের জন্য রয়েছে তাদের রবের

সন্নিধানে উচ্চ পদসমূহ, আরও রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। যেমন করে তোমাকে তোমার প্রতিপালক ঘর থেকে বের করেছেন ন্যায় ও সৎকাজের জন্য, অথচ ঈমানদারদের একটি দল (তাতে) সম্মত ছিল না। সেই যথার্থ বিষয় প্রকাশ হওয়ার পরও ওতে তারা তোমার সাথে এরূপ বিবাদ করছিল যেন কেহ তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর তারা তা প্রত্যক্ষ করছে। স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে দুটি দলের মধ্য হতে একটি সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, একটি তোমরা পাবে, তোমরা এই আশা করেছিলে যেন নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তে এসে পড়ে, আর আল্লাহর ইচ্ছা ছিল এই যে, তিনি স্বীয় নির্দেশাবলী দ্বারা সত্যকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করেন এবং কাফিরদেরকে নির্মূল করেন। যাতে তিনি সত্যকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন আর মিথ্যেকে মিথ্যে প্রমাণিত করেন, যদিও তা পাপীদের কাছে পছন্দনীয় নয়। স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছিলে তখন তিনি তোমাদেরকে জবাব দিলেন, 'আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করব যারা পর পর আসবে।' আল্লাহ এটা করেছিলেন শুভ সংবাদ হিসাবে এবং যাতে তোমাদের চিত্ত আশ্বস্ত হয়। বস্তুতঃ সাহায্যতো শুধু আল্লাহর তরফ থেকেই হয়ে থাকে। আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। যখন তিনি (আল্লাহ) তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন, আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, (উদ্দেশ্য ছিল) তোমাদেরকে এর দ্বারা পবিত্র করবেন এবং তোমাদের হতে শাইতানের কু-মন্ত্রনা দূর করবেন, আর তোমাদের হৃদয়কে সুদৃঢ় করবেন এবং তোমাদের পা স্থির ও প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। যখন তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দান করেন ফেরেশতাদিগকে যে, আমি সাথে রয়েছি তোমাদের, সুতরাং তোমরা মুসলমানদের চিত্তসমূহকে ধীরস্থির করে রাখ। আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেব। কাজেই গর্দানের উপর আঘাত হান এবং তাদেরকে কাট জোড়ায় জোড়ায়। যেহেতু তারা অবাধ্য হয়েছে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের, সেজন্য এই নির্দেশ। বস্তুতঃ যে লোক আল্লাহ ও রসূলের অবাধ্য হয়, নিঃসন্দেহে আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। এটাই তোমাদের শাস্তি, অতএব তার স্বাদ

গ্রহণ কর, কাফিরদের জন্য আছে আগুনের (জাহান্নামের) শাস্তি। হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কাফেরদের সাথে মুখোমুখী হবে, তখন পশ্চাদপসরণ করবে না। আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাদপসরণ করবে, অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত অন্যরা আল্লাহর গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হল জাহান্নাম। বস্তুতঃ সেটা হল নিকৃষ্ট অবস্থান। সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর তুমি মাটির মুষ্ঠি নিক্ষেপ করনি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলে, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ স্বয়ং যেন ঈমানদারদের প্রতি এহসান করতে পারেন যথার্থভাবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ শ্রবণকারী; পরিজ্ঞাত। আর এমনিভাবেই আল্লাহ কাফিরদের চক্রান্ত দুর্বল ও নস্যাৎ করে থাকেন। (হে কাফিরেরা!) তোমরা যদি মীমাংসা কামনা কর, তাহলে তোমাদের নিকট মীমাংসা পৌছে গেছে। আর যদি তোমরা প্রত্যাবর্তন কর, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমরা যদি তাই কর, তবে আমি ও তেমনি করব। বস্তুতঃ তোমাদের কোনই কাজে আসবে না তোমাদের দল-বল, তা যত বেশীই হোক। জেনে রেখ আল্লাহ রয়েছেন ঈমানদারদের সাথে।

যুদ্ধ পরবর্তী মক্কার কুরাইশ পক্ষের ফেলে যাওয়া ও দখলকৃত সম্পদের মধ্যে থেকে মুহাম্মদ ২০ ভাগ নিজের জন্য বরাদ্দ রাখার প্রথা চালু করেন, এই ভাবনা তার মাথায় ছিলো নাখলা আক্রমণের সময়কাল থেকেই; মুহাম্মদ **'গনিমত'** নামে তা বৈধ করেন!

(৮:৪১) আর এ কথাও জেনে রাখ যে, কোন বস্তু-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনীমত হিসাবে পাবে, তার এক পঞ্চমাংশ হল আল্লাহর জন্য, রসূলের জন্য, তাঁর নিকটাত্নীয়-স্বজনের জন্য এবং এতীম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য; যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহর উপর এবং সে বিষয়ের উপর যা আমি আমার

বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফয়সালার দিনে, যেদিন সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনাদল। আর আল্লাহ সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল।

বদর যুদ্ধ জয়ের পর থেকেই ভবিষ্যত সফলতার সুলুক-সন্ধান পেয়ে যান মুহাম্মদ; তিনি বুঝতে পারেন পুরো আরবের শাসনভার নিজের হাতে নিতে গেলে শক্তি প্রদর্শন ছাড়া সহজ কোনো রাস্তা নেই, একারণে তার অনুসারীদের তিনি সুদৃঢ় থাকবার, আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবার, তার নির্দেশ মান্য করবার এবং বিবাদে লিপ্ত না হবার পরামর্শ দেন। যুদ্ধনীতিতে মুহাম্মদ এতটাই প্রবলভাবে ডুবে যান যে তার হাতে বন্দী চাচা, ভাই, মেয়ে জামাই, ও আত্মীয়-স্বজনকেও হত্যার হুকুম দিতে বুক কেপে ওঠেনা একবারও!

(৮:৪৫-৫০) হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার। আর আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন ধৈর্য্যশীলদের সাথে। আর তাদের মত হয়ে যেয়ো না, যারা বেরিয়েছে নিজেদের অবস্থান থেকে গর্বিতভাবে এবং লোকদেরকে দেখাবার উদ্দেশে। আর আল্লাহর পথে তারা বাধা দান করত। বস্তুতঃ আল্লাহর আয়ত্বে রয়েছে সে সমস্ত বিষয় যা তারা করে। স্মরণ কর, যখন শাইতান তাদের কার্যাবলীকে তাদের দৃষ্টিতে খুব চাকচিক্যময় ও শোভনীয় করে দেখাচ্ছিল, সে গর্বভরে বলেছিলঃ কোন মানুষই আজ তোমাদের উপর বিজয় লাভ করতে পারবেনা, আমি সাহায্যার্থে তোমাদের নিকটই থাকব। কিন্তু উভয় বাহিনীর মধ্যে যখন প্রত্যক্ষ যুদ্ধ শুরু হল তখন সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে সরে পড়ল এবং বললঃ আমি তোমাদের বিষয়ে দায়িত্ব মুক্ত, আমি যা দেখেছি তোমরা তা দেখনা, আমি আল্লাহকে ভয় করি,

আর আল্লাহ শাস্তি দানে খুবই কঠোর। যখন মোনাফেকরা বলতে লাগল এবং যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত, এরা নিজেদের ধর্মের উপর গর্বিত। বস্তুতঃ যারা ভরসা করে আল্লাহর উপর, সে নিশ্চিন্ত, কেননা আল্লাহ অতি পরাক্রমশীল, সুবিজ্ঞ। তুমি যদি দেখতে যখন ফেরেশতারা কাফিরদের প্রাণবায়ু নির্গত করছে তখন তাদের মুখে আর পিঠে প্রহার করছে আর বলছে অগ্নিতে দগ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা ভোগ কর।

(৮:৬৭-৬৯) কোন নাবীর পক্ষে তখন পর্যন্ত বন্দী (জীবিত) রাখা শোভা পায়না, যতক্ষণ পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠ (দেশ) হতে শত্রু বাহিনী নির্মূল না হয়, তোমরা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সম্পদ কামনা করছ, অথচ আল্লাহ চান তোমাদের পরকালের কল্যাণ, আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহর লিপি পূর্বেই লিখিত না হলে তোমরা যা কিছু গ্রহণ করেছ তজ্জন্য তোমাদের উপর কঠিন শাস্তি আপতিত হত। সুতরাং যুদ্ধে তোমরা যা কিছু গণীমাত রূপে লাভ করেছ তা হালাল ও পবিত্র রূপে ভোগ কর, আর আল্লাহকে ভয় কর, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

মক্কা থেকে মদিনা গমনের সময় মুহাম্মদের অনুসারীর সংখ্যা ছিলো বড়জোর (৩০০) তিনশ (১৪০০ বছরের ইসলামের ইতিহাসে এ সংখ্যাকে বলা হয় বড়জোর ১৫০ জন! কিন্তু হিসাবটি চরমভাবে ভুল; কেনো তার কারণ ব্যাখ্যা করবো অন্য কোনো সময়); মদিনার প্রথম দুই বছরে তার নতুন মদিনাবাসী অনুসারী দাঁড়ায় আরও প্রায় (৩০০) তিনশ। মাত্র ৬০০ অনুসারী নিয়ে মুহাম্মদ করে ফেলেন এক চরম পরিকল্পনা, বদর যুদ্ধ জয় মুহাম্মদকে এতটাই সাহসী করে তোলে যার ফলশ্রুতিতে আগামী আট বছরের মধ্যে ৬০০ থেকে তার অনুসারী তৈরি হয় প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার! মুহাম্মদের এই জয়ের পেছনে ছিলো গল্প, ত্রাস আর তলোয়ারের শক্তি!

(২:১৯০-১৯৫) তোমরা আল্লাহর পথে সেই লোকেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, কিন্তু সীমা অতিক্রম করো না। আল্লাহ নিশ্চয়ই সীমা

অতিক্রমকারীকে ভালবাসেন না। তাদেরকে যেখানেই পাও, হত্যা কর এবং তারা তোমাদেরকে যেখান হতে বহিস্কার করেছে তোমরাও তাদেরকে সেখান হতে বহিস্কার কর এবং হত্যা অপেক্ষা অশান্তি (ফিতনা) গুরুতর এবং তোমরা তাদের সাথে পবিত্রতম মাসজিদের নিকট যুদ্ধ করনা, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদের সাথে তন্মধ্যে যুদ্ধ করে; কিন্তু যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তোমরাও তাদেরকে হত্যা কর; অবিশ্বাসীদের জন্য এটাই প্রতিফল। অতঃপর যদি নিবৃত্ত হয় তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। ফিতনা দূর হয়ে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর; অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয় তাহলে অত্যাচারীদের উপর ব্যতীত শত্রুতা নেই। নিষিদ্ধ মাসের পরিবর্তে নিষিদ্ধ মাস ও সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয় পরস্পর সমান; অতঃপর যে কেহ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করে, তাহলে সে তোমাদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করবে তোমরাও তার প্রতি সেরূপ অত্যাচার কর এবং আল্লাহকে ভয় কর ও জেনে রেখ যে, আল্লাহ সংযমশীলদের সঙ্গী। আর ব্যয় কর আল্লাহর পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন।

জয়ী মুহাম্মদ মদিনায় ফিরলেন, ফিরেই নিজের দ্বিতীয় কন্যার মৃত্যু সংবাদ পেলেন; কবরের পাশে বসে কাঁদলেন কিছুক্ষন! কিন্তু একই সাথে কোমল আর পাথর পাষাণ হৃদয়ের মুহাম্মদ কবর থেকে উঠে এসে চিন্তা করলেন, মদিনায় তিনি হয়ে উঠবেন একক ক্ষমতাধর শাসক; একারণে প্রথমে তাকে বিতাড়িত করতে হবে এখানকার ইহুদীদের!

নিয়ন্ত্রণ ও বহিস্কার

মদিনার তিনটি ইহুদী গোত্রের মধ্যে **'বানু কাইনুকা'** ছিলো স্বর্ণকার গোত্র। বদর যুদ্ধের কিছুদিন পরেই তাদের বাজারে একজন মুসলিম নারীর সাথে এক দোকান কর্মচারীর অসভ্যতা থেকে ঘটনার শুরু। গহনার জন্য অপেক্ষার সময় ঐ কর্মচারী মুসলিম মেয়েটির পোশাকে পেরেক মেরে চেয়ারের সাথে আটকে দেয়, উঠতে গিয়ে তার জামা ছিঁড়ে যায়। এক মুসলিম পথচারী এটা দেখে ক্ষেপে গিয়ে ঐ কর্মচারীকে হত্যা করে, ঐ কর্মচারী পক্ষের লোকেরা ঐ মুসলিমকেও হত্যা করে। এখান থেকে শুরু হয় দ্বন্দ্ব। মুহাম্মদ তার দলবল নিয়ে অবরোধের মাধ্যমে তাদের বসবাসস্থান দখল করেন ও মদিনা থেকে বিতাড়িত করেন, তাদের সমস্ত সম্পত্তি গণিমতের মাল হিসেবে মুসলিমরা ভাগ করে নেয়। মুহাম্মদ নিজের জন্য মোট গনিমতের পাঁচ ভাগের একভাগ রাখেন। বদর জয় এবং 'বানু কাইনুকা' গোত্র বিতাড়নের মাধ্যমে মুসলিমদের অভাবী অবস্থা কেটে যাওয়া শুরু হয়।

(৩:১২-১৩) কাফেরদিগকে বলে দিন, খুব শিগগীরই তোমরা পরাভূত হয়ে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নীত হবে-সেটা কতই না নিকৃষ্টতম অবস্থান। তোমাদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন আছে সেই দুদল সৈন্যের মধ্যে যারা পরস্পর প্রতিদ্বন্দীরূপে দাঁড়িয়েছিল (বদর প্রান্তরে)। একদল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছিল এবং অপরদল ছিল কাফির, কাফিররা মুসলিমদেরকে প্রকাশ্য চোখে দ্বিগুণ দেখছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে স্বীয় সাহায্যের দ্বারা শক্তিশালী করে থাকেন, নিশ্চয়ই এতে দৃষ্টিমানদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।

মুহাম্মদ 'বানু কাইনুকা' গোত্রের সকলকেই হত্যা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাদের সাথে যুগের পর যুগ বসবাস করা নাম-কা-ওয়াস্তে মুসলিম হওয়া

মুনাফেকদের দাবীর কারণে সেটি করা হয়ে ওঠেনা আর। মুহাম্মদের মানবিকতার বিচারক আল্লাহ হেরে যান গুটিকয়েক তথাকথিত খারাপ ভণ্ড মুনাফেক নামক মানবিক মানুষের কাছে। কোরআনে তার প্রকাশ দেখা যাবে নিচেই:

(৫:৫১-৫৪) হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা, তারা পরস্পর বন্ধু; আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে নিশ্চয়ই সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেননা। যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তুমি তাদেরকে দেখবে তারা তাদের (অর্থাৎ ইয়াহূদী, নাসারা মুশরিকদের) দৌড়ে গিয়ে বলবে, আমাদের ভয় হয় আমরা বিপদের চক্করে পড়ে না যাই। হয়তো আল্লাহ বিজয় দান করবেন কিংবা নিজের পক্ষ হতে এমন কিছু দিবেন যাতে তারা তাদের অন্তরে যা লুকিয়ে রেখেছিল তার কারণে লজ্জিত হবে। আর মুসলিমরা বলবেঃ আরে! এরাই নাকি তারা, যারা অতি দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর নামে শপথ করত, আমরা তোমাদের সাথেই আছি? এদের সমস্ত কাজই ব্যর্থ হয়ে গেছে, ফলে তারা অকৃতকার্য হয়ে রইল। হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম হতে বিচ্যুত হবে, (এতে ইসলামের কোন ক্ষতি নেই, কেননা) আল্লাহ সত্ত্বরই (তাদের স্থলে) এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালবাসবে, তারা মুসলিমদের প্রতি মেহেরবান থাকবে, কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে আর তারা কোন নিন্দুকের নিন্দার পরওয়া করবেনা; এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তা তিনি যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন; বস্তুতঃ আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।

মদিনার তিনটি ইহুদী গোত্রকেই ক্রমশ বিতাড়িত করবেন মুহাম্মদ, সবার ভাগ্য ‘বানু কাইনুকা’র মত মৃত্যুহীন হবে না অবশ্য; তবে তার আগে মুহাম্মদের জন্য অপেক্ষা করছে একটি পরাজয়ের গল্প!

একটি পরাজয় প্রতিযুদ্ধ

কান্না আর শোক উপেক্ষা করে প্রতিশোধে অগ্রগামী হয়ে উঠলেন আবু সুফিয়ান; তিনিই এখন মক্কার কুরাইশদের প্রতিনিধিত্ব করেন; বানিজ্যযাত্রার সকল লভ্যাংশ তার কাছে জমা দিলো সবাই, সমবেত চেষ্টায় ৩ হাজার সেনাবাহিনী একত্রে করা গেলো!

মুহাম্মদ ১ হাজার জনের সমবেত দল নিয়ে মদিনার অদূরের উহুদ প্রান্তে রওনা দিলেন, পথিমধ্যে মুনাফেকদের ৩০০ জন আলাদা হয়ে মদিনায় ফিরে গেলো! ৭০০ জনের দল নিয়েও কেবলমাত্র অনুসারীদের কৌশলগত ভুলে হেরে গেলেন তিনি; কোরআন এসবের ব্যাখ্যা দিলো নিজস্ব ভঙ্গিতে!

(৩:১২১-১২৯) (স্মরণ কর) যখন তুমি বিশ্বাসীদেরকে যুদ্ধার্থে যথাস্থানে সংস্থাপিত করার জন্য প্রভাতে স্বীয় পরিজন হতে বের হয়েছিলে এবং আল্লাহ সব কিছু শ্রবণ করেন ও জানেন। যখন তোমাদের দুটি দল সাহস হারাবার উপক্রম হলো, অথচ আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী ছিলেন, আর আল্লাহর উপরই ভরসা করা মুমিনদের উচিত। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছিলেন এবং তোমরা দুর্বল ছিলে; অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও। যখন মুমিনদেরকে বলেছিলেনঃ এটা কি তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক তিন সহস্র ফেরেশতা প্রেরণ করে তোমাদের সাহায্য করবেন? বরং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও সংযমী হও এবং তারা যদি স্বেচ্ছায় তোমাদের উপর নিপতিত হয় তাহলে তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ সহস্র বিশিষ্ট ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। আর আল্লাহ এই সাহায্য শুধু এ জন্যই করেছেন যেন

তোমাদের জন্য সুসংবাদ হয় এবং তোমাদের অন্তরে শান্তি আসে। আর সাহায্য শুধু আল্লাহর পক্ষ হতেই হয়ে থাকে, যিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। যাতে তিনি কাফিরদের একটি অংশকে নিশ্চিহ্ন করেন অথবা তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন। ফলে তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে। এ ব্যাপারে তোমার কোনই করণীয় নেই, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন অথবা শাস্তি প্রদান করেন; নিশ্চয়ই তারা অত্যাচারী। আকাশসমূহে ও ভূমন্ডলে যা কিছুই আছে সেসব আল্লাহরই, তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছে শাস্তি প্রদান করেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(৩:১৪০-১৪১) তোমরা যদি আহত (উহুদ যুদ্ধে) হয়ে থাক, তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে। আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এভাবে আল্লাহ জানতে চান কারা ঈমানদার আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না। আর এ কারণে আল্লাহ ঈমানদারদেরকে পাক-সাফ করতে চান এবং কাফেরদেরকে ধবংস করে দিতে চান।

মুহাম্মদ যুদ্ধে আহত হলেন, হারালেন তার প্রিয় চাচা হামজা'কে; তার অনুসারীরা অনেকেই পালালেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে! অনেকেই মুহাম্মদকে মৃত ভেবে পশ্চাৎপদে ত্যাগ করলেন উহুদ/ওহুদের ময়দান:

(৩:১৪২-১৪৫) তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্য্যশীল। আর তোমরা তো মৃত্যু আসার আগেই মরণ কামনা করতে, কাজেই এখন তো তোমরা তা চোখের সামনে উপস্থিত দেখতে পাচ্ছ। এবং মুহাম্মাদ রাসূল ব্যতীত কিছুই নয়, নিশ্চয়ই তার পূর্বে রাসূলগণ বিগত হয়েছে, অনন্তর যদি তার মৃত্যু হয় অথবা সে নিহত হয় তাহলে কি তোমরা পশ্চাদপদে ফিরে যাবে? এবং যে কেহ পশ্চাদপদে ফিরে যায় তাতে সে আল্লাহর কোনই অনিষ্ট করবেনা এবং আল্লাহ কৃতজ্ঞগণকে

পুরস্কার প্রদান করেন। আর আল্লাহর আদেশে লিপিবদ্ধ নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত কেহই মৃত্যুমুখে পতিত হয়না; এবং যে কেহ ইহলোকের প্রতিদান কামনা করে, আমি তাকে তা দুনিয়ায় প্রদান করে থাকি; পক্ষান্তরে যে লোক আখিরাতে বিনিময় কামনা করে আমি তাকে তা প্রদান করব এবং আমি কৃতজ্ঞগণকে অচিরেই পুরস্কার প্রদান করব।

মনোবল ভেঙ্গে পড়া অনুসারীদের তিনি পূনরায় পুরো আরব জাহান জয়ের স্বপ্ন দেখাতে শুরু করলেন; এবং সাহস দিলেন তারা সবার মনে ভীতির সঞ্চার করতে পারবেন:

(৩:১৪৯-১৫১) হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা কাফিরদের আনুগত্য কর তাহলে তারা তোমাদেরকে পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, তখন তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। বরং আল্লাহ্ই তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী। খুব শীঘ্রই আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করবো। কারণ, ওরা আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে যে সম্পর্কে কোন সনদ অবতীর্ণ করা হয়নি। আর ওদের ঠিকানা হলো দোযখের আগুন। বস্তুতঃ জালেমদের ঠিকানা অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

উহুদের পরাজয়ে মুহাম্মদের নবীত্ব নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয় মদিনার অলিতে গলিতে! মুহাম্মদ তার স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তায় এসবের দায়ভার চাপিয়ে দিলেন তার অনুসারীদের পার্থিব লোভ-লালসার ওপর:

(৩:১৫২-১৫৩) (উহুদের রণক্ষেত্রে) আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় ওয়াদা সঠিকরূপে দেখালেন, যখন তোমরা আল্লাহর নির্দেশে কাফিরদেরকে নিপাত করছিলে, অতঃপর যখন তোমরা নিজেরাই (পার্থিব লাভের বশে) দুর্বল হয়ে গেলে এবং (নেতার) হুকুম সম্বন্ধে মতভেদ করলে এবং তোমাদেরকে তোমাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু দেখানোর পর তোমরা অবাধ্য হলে, তোমাদের কেউ কেউ দুনিয়ার প্রত্যাশী হলে এবং কেউ কেউ

পরকাল চাইলে, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে শত্রুদের হতে ফিরিয়ে দিলেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য, আল্লাহ অবশ্য তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন, বস্তুতঃ আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল। (স্মরণ কর) যখন তোমরা উঁচু জমির দিকে উঠছিলে এবং কারও দিকে ফিরে তাকানোর মত হুঁশটুকু তোমাদের ছিল না এবং রসূল তোমাদের পশ্চাতে থেকে তোমাদেরকে ডাকছিল। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্টের উপর কষ্ট প্রদান করলেন, যাতে তোমরা যা হারিয়েছ অথবা তোমাদের উপর যে বিপদ এসেছে (তার কারণ উপলব্ধি করার পর ভবিষ্যতে) তার জন্য দুঃখিত না হও, বস্তুতঃ তোমরা যা-ই কর আল্লাহ সে ব্যাপারে বিশেষভাবে অবহিত।

মুহাম্মদ তার সাথে উহুদ যুদ্ধে না যাওয়া মুনাফেকদের তাচ্ছিল্য করে আল্লার রাস্তায় জিহাদ করা এবং শহীদ হওয়াকে সবকিছুর চেয়ে উত্তম বলে মতামত দিলেন:

(৩:১৫৬-১৫৭) হে ঈমাণদারগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা কাফের হয়েছে এবং নিজেদের ভাই বন্ধুরা যখন কোন অভিযানে বের হয় কিংবা জেহাদে যায়, তখন তাদের সম্পর্কে বলে, তারা যদি আমাদের সাথে থাকতো, তাহলে মরতোও না আহতও হতো না। যাতে তারা এ ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের মনে অনুতাপ সৃষ্টি করতে পারে। অথচ আল্লাহই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তোমাদের সমস্ত কাজই, তোমরা যা কিছুই কর না কেন, আল্লাহ সবকিছুই দেখেন। আর তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ কর, তোমরা যা কিছু সংগ্রহ করে থাক আল্লাহ তাআলার ক্ষমা ও করুণা সে সবকিছুর চেয়ে উত্তম।

মুসলিম হওয়ার বড় শর্ত, খুশী মনে পরীক্ষায় অংশগ্রহন ও প্রাণ ত্যাগ করা; মুহাম্মদ শেখালেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সকল কিছুর মায়া ছেড়ে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশকে মান্য করাই তাদের প্রধান কাজ:

(৩:১৬৫-১৭৪) হ্যাঁ, যখন তোমাদের উপর বিপদ উপস্থিত হল, বস্তুতঃ তোমরাও তাদের প্রতি তদনুরূপ দু'বার বিপদ উপস্থিত করেছিলে, তোমরা বলেছিলেঃ এটা কোথা হতে হল? তুমি বলঃ ওটা তোমাদের নিজেদেরই নিকট হতে; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়োপরি শক্তিমান। এই দুই দলের সম্মুখীন হওয়ার দিনে তোমাদের উপর যা আপতিত হয়েছিল তা আল্লাহরই ইচ্ছাক্রমে; এবং তদ্দারা আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে পরীক্ষা করেন। আর তদ্দারা তিনি মুনাফিকদেরকে পরিচিত করেন; এবং তাদেরকে বলা হয়েছিলঃ এসো, আল্লাহর পথে সংগ্রাম কর অথবা শত্রুদেরকে প্রতিহত কর; তারা বলেছিলঃ যদি আমরা জানতাম যে, লড়াই হবে তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদের অনুগমন করতাম। তারা সেদিন বিশ্বাস অপেক্ষা অবিশ্বাসের নিকটবর্তী ছিল; তাদের অন্তরে যা নেই তাই তারা মুখে বলে থাকে; তারা যে বিষয় গোপন করে আল্লাহ তা জ্ঞাত আছেন। ওরা তারা, যারা গৃহে বসে স্বীয় নিহত ভাইদের সম্বন্ধে বলেঃ যদি তারা আমাদের কথা মান্য করত তাহলে নিহত হতনা; তুমি বলঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে নিজেদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা কর। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনও মৃত মনে করনা; বরং তারা জীবিত, তারা তাদের রাব্ব হতে জীবিকা প্রাপ্ত। আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ হতে যা দান করেছেন তাতেই তারা পরিতুষ্ট; এবং তাদের ভাইয়েরা যারা এখনো তাদের সাথে সম্মিলিত হয়নি তাদের এই অবস্থার প্রতিও তারা সন্তুষ্ট হয় যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবেনা। আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের জন্যে তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এভাবে যে, আল্লাহ, ঈমানদারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না। যারা আঘাত পাওয়ার পরেও আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশকে মান্য করেছে তাদের মধ্যে যারা সৎ কাজ করেছে ও সংযত হয়েছে তাদের জন্য রয়েছে মহান প্রতিদান। যাদেরকে লোকেরা বলেছিলঃ নিশ্চয়ই তোমাদের বিরুদ্ধে সেই সব লোক সমবেত হয়েছে; অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় কর; কিন্তু এতে তাদের বিশ্বাস পরিবর্ধিত হয়েছিল এবং তারা বলেছিলঃ আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি মঙ্গলময়, কর্মবিধায়ক। অনন্তর তারা আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পদসহ প্রত্যাবর্তীত হয়েছিল,

তাদেরকে অমঙ্গল স্পর্শ করেনি এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছিল; আর আল্লাহর অনুগ্রহ অতি ব্যাপক।

সকল অবিশ্বাসীদের মুহাম্মদ শয়তানের সাথে তুলনা করলেন, তার অনুসারীদের বিষন্ন হতে নিষেধ করে অবিশ্বাসীদের জন্য অপমানকর শাস্তির ঘোষণা দিলেন:

(৩:১৭৫-১৭৮) এরা যে রয়েছে, এরাই হলো শয়তান, এরা নিজেদের বন্ধুদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না। আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তবে আমাকে ভয় কর। আর যারা অবিশ্বাসে তৎপর, তুমি তাদের জন্য বিষন্ন হয়োনা; বস্তুতঃ তারা আল্লাহর কোন অনিষ্ট করতে পারবেনা; আল্লাহ তাদের জন্য আখিরাতে কোন কল্যাণ ইচ্ছা করেননা এবং তাদেরই জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে। নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাসের পরিবর্তে অবিশ্বাস ক্রয় করেছে তারা আল্লাহর কোনই অনিষ্ট করতে পারবেনা এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। অবিশ্বাসীরা যেন এ ধারণা না করে যে, আমি তাদেরকে যে অবকাশ দিয়েছি তা তাদের জীবনের জন্য কল্যাণকর; তারা স্বীয় পাপ বর্ধিত করবে এ জন্যই আমি তাদেরকে অবকাশ প্রদান করি; এবং তাদের জন্য অপমানকর শাস্তি রয়েছে।

ঘুরে দাঁড়ালেন মুহাম্মদ, ৫৬ বছরের অভিজ্ঞতায় উহুদের পরাজয়কে নিজের সবচেয়ে বড় শক্তিতে রূপান্তরিত করলেন তিনি; কৌশল আর অস্ত্র নিয়ন্ত্রনের চুড়ান্ত অবস্থা সৃষ্টি করে দ্রুত দখল করে নিলেন ৭৫ ভাগ মদিনা আর যজিরাতুল আরব!

একনায়কের ক্ষমতা

মদিনার বাইরের দিকে বসবাসকারী গোত্র **"বানু নাদির/নাদের"**। তাদের মূল ব্যবসা ছিলো খেজুর উৎপাদন। একটি সংঘর্ষে মুসলিম ও এই ইহুদী গোত্রের উভয়পক্ষের লোকজনের দ্বারা অন্য গোত্রের দুইজনের খুন হওয়ার বিষয় নিয়ে ঘটনার সূত্রপাত। বানু নাদের গোত্রের লোকজন আলোচনা করার জন্য সময় নেয়। এসময়ে মুহাম্মদের কল্পনার জীব্রাঈল(!) খবর দেয়, বানু নাদেরের লোকরা বাড়ির ছাদ থেকে পাথর ফেলে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। মুহাম্মদ বানু নাদেরের লোকজনের সাথে কোনো কথা না বলে, নিজ এলাকায় ফিরে এসে সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ ও অবরোধ করেন; এসময়ে বানু নাদেরের খাদ্য সরবরাহের উৎস খেজুর গাছগুলি জ্বালিয়ে দেয় মুহাম্মদের অনুসারীরা। অবরোধের ১৪ দিনের মাথায় তারা আত্মসমর্পণ করে। তাদেরকে মদিনা থেকে বিতাড়িত করা হয় ও শর্ত দেয়া হয়, তারা তাদের গায়ে এবং উঠের পিঠে যতটুকু বোঝাই করা যায় তার চেয়ে বেশি কিছু সঙ্গে নিতে পারবেন না।

(৫৯:২-৬) কিতাবধারীদের অন্তর্ভুক্ত কাফিরদেরকে আক্রমণের প্রথম ধাপেই তিনিই তাদের বাড়ী থেকে বের করে দিলেন। তোমরা ধারণাও করনি যে, তারা বের হবে। আর তারা মনে করেছিল যে, তাদের দূর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ('র কবল) থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে এমন দিক থেকে পাকড়াও করলেন যা তারা ভাবতেও পারেনি। তিনি তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করলেন। তারা তাদের নিজেদের হাত দিয়েই নিজেদের ঘরবাড়ী ধ্বংস করল, আর মুমিনদের হাতেও (ধ্বংস করাল)। অতএব হে দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষেরা! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। আল্লাহ যদি তাদের জন্য নির্বাসন না লিখে দিতেন, তাহলে তিনি তাদেরকে দুনিয়াতেই অবশ্য অবশ্যই (অন্য) শাস্তি দিতেন, পরকালে তো তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি আছেই।

এর কারণ এই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রবল বিরোধিতা করেছে; আর যে-ই আল্লাহর বিরোধিতা করবে, আল্লাহ তাকে শাস্তিদানে বড়ই কঠোর। তোমরা খেজুরের যে গাছগুলো কেটেছ আর যেগুলোকে তাদের মূলকান্ডের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছ, তা আল্লাহর অনুমতিক্রমেই (করেছ)। আর (এ অনুমতি আল্লাহ এজন্য দিয়েছেন) যেন তিনি পাপাচারীদেরকে অপমানিত করেন। আল্লাহ তাঁর রসূলকে তাদের কাছ থেকে যে ফায় (বিনা যুদ্ধে পাওয়া সম্পদ) দিয়েছেন তার জন্য তোমরা ঘোড়াও দৌড়াওনি, আর উটেও চড়নি, বরং আল্লাহ তাঁর রসূলগণকে যার উপর ইচ্ছে আধিপত্য দান করেন; আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

বিতাড়িত দুই ইহুদী গোত্র পিতৃভিটা হারানোর জ্বালায় ভুগতে থাকে অনবরত; এইসাথে খাইবারের কিছু ইহুদী এবং তাদের কিছু অংশ যোগ দেয় **"গাতাফান গোত্র"** ও মক্কার কুরাইশদের সাথে। সরাসরি তিন বাহিনী এবং মুহাম্মদের ছোটখাট আক্রমণের চাপে থাকা হিযাযের মানুষ মিলে তৈরি করে ১০ হাজার জনের বড় একটি দল! মূল উদ্দেশ্য যেকোনো ভাবেই হোক মুহাম্মদের হাত থেকে হিযাযের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনা!

মুহাম্মদ মদিনায় টিকে থাকা একমাত্র ইহুদী গোত্রটিকে শহরের দক্ষিন দিকের প্রবেশের দূর্গম ছোট একমাত্র পথের দিকে নজর রাখার দায়িত্ব দিয়ে, পুরো উত্তর পাশে খনন করেন লম্বা এক পরিখা! মদিনা এমনিতেই তিনদিক দিয়ে পাহাড় আর লাভাক্ষেত্রে সুরক্ষিত একটি শহর; ক্রমাগত ২০ দিনের চেষ্টার পরেও পরিখা আর বৈরী আবহাওয়ার কারণে মক্কার কুরাইশ পরিচালিত তিন বাহিনী মদিনা আক্রমনে ব্যর্থ হয়; সামান্য কিছু ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া বিনাযুদ্ধে জয়লাভ করে মুহাম্মদের বাহিনী!

(৩৩:৯-১৬) হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্চাবায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যাদেরকে তোমরা

দেখতে না। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন। যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চ ভূমি ও নিম্নভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল, প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করছিলে। সে সময়ে মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল। এবং যখন মুনাফিক ও যাদের অন্তরে রোগ ছিল তারা বলছিল, আমাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ ও রসূলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ নয়। এবং যখন তাদের একদল বলেছিল, হে ইয়াসরেববাসী, এটা টিকবার মত জায়গা নয়, তোমরা ফিরে চল। তাদেরই একদল নবীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বলেছিল, আমাদের বাড়ী-ঘর খালি, অথচ সেগুলো খালি ছিল না, পলায়ন করাই ছিল তাদের ইচ্ছা। যদি শত্রুপক্ষ চতুর্দিক থেকে নগরে প্রবেশ করে তাদের সাথে মিলিত হত, অতঃপর বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করত, তবে তারা অবশ্যই বিদ্রোহ করত এবং তারা মোটেই বিলম্ব করত না। অথচ তারা পূর্বে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহর অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। বলুন! তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পলায়ন কর, তবে এ পলায়ন তোমাদের কাজে আসবে না। তখন তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে।

মদিনায় টিকে থাকা একমাত্র ইহুদী গোত্র **"বানু কুরাইযা"**র অবস্থান ছিলো শহরের শেষমাথায় (দক্ষিন পাশে)। তাদের সাহায্য পেলে কুরাইশদের পক্ষে সম্ভব হত পরিখার যুদ্ধের সময়ে শহরে ঢোকা। কুরাইশরা তাদের প্রতিনিধি পাঠায় কুরাইযা গোত্রের কাছে, তাদেরকে শহরে প্রবেশে সাহায্য করার জন্য বলে তারা; কিন্তু কুরাইযার লোকেরা এক অদ্ভুত প্রস্তাব নিয়ে আসে, তারা বলে, যদি কুরাইশদের দশজন শীর্ষস্থানীয় নেতাকে জিম্মি হিসাবে বানু কুরাইযার কাছে হস্তান্তর করা হয় তবেই তারা কুরাইশদের সাহায্য করবে। কুরাইশরা এটা মেনে নিতে অস্বীকার করে, ফলে খাল/পরিখা/খন্দক যুদ্ধ জয়লাভ করা হয়না তিন বাহিনীর।

কুরাইশরা ফিরে যাবার পর মুহাম্মদ জিব্রাঈলের(!) মারফতে আল্লার নির্দেশে বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ দিয়ে বানু কুরাইযাকে আক্রমণ ও বন্দী করেন, বিচারের ভার দেয়া হয়, তাদেরই পরিচিত একজন মুসলিমকে। তার রায় হয়, সকল নাভীর নিচে কেশ/চুল/বাল গজানো পর্যন্ত বয়সের পুরুষদেরকে হত্যা করা হোক, এবং নারী ও শিশুদের দাস/দাসী হিসাবে মুসলিমদের মধ্যে বন্টন করা হোক। মুহাম্মদ তার এই বিচারে খুশি হয়ে সম্মতি দেন; মদিনার বাজারে গর্ত খুড়ে একদিনে প্রায় ৮০০ জন মানুষকে হত্যা করা হয় এবং তাদের নারী ও শিশুদের দাস/দাসী হিসাবে মুসলিমদের মধ্যে বন্টন ও বাজারে বিক্রি করা হয়।

(৩৩:২৫-২৭) আল্লাহ কাফেরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। তারা কোন কল্যাণ পায়নি। যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ মুমিনদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে গেছেন। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। কিতাবীদের মধ্যে যারা তাদেরকে সাহায্য করেছিল তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ হতে অবতরণে বাধ্য করলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন; ফলে তোমরা তাদের কতককে হত্যা করেছ এবং কতককে করছ বন্দী। তিনি তোমাদেরকে অধিকারী করলেন তাদের ভূমি, ঘরবাড়ী ও ধন সম্পদের এবং এমন ভূমি যা তোমরা এখনও পদানত করনি। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

পরিখার যুদ্ধে জয়লাভ এবং ইয়াসরিবের শেষ ইহুদী গোত্রকেও বিতাড়নের মধ্য দিয়ে মুহাম্মদ মদিনার একমাত্র একনায়ক হয়ে উঠলেন; ইয়াসরিব ক্রমশ নাম পাল্টে হয়ে গেলো **"মদিনা"**, মানে নবীর শহর। পুরো আরবের সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষে পরিণত হলেন মুহাম্মদ! নিজেকে ঘোষণা করলেন এমন একজন ত্রাস সৃষ্টিকারী রূপে যার ভয় ১ মাসের দূরত্বে থাকা মানুষের মনকেও ভীত করে! এসবের সাথে সকল মুসলিমদের মনে স্থায়ীভাবে তৈরি করলেন চিরস্থায়ী ইহুদী বিদ্বেষ। সবই ঠিকঠাক করতে পারলেন মুহাম্মদ, কেবল নিজের অন্দরমহলটি ছাড়া!

অন্দরমহল লীলা

মুহাম্মদের বিচিত্র যৌনজীবনের কিছুটা আভাস পাওয়া যায় কোরআনে; প্রথম স্ত্রী খাদিজার মৃত্যুর পর থেকে মুহাম্মদের নারী সংক্রান্ত কেলেংকারী ও মনোজগতের হদিস পাওয়া যায় এতে। মুহাম্মদের জীবনে বিবাহযোগ্য নারীর সংখ্যা নিয়ে বহুমত আছে; সাধারণ হিসাবে সংখ্যাটি ১৩ থেকে ২২জন পর্যন্ত হতে পারে, তবে কিছুটা গবেষণামূলক যাচাই বাছাই করে সংখ্যাটি আমি ৫০এর বেশী পেয়েছিলাম! এবিষয়ে একটি ইবুক/কিতাব লেখার ইচ্ছা পুষে রেখেছি; হয়ত দ্রুত পেয়ে যেতেও পারেন!

কোরআনের পাতায় তুলে ধরা আছে মুহাম্মদের সবচেয়ে ছোট স্ত্রী আয়েশার একটি ঘটনা; ১৩ বছর বয়সের আয়েশাকে নিয়ে মুহাম্মদ **বানু মুস্তালিক** গোত্র আক্রমণ শেষ করে মদিনায় ফিরছিলেন; ঘটনাবশত আয়েশা যাত্রাদল থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়েন এবং একরাত পার করে নবীন এক সাহাবীর সাথে দলের সাথে সংযুক্ত হন। মদিনায় আসার পর আয়েশার চরিত্র নিয়ে গুঞ্জন ওঠে; মুহাম্মদ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন ও আয়শাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেন। মুহাম্মদের অনুসারীরা বিষয়টি নিয়ে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রায় এক মাসের যাচাই এবং আয়েশার মাসিকচক্র ফিরে আসার পর মুহাম্মদ তাকে গ্রহন করার লক্ষ্যে আল্লার নামে নিচের আয়াতগুলো পয়দা করে নিয়ে আসেন!

(২৪:১-১৭) এটি একটি সূরা, এটি আমি অবতীর্ণ করেছি এবং এর বিধানকে অবশ্য পালনীয় করেছি, এতে আমি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশ করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকর কারণে তাদের প্রতি যেন

তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিকা নারীকেই বিয়ে করে এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষই বিয়ে করে এবং এদেরকে মুমিনদের জন্যে হারাম করা হয়েছে। যারা সতী-সাধ্বী রমনীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী হাজির করেনা, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেনা; তারাই সত্যত্যাগী। তবে যদি এরপর তারা তাওবাহ করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে, আল্লাহতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। এবং যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহর নামে চার বার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী। এবং পঞ্চমবার বলবে যে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ। তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে চার বার আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী। আর পঞ্চমবারে বলবে যে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর নেমে আসবে আল্লাহর ক্রোধ। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ তওবা কবুল কারী, প্রজ্ঞাময় না হলে কত কিছুই যে হয়ে যেত। যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। তোমরা একে নিজেদের জন্যে খারাপ মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক। তাদের প্রত্যেকের জন্যে ততটুকু আছে যতটুকু সে গোনাহ করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্যে রয়েছে বিরাট শাস্তি। তোমরা যখন একথা শুনলে, তখন ঈমানদার পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করনি এবং বলনি যে, এটা তো নির্জলা অপবাদ? তারা কেন এ ব্যাপারে চার জন সাক্ষী উপস্থিত করেনি; অতঃপর যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, তখন তারাই আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী। যদি ইহকালে ও পরকালে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমরা যা চর্চা করছিলে, তজ্জন্যে তোমাদেরকে গুরুতর আযাব স্পর্শ

করত। যখন তোমরা একে মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না। তোমরা একে তুচ্ছ মনে করছিলে, অথচ এটা আল্লাহর কাছে গুরুতর ব্যাপার ছিল। তোমরা যখন এ কথা শুনলে তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে কথা বলা আমাদের উচিত নয়। আল্লাহ তো পবিত্র, মহান। এটা তো এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি ঈমানদার হও, তবে তখনও পুনরায় এ ধরণের আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না।

সাধারণ মুসলিমদের জন্য ৪টি পর্যন্ত বিয়ে করার আদেশ কোরআন দিয়েছে, কিন্তু মুহাম্মদের জন্য আল্লার রয়েছে বিশেষ কোটা সুবিধা! কোরআন মুহাম্মদকে আদেশ দেয় যত খুশী নারী এবং যৌনদাসী গ্রহন করার; পাঠক ভেবে দেখুন, পৃথিবীর সবচেয়ে গুণবান লোকটির জন্য আল্লাহ(!) সীমাহীন বিয়ে এবং যৌনদাসীর ব্যবস্থা করতে দ্বিধা করেন না!

(৩৩:৫০-৫২) হে নবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীগণকে যাদের মোহরানা তুমি প্রদান করেছ; আর বৈধ করেছি আল্লাহ ফায় (বিনা যুদ্ধে লব্ধ) হিসেবে তোমাকে যা দান করেছেন তার মধ্য হতে যারা তোমার মালিকানাধীন হয়েছে তাদেরকে, আর তোমার চাচার কন্যা ও ফুফুর কন্যাকে, তোমার মামার কন্যা ও তোমার খালার কন্যাকে যারা তোমার সঙ্গে হিজরাত করেছে। আর কোন মুমিন নারী যদি নবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করে আর নবী যদি তাকে বিয়ে করতে চায় সেও বৈধ, এটা মুমিনদের বাদ দিয়ে বিশেষভাবে তোমার জন্য যাতে তোমার কোন অসুবিধে না হয়। মুমিনগণের জন্য তাদের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার তা জানা আছে। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তুমি তাদের যাকে ইচ্ছে সরিয়ে রাখতে পার, আর যাকে ইচ্ছে তোমার কাছে আশ্রয় দিতে পার। আর তুমি যাকে আলাদা করে রেখেছ তাকে কামনা করলে তোমার কোন অপরাধ

নেই। এতে অধিক সম্ভাবনা আছে যে, তাদের চক্ষু শীতল থাকবে, তারা দুঃখ পাবে না, আর তুমি তাদের সকলকে যা দাও তাতে তারা সন্তুষ্ট থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা জানেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। অতঃপর আর কোন নারী তোমার জন্য বৈধ নয়। আর তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয় যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে চমৎকৃত করে। তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ সব বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখেন।

মিশর থেকে মুহাম্মদকে ২টি যৌনদাসী উপহার দেওয়া হয়! সবচেয়ে সুন্দরী **"মারিয়া"**-কে নিজের কাছে রেখে দেন মুহাম্মদ! মসজিদে নববী সংলগ্ন বসবাসের ঘরগুলো ছিলো মুহাম্মদের একাধিক স্ত্রী/কন্যার জন্য সংরক্ষিত, একারণে মারিয়াকে একটু দূরে ইহুদীদের থেকে দখলকৃত এলাকায় রাখতেন তিনি! একবার মুহাম্মদ তার মুখরা স্ত্রী হাফসাকে মিথ্যা কথা বলে বাপের বাড়ী পাঠান এবং তার ঘরেই মারিয়ার সাথে সহবাসে লিপ্ত হন! হাফসা ফিরে এসে সরাসরি তার ঘরে মুহাম্মদ ও মারিয়াকে নগ্ন অবস্থায় ধরে ফেলেন! মুহাম্মদ হাফসাকে বিষয়টি কাউকে না বলতে অনুরোধ করেন ও কসম করেন আর কখনও দাসী সহবত করবেন না!

হাফসা বিষয়টি আয়েশাকে জানায়; পাঁচকান হতে সময় লাগেনা এসবে! মুহাম্মদ নিজেকে সকল স্ত্রীর কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ১ মাসের জন্য মসজিদে নববীর একটি দ্বিতল রুমে বসবাস শুরু করেন:

(৬৬:১-৫) হে নবী! আল্লাহ যা তোমার জন্য হালাল করেছেন তা তুমি কেন হারাম করছ? (এর দ্বারা) তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি পেতে চাও, (আল্লাহ তোমার এ ত্রুটি ক্ষমা করে দিলেন কেননা) আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু। আল্লাহ তোমাদের জন্য নিজেদের কসমের বাধ্যবাধকতা থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, আল্লাহ তোমাদের মালিক-মনিব-রক্ষক, আর তিনি সর্বজ্ঞাতা, মহা প্রজ্ঞার অধিকারী। স্মরণ কর- যখন নবী তার স্ত্রীদের কোন একজনকে গোপনে একটি কথা

বলেছিল। অতঃপর সে স্ত্রী যখন তা (অন্য একজনকে) জানিয়ে দিল, তখন আল্লাহ এ ব্যাপারটি নবীকে জানিয়ে দিলেন। তখন নবী (তার স্ত্রীর কাছে) কিছু কথার উল্লেখ করল আর কিছু কথা ছেড়ে দিল। নবী যখন তা তার স্ত্রীকে জানাল তখন সে বলল, 'আপনাকে এটা কে জানিয়ে দিল?'' নবী বলল, ''আমাকে জানিয়ে দিলেন যিনি সর্বজ্ঞাতা, ওয়াকিফহাল।'' তোমরা দুজন যদি অনুশোচনাভরে আল্লাহর দিকে ফিরে আস (তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম), তোমাদের অন্তর (অন্যায়ের দিকে) ঝুঁকে পড়েছে, তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সহযোগিতা কর, তবে (জেনে রেখ) আল্লাহ তার মালিক-মনিব-রক্ষক। আর এ ছাড়াও জিবরীল, নেককার মুমিনগণ আর ফেরেশতাগণও তার সাহায্যকারী। নবী যদি তোমাদের সবাইকে তালাক দিয়ে দেয় তবে সম্ভবতঃ তার প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে তাকে দিবেন তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী- যারা হবে আত্মসমর্পণকারিণী মুমিনা অনুগতা, তাওবাহকারিণী, 'ইবাদাতকারিণী, রোযা পালনকারিণী, অকুমারী ও কুমারী।

পৃথিবীর সবচেয়ে মানবিক বিধান এতিম-অসহায়-পরিত্যক্ত সন্তানকে পালক সন্তান হিসাবে গ্রহণ করা; আরবের মানুষেরা পালক সন্তানকে নিজের সন্তানের সমান মর্যাদায় লালন-পালন এবং উত্তরাধিকার দিতেন। মুহাম্মদ তার মক্কাকালীন সময়ে এ বিষয়টিকে সম্মানের চোখে দেখতেন বলেই **"যায়েদ"**-কে কাবায় দাঁড়িয়ে নিজের সন্তান হিসাবে গ্রহণ করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। এই মুহাম্মদই মদিনায় এসে সামান্য নারী শরীর লোভের কারণে এই মানবিক প্রথাটি বাতিল করেন এবং নিজের পালক পুত্রের স্ত্রীকে ভোগের ব্যবস্থা করেন!

(৩৩:৪) আল্লাহ কোন মানুষের বুকে দুটি অন্তর সৃষ্টি করেননি। তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের সঙ্গে তোমরা জিহার (সহবাস) কর, তিনি তাদেরকে তোমাদের জননী করেননি, আর তিনি তোমাদের পোষ্য পুত্রদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি,

এগুলো তোমাদের মুখের বুলি, আল্লাহই বলেন সত্য কথা, আর তিনিই দেখান (সঠিক) পথ।

(৩৩:৩৬-৩৭) আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী উক্ত নির্দেশের ভিন্নতা করার কোন অধিকার রাখে না। যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করে সে স্পষ্টতই সত্য পথ হতে দুরে সরে পড়ল। স্মরণ কর, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন আর তুমিও যাকে অনুগ্রহ করেছ তাকে তুমি যখন বলছিলে- তুমি তোমার স্ত্রীকে (বিবাহবন্ধনে) রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। তুমি তোমার অন্তরে লুকিয়ে রাখছিলে যা আল্লাহ প্রকাশ করতে চান, তুমি লোকদেরকে ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহই সবচেয়ে বেশি এ অধিকার রাখেন যে, তুমি তাঁকে ভয় করবে। অতঃপর যায়দ যখন তার (যায়নাবের) সঙ্গে প্রয়োজন শেষ (সম্পর্ক ছিন্ন) করল তখন আমি তাকে তোমার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দিলাম যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব নারীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোন বিঘ্ন না হয়। আল্লাহর আদেশ কার্যকরী হবেই।

কোনো কোনো মুহাম্মদ অনুসারী মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া স্ত্রীদের বিবাহের আশা পুষতেন মনে মনে; আর মুহাম্মদও চাইতেন না তার অধিনস্ত স্ত্রী এবং যৌনদাসীরা অন্যের ভোগের ফসল হোক; একারণে তিনি তার স্ত্রীদের মুসলিমদের মাতা হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেন এবং সকল নারীর জন্য গুটিকয়েক মানুষ ছাড়া বিনা পর্দায় ঘর থেকে বের হতে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন।

(৩৩:৫৫) কোন অপরাধ নেই (যদি নবীর স্ত্রীগণ সামনে যায়) তাদের পিতৃদের, তাদের পুত্রদের, তাদের ভ্রাতৃদের, তাদের ভ্রাতুষ্পুত্রদের, তাদের ভগ্নীপুত্রদের, তাদের নারীদের ও তাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের। আর (হে নবীর স্ত্রীগণ!) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ সকল জিনিসেরই প্রত্যক্ষদর্শী।

ইহুদী-নাছারা-মুশরিক

হিযাযের সবচেয়ে শক্তিশালী আর ত্রাস সৃষ্টিকারী মানুষে পরিণত হলেন মুহাম্মদ! খাইবার থেকে তায়েফ পর্যন্ত প্রতিটি মানুষ এখন মুহাম্মদের আক্রমণের ভয়ে ভীত। মুহাম্মদ এসময়কালে মক্কার সাথে ১০ বছর মেয়াদী শান্তিচুক্তি করেন; ধীর মস্তিস্কে চিন্তা করেন, **“খাইবার”**-এর বড় ইহুদী গ্রুপটিকে নিয়ন্ত্রণে নিতে পারলে তার সমকক্ষ আর কেউ দাঁড়াতে পারবে না হিযাযে।

মক্কার সাথে হুদাইবিয়া চুক্তির পর মুহাম্মদ দলবল নিয়ে মদিনা থেকে ১০০ মাইল উত্তরের খাইবার আক্রমণ করেন ও যথারীতি দখল করেন সবকিছু। খাইবারে এসেও মুহাম্মদ **‘সাফিয়া’** নামে এক ইহুদী রমনীর পুরো পরিবারকে হত্যা করে তাকে যৌনদাসী হিসাবে গ্রহন করেন, যদিও ঘটনাক্রমে সাফিয়া স্ত্রীর মর্যাদা পেয়েছিলেন মুহাম্মদের।

মুহাম্মদ নতুন এক প্রথা চালু করেন খাইবারে এসে; এটি হচ্ছে: অমুসলিম কিন্তু আসমানী কিতাবধারী ইহুদী-খ্রিষ্টানগন মুসলিম প্রধান দেশে তাদের সকল উপার্জন ও আয়ের অর্ধেক প্রদান করে **(জিজিয়া কর)** বসবাস করতে পারবেন; এর সাথে তাদের সকল ভূসম্পত্তির মালিকানা চলে যাবে মুসলিমদের কাছে! এটিকে আধুনিক ভাষায় বলা যেতে পারে **জিম্মি (Dhimmi)** প্রথা।

মদিনায় আসার ৭ বছর পর, মানে হুদাইবিয়া চুক্তির এক বছর পর মুহাম্মদ তার দলবল নিয়ে মক্কায় উমরা/ওমরা হজ্জ পালন করেন! মুহাম্মদ ক্রমশ এতটাই শক্তিশালী হয়ে নেতায় পরিণত হন যে, আর মাত্র এক বছর পর হুদাইবিয়া চুক্তি ভঙ্গ করে মক্কা দখল করে নেন তিনি!

মুহাম্মদ খাইবার থেকে মক্কা দখলের সময়ের মধ্যে ইহুদী-নাছারা(খ্রিষ্টান)-মুশরিক সম্পর্কে মোটামুটি ভাবে কোরআনে ইসলামী চরিত্রের একটি চূড়ান্ত রূপরেখা নিয়ে আসেন; নিচের আয়াতে ধারাবাহিকভাবে তার চিত্র পরিস্কার করে নেওয়া যেতে পারে:

(৯:২৯) যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না, আর শেষ দিনের প্রতিও না, আর আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করেছেন তাকে হারাম গণ্য করে না, আর সত্য দ্বীনকে নিজেদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না তারা বশ্যতা সহকারে স্বেচ্ছায় জিযিয়া (ট্যাক্স) দেয়।

(৫:১৪-১৭) আর যারা বলে 'আমরা খ্রীস্টান' আমি তাদের হতেও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু তারা তাদের প্রতি উপদেশের একটা বড় অংশ ভুলে গিয়েছিল। কাজেই আমি কিয়ামাত পর্যন্ত তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ জিইয়ে দিয়েছি। তারা যা করছিল অচিরেই আল্লাহ তা তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। হে কিতাবধারীগণ! তোমাদের কাছে আমার রসূল এসে গেছে, সে তোমাদেরকে অনেক বিষয় বর্ণনা করে কিতাব থেকে যা তোমরা গোপন করতে আর অনেক বিষয় উপেক্ষা করে। তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে। আল্লাহ তদ্বারা তাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথে পরিচালিত করেন যারা তাঁর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করে এবং নিজ অনুমতিক্রমে তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন আর তাদেরকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেন। তারা কুফরী করেছে যারা বলে মাসীহ্ ইবনে মারইয়ামই আল্লাহ। বল, মাসীহ ইবনে মারইয়াম, আর তার মা এবং পৃথিবীতে যারা আছে সকলকে ধ্বংস করতে চাইলে আল্লাহর বিরুদ্ধে কারো এতটুকু ক্ষমতা আছে কি? আসমানসমূহে আর পৃথিবীতে ও এদের মধ্যে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই মালিকানাধীন। তিনি যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(৫:৭২-৭৬) তারা অবশ্যই কুফরী করেছে যারা বলে, মারইয়াম পুত্র মাসীহই হচ্ছেন আল্লাহ। মাসীহ তো বলেছিল, হে বানী ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহর 'ইবাদাত কর যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অংশীস্থাপন করে তার জন্য আল্লাহ অবশ্যই জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন আর তার আবাস হল জাহান্নাম। যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। তারা অবশ্যই কুফরী করেছে যারা বলে আল্লাহ তিন জনের মধ্যে একজন, কারণ এক ইলাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার ইলাহ নেই। তারা যা বলছে তা থেকে তারা যদি নিবৃত্ত না হয়, তাহলে তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব গ্রাস করবেই। তারা কি আল্লাহর নিকট তাওবা করবে না, তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবে না, আল্লাহ তো হলেন বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। মারইয়াম পুত্র 'ঈসা' রসূল ছাড়া কিছুই ছিল না। তার পূর্বে আরো রসূল অতীত হয়ে গেছে, তার মা ছিল সত্যপন্থী মহিলা, তারা উভয়েই খাবার খেত; লক্ষ্য কর তাদের কাছে (সত্যের) নিদর্শনসমূহ কেমন সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরছি আর এটাও লক্ষ্য কর যে, কীভাবে তারা (সত্য হতে) বিপরীত দিকে চলে যাচ্ছে। বল, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে কি এমন কিছুর 'ইবাদাত করছ যাদের না আছে কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা, আর না আছে উপকার করার। আর আল্লাহ তিনি হলেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

মুহাম্মদের আইন

গোত্রে গোত্রে বিভক্ত একটি বহুমুখী প্যাগান জাতিকে মুহাম্মদ ইসলামের বিশ্বাস আর তলোয়ারের জোরে এক ছাদের তলায় নিয়ে আসতে সক্ষম হন। নতুন নতুন অনুসারীগন মুহাম্মদের কাছে তাদের জীবনের বিবিধ সমস্যা আর বিবিধ বিষয় নিয়ে পরামর্শ নিতে ছুটে আসেন বারবার; মুহাম্মদ তার প্রখর নিয়ন্ত্রক মেধা দিয়ে আল্লার নামে চালু করতে থাকেন জীবন যাপনের জন্য একাধিক আইন; ইসলামের ভাষায় মুহাম্মদের এসব আইনগুলোকে বলা হয় **"শরিয়া"**।

মুহাম্মদের আইন: বিবাহ/বিচ্ছেদ/যৌনতা

(৪:৩৪-৩৫) পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের এককে অন্যের উপর মর্যাদা প্রদান করেছেন, আর এজন্য যে, পুরুষেরা স্বীয় ধন-সম্পদ হতে ব্যয় করে। ফলে পুণ্যবান স্ত্রীরা (আল্লাহ ও স্বামীর প্রতি) অনুগতা থাকে এবং পুরুষের অনুপস্থিতিতে তারা তা (অর্থাৎ তাদের সতীত্ব ও স্বামীর সম্পদ) সংরক্ষণ করে যা আল্লাহ সংরক্ষণ করতে আদেশ দিয়েছেন। যদি তাদের মধ্যে অবাধ্যতার সম্ভাবনা দেখতে পাও, তাদেরকে সদুপদেশ দাও এবং তাদের সাথে শয্যা বন্ধ কর এবং তাদেরকে (সঙ্গতভাবে) প্রহার কর, অতঃপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তাহলে তাদের উপর নির্যাতনের বাহানা খোঁজ করো না, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ। যদি তোমরা তাদের মধ্যে অনৈক্যের আশংকা কর, তবে স্বামীর আত্মীয়-স্বজন হতে একজন এবং স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন হতে একজন সালিস নিযুক্ত কর। যদি উভয়ে মীমাংসা করিয়ে দেয়ার ইচ্ছে করে, তবে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু জানেন, সকল কিছুর খবর রাখেন।

(২৪:৩০-৩৩) মুমিনদের বল তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে, এটাই তাদের জন্য বেশি পবিত্র, তারা যা কিছু করে সে সম্পর্কে আল্লাহ খুব ভালভাবেই অবগত। আর ঈমানদার নারীদেরকে বলে দাও তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে, আর তাদের শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ না করতে যা এমনিতেই প্রকাশিত হয় তা ব্যতীত। তাদের ঘাড় ও বুক যেন মাথার কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাই-এর ছেলে, বোনের ছেলে, নিজেদের মহিলাগণ, স্বীয় মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনামুক্ত পুরুষ আর নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া অন্যের কাছে নিজেদের শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজেদের গোপন শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাহ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন তাদের বিবাহ সম্পন্ন কর আর তোমাদের সৎ দাস-দাসীদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয় তাহলে আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত করে দেবেন, আল্লাহ প্রচুর দানকারী, সর্ববিষয়ে জ্ঞাত। যাদের বিয়ের সম্বল নেই তারা যেন সংযম অবলম্বন করে যতক্ষণ না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করেন। আর তোমাদের দাসদাসীদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি পেতে চায়, তাদের সঙ্গে চুক্তি কর যদি তাতে কোন কল্যাণ আছে বলে তোমরা জান। আল্লাহ তোমাদেরকে যে মাল দিয়েছেন তাথেকে তাদেরকে দান কর। তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। যদি কেউ তাদের উপর জবরদস্তি করে তবে তাদের উপর জবরদস্তির পর আল্লাহ (তাদের প্রতি) ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(২:২২১) মুশরিকা নারীরা ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না। মূলতঃ মুমিন ক্রীতদাসী মুশরিকা নারী হতে উত্তম ওদেরকে তোমাদের যতই ভাল লাগুক না কেন, ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক পুরুষদের সাথে বিবাহ

দিও না, বস্তুতঃ মুশরিককে তোমাদের যতই ভাল লাগুক না কেন, মুমিন গোলাম তার চেয়ে উত্তম। ওরা অগ্নির দিকে আহবান করে আর আল্লাহ নিজের অনুগ্রহে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহবান করেন। তিনি মানুষদের জন্য নিজের হুকুমগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করছেন যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

মুহাম্মদের আইন: পুরুষের কাছে স্ত্রী/ব্যভিচার

(২:২২৩) তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যে প্রকারে ইচ্ছে গমন কর এবং নিজেদের জন্য ভবিষ্যতের বন্দোবস্ত কর এবং আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখ যে, তোমাদেরকে তাঁর কাছে হাজির হতে হবে। আর বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।

(৪:১৫-২০) তোমাদের যে সব নারী ব্যভিচার করবে, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের চারজনের সাক্ষ্য গ্রহণ কর। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে তোমরা তাদেরকে সে সময় পর্যন্ত গৃহে আবদ্ধ করে রাখবে যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় কিংবা আল্লাহ তাদের জন্য কোন পৃথক পথ বের করেন। তোমাদের মধ্যেকার যে দুজন তাতে লিপ্ত হবে, তোমরা সে দুজনকে শাস্তি দেবে, অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে তবে তাদের ব্যাপারে নিবৃত্ত হও, নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় তাওবাহ কবূলকারী, পরম দয়ালু। নিশ্চয়ই যারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ করে বসে, তৎপর সত্বর তাওবাহ করে, এরাই তারা যাদের তাওবাহ আল্লাহ কবূল করেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাবিজ্ঞানী। এমন লোকেদের তাওবাহ নিস্ফল যারা গুনাহ করতেই থাকে, অতঃপর মৃত্যুর মুখোমুখী হলে বলে, আমি এখন তাওবাহ করছি এবং (তাওবাহ) তাদের জন্যও নয় যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। এরাই তারা যাদের জন্য ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি। হে ঈমানদারগণ! জোরপূর্বক নারীদের ওয়ারিশ হওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয় আর তাদেরকে দেয়া মাল হতে কিছু উসূল করে নেয়ার উদ্দেশে তাদের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করবে না, যদি না তারা সুস্পষ্ট

ব্যভিচার করে। তাদের সাথে দয়া ও সততার সঙ্গে জীবন যাপন কর, যদি তাদেরকে না-পছন্দ কর, তবে হতে পারে যে তোমরা যাকে না-পছন্দ করছ, বস্তুতঃ তারই মধ্যে আল্লাহ বহু কল্যাণ দিয়ে রেখেছেন। যদি তোমরা এক স্ত্রী বদলিয়ে তদস্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণের ইচ্ছে কর এবং তাদের একজনকে অগাধ সম্পদও দিয়ে থাক, তবুও তাথেকে কিছুই ফিরিয়ে নিও না। তোমরা কি (স্ত্রীর নামে) মিথ্যে দুর্নাম রটিয়ে সুস্পষ্ট গুনাহ করে তা ফেরত নেবে?

মুহাম্মদের আইন: আইন-কানুন

(৫:৩৮-৪০) যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে হুশিয়ারী। আল্লাহ পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়। অতঃপর যে তওবা করে স্বীয় অত্যাচারের পর এবং সংশোধিত হয়, নিশ্চয় আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। তুমি কি জান না যে আল্লাহর নিমিত্তেই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের আধিপত্য। তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

(২:১৭৮-১৮১) হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের কিসাস সম্পর্কে আদেশ দেয়া যাচ্ছে, স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন, গোলামের বদলে গোলাম এবং স্ত্রীলোকের বদলে স্ত্রীলোক, অতঃপর যাকে তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছু অংশ মাফ করে দেয়া হয়, সে অবস্থায় যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সঙ্গে তার দেয় আদায় করা বিধেয়, এটা তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ, এরপর যে কেউ বাড়াবাড়ি করবে, তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন নিহিত রয়েছে, যাতে হে জ্ঞানী সমাজ! (হত্যানুষ্ঠান হতে) তোমরা নিবৃত্ত থাক। তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে যে, যখন তোমাদের কারও সামনে মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং সেই ব্যক্তি কিছু সম্পত্তি ছেড়ে যায়, তবে সে ব্যক্তি যেন সঙ্গতভাবে ওয়াসীয়াত করে যায় পিতা-মাতা ও নিকট সম্পর্কীয়দের জন্য, ধর্ম-

ভীরুদের জন্য এটা একটা কর্তব্য। অতঃপর যে ব্যক্তি তা শুনে নেয়ার পর ওয়াসীয়াতের পরিবর্তন ঘটাবে, তবে তার গুনাহ সেই লোকদেরই প্রতি যারা তার পরিবর্তন ঘটাবে, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

(৪:৯২-৯৩) কোন মুমিনকে হত্যা করা কোন মুমিনের কাজ নয় তবে ভুলবশত হতে পারে, কেউ কোন মুমিনকে ভুলক্রমে হত্যা করলে, একজন মুমিন দাস মুক্ত করা বা তার পরিবারবর্গকে রক্তপণ দেয়া কর্তব্য, যদি না তারা ক্ষমা করে দেয়। যদি সে তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয় এবং মুমিন হয় তবে একজন মুমিন গোলাম আযাদ করা কর্তব্য, আর যদি সে এমন গোত্রের লোক হয় যাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে তবে তার পরিবারকে রক্তপণ দেয়া এবং একজন মুমিন গোলাম আযাদ করা কর্তব্য এবং যে ব্যক্তি সঙ্গতিহীন সে একাদিক্রমে দুমাস রোযা পালন করবে। এটাই হল আল্লাহর নিকট তাওবাহ করার ব্যবস্থা, আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সুবিজ্ঞ। যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম। যাতে স্থায়ীভাবে থাকবে, তার উপর আল্লাহর ক্রোধ ও অভিসম্পাত। আল্লাহ তার জন্য মহাশাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

শেষ যুদ্ধ-স্থায়ী শাসন

কোরআনে সূরার সংখ্যা ১১৪ টি; অবতরণের ক্রমানুসারে ৯নং সূরাই মুহাম্মদের শাসন বিধান আর চিন্তার রূপরেখা নিয়ে শেষ সূরা! যদিও এর ক্রমিক নং ৯ এবং অবতরণ ক্রম ১১৩, তবুও এর পরে আর আইন-কানুন ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নতুন কোনো সূরার আয়াত প্রকাশ করেননি মুহাম্মদ!

ইসলামের মূল রূপরেখা বোঝার জন্য এই একটি সূরাই (৯নং) প্রেক্ষপট বুঝে পড়তে পারাই যথেষ্ট! নবী জীবনের মদিনা পর্বে এসে মক্কার মুখচোরা তথাকথিত শান্তিপ্রিয় মুহাম্মদ হয়ে ওঠেন আল্লার নামে সবচেয়ে বড় মরুদস্যু আর নিজ অনুসারীপ্রেমী নিয়ন্ত্রক মানুষ; যার বিপক্ষে দাঁড়ানোর কোনো জায়গা তিনি রাখেন না কারও জন্য!

(৯:৪৫-৪৮) তোমার কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা তারাই করে যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে না, যাদের অন্তর সন্দেহপূর্ণ, কাজেই তারা তাদের সন্দেহের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। (যুদ্ধাভিযানে) বের হওয়ার তাদের যদি ইচ্ছেই থাকত তবে তারা সেজন্য অবশ্যই প্রস্তুতি নিত। কিন্তু তাদের অভিযানে গমনই আল্লাহর পছন্দ নয়, কাজেই তিনি তাদেরকে পশ্চাতে ফেলে রাখেন আর তাদেরকে বলা হয়, 'যারা (নিস্ক্রিয় হয়ে) বসে থাকে তাদের সাথে বসে থাক'। তারা যদি তোমাদের সঙ্গে বের হত তাহলে বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছুই বাড়াত না আর তোমাদের মাঝে ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশে তোমাদের মাঝে ছুটাছুটি করত, আর তোমাদের মাঝে তাদের কথা শুনার লোক আছে। আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে খুব ভালভাবেই অবহিত আছেন। আগেও তারা ফিতনা সৃষ্টি করতে চেয়েছে আর তোমার অনেক কাজ নষ্ট করেছে

যতক্ষণ না প্রকৃত সত্য এসে হাজির হল আর আল্লাহর বিধান প্রকাশিত হয়ে গেল যদিও এতে তারা ছিল নাখোশ।

বিদায় হজ্জের আগের বছর অথবা বলতে পারি মুহাম্মদের মৃত্যুর মাত্র দেড় বছর আগে তার দস্যু চরিত্রের চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ পায়; তিনি মাত্র ৪ মাস সময় বরাদ্দ দিয়ে সমগ্র হিযাযের জন্য তার দাসত্ব মেনে নেবার সীমারেখা টানেন; অথবা এই নির্দেশ অমান্যকারীদের মৃত্যুর সু-সংবাদ দেন! তিনি তার কোরআনের ভাষায় মুসলিম ছাড়া সকলের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেন:

(৯:১-৫) মুশরিকদের মধ্যেকার যাদের সঙ্গে তোমরা সন্ধিচুক্তি করেছিলে তাদের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ হতে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেয়া হল। অতঃপর (হে কাফিরগণ!) চার মাস তোমরা যমীনে (ইচ্ছে মত) চলাফেরা করে নাও; আর জেনে রেখ যে, তোমরা আল্লাহকে নত করতে পারবে না, আল্লাহ্ই সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ হতে বড় হাজ্জের দিনে মানুষদের কাছে ঘোষণা দেয়া হল যে আল্লাহ মুশরিকদের সাথে সম্পর্কহীন এবং তাঁর রসূলও। কাজেই এখন যদি তোমরা তাওবাহ কর, তাতে তোমাদেরই ভাল হবে, আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে জেনে রেখ যে, তোমরা আল্লাহকে হীন-দুর্বল করতে পারবে না, আর যারা কুফরী করে চলেছে তাদেরকে ভয়াবহ শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। কিন্তু মুশরিকদের মধ্যে যারা তোমাদের সঙ্গে চুক্তি রক্ষার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেনি, আর তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ কর। অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন। তারপর (এই) নিষিদ্ধ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলে মুশরিকদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর, তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে ঘেরাও কর, তাদের অপেক্ষায় প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু তারা যদি

তাওবাহ করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু।

মুহাম্মদ তার অনুসারীদের মধ্যে যুদ্ধ বা জিহাদ নিয়ে দ্বিধাগ্রস্তদের জন্য চূড়ান্ত আদেশ আর ভয়াবহ শাস্তির ভয়ে ভীত করেও নিয়ন্ত্রণরেখা টেনে দেন; তিনি তার অনুসারীদের জন্য আমৃত্যু যুদ্ধ বা জিহাদ করাকে সর্বোত্তম কাজ হিসাবে ঘোষণা করেন কোরআনে:

(৯:৩৮-৪১) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের হয়েছে কী যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে বের হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয় তখন তোমরা আরো জোরে মাটি কামড়ে ধর। তোমরা কি আখেরাতের স্থলে দুনিয়ার জীবনকেই বেশি পছন্দ কর? আখেরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগ সামগ্রী তো অতি সামান্য। তোমরা যদি যুদ্ধাভিযানে বের না হও, তাহলে তোমাদেরকে ভয়াবহ শাস্তি দেয়া হবে, আর তোমাদের স্থলে অন্য সম্প্রদায়কে আনা হবে (অথচ) তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। যদি তোমরা তাকে [অর্থাৎ মুহাম্মদ-কে] সাহায্য না কর (তাতে কোনই পরোয়া নেই) কারণ আল্লাহ তো তাকে সেই সময় সাহায্য করেছেন যখন কাফিররা তাকে বের করে দিয়েছিল, সে ছিল দুজনের দ্বিতীয়জন যখন তারা দুজন গুহার মধ্যে ছিল, যখন সে তার সঙ্গীকে বলছিল, 'চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন'। তখন আল্লাহ তার প্রতি তাঁর প্রশান্তি বর্ষণ করলেন আর তাকে এমন সেনাবাহিনী দিয়ে শক্তিশালী করলেন তোমরা যা দেখতে পাওনি, আর তিনি কাফিরদের মুখের বুলিকে গভীর নীচে ফেলে দিলেন। আর আল্লাহর বাণীই রয়েছে সর্বোচ্চ। আল্লাহ হলেন প্রবল পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞানী। যুদ্ধাভিযানে বেরিয়ে পড়, অবস্থা হালকাই হোক আর ভারীই হোক (অস্ত্র কম থাকুক আর বেশি থাকুক) আর আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের মাল দিয়ে

আর তোমাদের জান দিয়ে জিহাদ কর, এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, তোমরা যদি জানতে!

কোরআনের শেষ সারকথা হচ্ছে: হত্যা, রক্ত আর যুদ্ধের বিনিময়ে হলেও মুহাম্মদের প্রচারিত ধর্মমতকে সবার কাছে জোরপূর্বক গ্রহনযোগ্য করার জন্য পৃথিবী ধ্বংসের পূর্ব পর্যন্ত একজন মুসলিমকে কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে:

(৯:৭৩) হে নাবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন কর, তাদের বাসস্থান হল জাহান্নাম, আর তা কতই না নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল!

কোরআন কতখানি এক অদৃশ্য আল্লার আসমানী অলৌকিক কিতাব বা ওহী অথবা সকল জ্ঞানের সংকলন তা বোঝার জন্য এই ইবুকের সংকলিত আয়াত বাদে আর কিছু পড়বার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা; তবে এটুকু বলা যেতেই পারে, যারা আসলে আরও গভীরভাবে মুহাম্মদের চরিত্র আর কোরআনের জাগতিক ও লৌকিক সম্পর্কের সুলুক-সন্ধান চান; যারা আমার মত প্রবলভাবে মুছে ফেলেতে চান কুসংস্কারের শেষ বিষ বিন্দুটুকুও, তাদের জন্য হয়ত **"সহজ কুরআন"**-এর বিকল্প কিছু আপাতত দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়! তবে তার আগে আপনাকে এই ইবুকটি আবারও একবার বুঝে পুরোটা পড়তে হবে; তবে তারও কিছুটা আগে আরও কিছুটা বলে যাবার লোভে সংযুক্ত করছি আরও একটি মুহাম্মদ মিশ্রিত অধ্যায়!

সহজ কুরআনের আগে

'রাজা থেকে প্রজা', 'মন্ত্রী থেকে ভিখারী' সবারই দুটো জীবন থাকে; একটি সবার জন্য উন্মুক্ত, অপরটি অন্ধকারে ঢাকা থাকে আমৃত্যু! নবী হিসাবে মুহাম্মদ পৃথিবীর সফলতম মানুষের মধ্যে একজন; যার প্রায় ১৬০ কোটি অনুসারী আজ মুসলিম নামে পরিচিত। মুহাম্মদ এক রুক্ষ ক্লান্তিকর মরুভূমিতে এতিম অসহায় হিসাবে বেড়ে উঠেছিলেন, তপ্ত আবহাওয়া আর ক্লান্ত করে দেওয়া চোখ, বালু আর পাহাড়ের প্রান্তর তাকে নিজের মধ্যে ডুবে থাকতে শিখিয়েছিলো; মানুষ যখন কবিতা-মদ-শিকার-যুদ্ধ আর নারীতে খুঁজতেন জীবন যাপনের রসদ, দরিদ্র মুহাম্মদ তখন ছাগল আর ভেড়া চড়াতে চড়াতে নিজের ভেতর জন্ম দিচ্ছিলেন এক মহা-মহা শক্তিধর নিয়ন্ত্রক সত্তার, যিনি পুরো আসমান-জমিন-বিশ্ব-মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রক **"আল্লাহ"**!

মুহাম্মদ ছিলেন একজন অসহায় ব্যর্থ প্রেমিক! নিজের পিতা'কে হারিয়ে এতিম হয়েছিলেন জন্মের আগেই; স্বামীহীন মানসিক ভাবে অবসাদগ্রস্ত এক নারীর পেটে কেটেছে তার জন্ম পূর্বকাল! জন্মের পর প্রথম যার শরীরের ছোয়া তাকে মায়ের স্বাদ বুঝতে শিখিয়েছে; যাকে তিনি তার বাবা বলে ভেবেছেন; পাঁচ বছর বয়সে এসে বুঝতে পারলেন তারা তার পালক পিতা-মাতা! আবারও এতিম হয়ে তিনি ফিরে আসেন আসল মায়ের কাছে! নতুন (আসল) মা'কে মেনে নেবার মানসিক অবস্থা তৈরি হবার আগেই আবারও এতিম হলেন তিনি! কচুরিপানার মত ভেসে এসে জমা হন দাদার কাছে!

আট বছর বয়সে দাদার মৃত্যুতে আবারও এতিম হলেন মুহাম্মদ! চাচা আবু তালিবের টানা টানির সংসারে ভীড়লেন নতুন করে! আবু তালিব তাকে ভালবাসলেও হাতে ধরিয়ে দিলেন ছাগল আর ভেড়ার পাল চড়ানোর কাজ! রুক্ষ মরুভূমির একাকী প্রান্তরে মুহাম্মদ কাটালেন ৮ থেকে ২৪ বছর পর্যন্ত! যে বয়সে মানুষ স্বাভাবিক সামাজিক বন্ধনে নিজের রুচি তৈরি করে, সে বয়সে মুহাম্মদ ঘরে ফিরলেন এক অলৌকিক আল্লার কাল্পনিক বাস্তবতাকে নিজের অবচেতন মনে স্থান দিয়ে!

কিশোর মুহাম্মদের মনে ভালোবাসার জায়গা দখল করে নিয়েছিলো তারই চাচাতো বোন **"উম্মে হানী"**, বহুবার এতিম হওয়া মানুষটি তার বুকে খুঁজতে চাইতেন বেঁচে থাকার সুখ! চাচা আবু তালিব নিজের ঘরেই বেড়ে ওঠা রাখাল যুবক চাল-চুলো-ছাদহীন মুহাম্মদের হাতে নিজের আদরের মেয়েকে তুলে দেননি! মুহাম্মদ প্রেমহীন এতিম হয়ে ওঠেন আবারও; বুঝতে পারেন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আর সমতা না থাকলে মানুষে মানুষে বিভেদের পরিবর্তন আসেনা।

বয়সে বড় ও ধনী ব্যবসায়ী বিধবা খাদিজার তৃতীয় স্বামী আর ঘরজামাই হয়ে মুহাম্মদ চাচার বাড়ী ছাড়েন ২৫ বছর বয়সে; ভীড়তে শুরু করেন মক্কার মূর্তিপূজা বিরোধী প্রায় নিষিদ্ধ এক-ঈশ্বর বিশ্বাসী হানিফদের সাথে! ইথিউপিয়া, ইয়েমেন আর সিরিয়ার বানিজ্যযাত্রার লম্বা সময়ে মুহাম্মদ খোঁজ পেতে শুরু করেন ইহুদী-খ্রিষ্টান-পারস্য মিথের; প্যাগানদের মূর্তিপূজা থেকে আধুনিক মনে হয় এসব এক-ঈশ্বর বিশ্বাসী ধর্মমত; ছোট থেকে অবচেতন মনে জমা থাকা আল্লার চুলায় আগুন দিতে থাকে এসব মিথ, কিন্তু মুহাম্মদ বুকের ভেতরেই পুষে রাখেন এই তুষের আগুন!

মুহাম্মদের ৩৪/৩৫ বছর সময়কালীন প্রবল বন্যা হয় মক্কায়, সকল মক্কাবাসী তাদের ঘর-বাড়ী আর কাবার মেরামতে যখন ব্যস্ত তখনই মুহাম্মদ তার আদরের প্রথম পুত্র সন্তানকে হারিয়ে এতিম হন আবারও; এই ধাক্কা তাকে হেরা গুহায় পাঠায় নিজের অবচেতনের সাথে বোঝাপড়া আর আল্লার কাছে কষ্টের অভিযোগ জানাতে!

মুহাম্মদদের পুরো পরিবারে কবিতার চর্চা ছিলো প্রবলভাবে; দাদা, চাচা, ফুপু, পিতা, মা, চাচাতো ভাই, বোন সকলেই কবিতা রচনায় ছিলেন দক্ষ; যদিও মুহাম্মদের মনে কবি-কবিতা আর মদপানের আসর নিয়ে বিরূপ ধারণা ছিলো তবুও অবচেতনে এই গুন প্রবলভাবেই লুপ্ত ছিলো তার!

প্রায় ৫ বছরের নিয়মিত হেরা গুহার একাকীবাস অবচেতনের আল্লাকে জাগ্রত করতে থাকে; তিনি নিয়মিত তার সাথে মানসিক ভাবে যোগাযোগের চেষ্টা করতে থাকেন; এরপর হঠাৎ মুহাম্মদের ৪০ বছর বয়সের সময় সকল কল্পনার আর আকুতির ফলাফল স্বরূপ অবচেতনের আল্লাহ মুহাম্মদের সামনে পাঠান আর এক অবচেতনের সৃষ্টি ফেরেশতা জিব্রাইল'কে!

শুরু হয় মুহাম্মদের দ্বিতীয় সত্তা আল্লার পাঠানো কোরআনের আয়াত প্রকাশ, মুহাম্মদের সকল মানসিক অবস্থার বিপরীতে অবচেতনের আল্লাহ, জ্রিবাইল নামে এক কল্পনার ফেরেশতা দিয়ে আয়াতের পর আয়াত পাঠিয়ে মুহাম্মদের সচেতন মনের নিয়ন্ত্রণ নিতে শুরু করে! **আদতে কোরআন হচ্ছে মুহাম্মদের সচেতন মনকে ফাঁকি দিয়ে অবচেতন মনের লেখা কাব্য জীবনগাথা...!!**

কোরআন একজন এতিম, প্রকৃতিপ্রিয়, সংগ্রামী, প্রেমিক, বহুগামী, নিয়ন্ত্রক, আর দস্যু মানুষের দ্বিতীয় সত্তার লেখা দিনলিপি মাত্র! এর কাব্যসূর আরবের মানুষদের নুতন ভাবনা আর ভাবের যোগান দিয়েছিলো। চিরকাল **রবীন্দ্রনাথ** পড়ে আসা মানুষ **জীবনানন্দ** পড়লে যেভাবে মোহিত হয়; কোরআন অনেকটা তেমনই মোহ তৈরি করতো শ্রোতার হৃদয়ে!

অতএব: **"সহজ কুরআন"** উপন্যাসটি যতদিন লিখে শেষ না করছি, ততদিন কোরআনকে মুহাম্মদের অবচেতনের কাব্য প্রতিভার ফসল ছাড়া আর কিছু বলে ব্যাখ্যা করছি না আপাতত; তবে যারা একটু বেশী খুতখুতে গবেষক ধরণের পাঠক

তাদের জন্য এই নাপিতের ২০১৬/১৭ সালে লেখা কোরআন সংক্রান্ত আরও দুটো তথ্যমূলক ইবুকের সন্ধান দিয়ে শেষ করছি এই **"সংক্ষিপ্ত কুরআন"**!

১. কোরনে বৈপরীত্য

২. কোরানে জিহাদ ও আক্রমণের আহ্বান
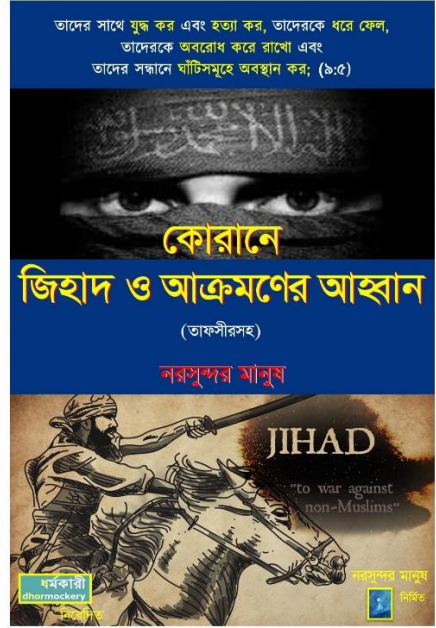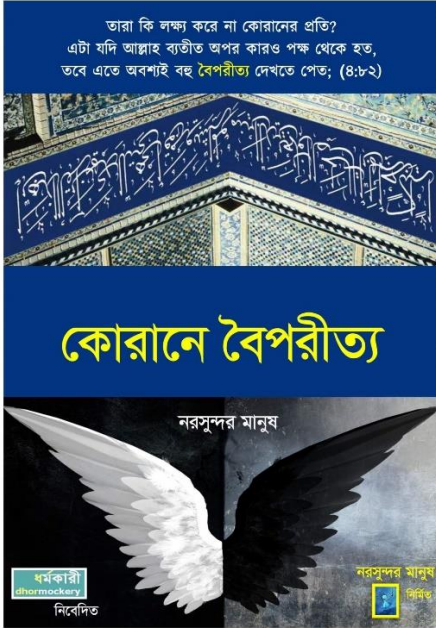
ডাউনলোড লিংক: ১

ডাউনলোড লিংক: ২

মূল্যবান সময় নষ্ট করে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ।

শুভেচ্ছা...!!

“শোনো এভাবে তুমি সত্যটা বুঝতে পারবে না! সত্যিকারের ইসলামকে জানতে হলে কোরআন বুঝে পড়তে হবে!”

এমনটাই বলেন মডারেট মুমিন ও মুক্তচিন্তার মানুষেরা! কিন্তু কোরআন কি ধারাবাহিকভাবে পড়লেই বোঝা সম্ভব? এমনকি আট/দশ'টি তাফসীর (ব্যাখ্যা) গ্রন্থ বগলে নিয়ে ‘সূরা ফাতেহা’ থেকে ‘সূরা নাস’ পর্যন্ত পড়লেই কোরআন তার সকল রহস্য উন্মোচিত করে সহজবোধ্য হয়ে যাবে! এমনটা যারা ভাবেন, তারা নিজেরা কখনই বিষয়টি চেষ্টা করে দেখেননি! কোরআনের এই বোঝার জটিলতা সমাধানের ভাবনা থেকেই ইবুকটি লেখা!

“সংক্ষিপ্ত কুরআন” পাঠ শেষ করার পর কোরআনের আলোকে মুহাম্মদের মনোজগতের একটি রূপরেখা পেয়ে যাবেন পাঠক; কোরআনের মূল বিন্যাস, বক্তব্য ও অবিন্যস্ততা অনেকটাই সহজবোধ্য হয়ে যাবে এবং কোরআন একটি সহজ জীবনালেখ্য হয়ে দাঁড়াবে নবী মুহাম্মদের ৬৩ বছরের!

একটি ইস্টিশন ইবুক

www.istishon.com